পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 261 Wednesday, 21 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৬১ সংখ্যা ❋ ৪ ভাদ্র ১৪৩১, বুধবার, ২১ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা শুরু কলকাতা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ গত চারদিনে প্রায় ৪০ ঘণ্টা সিবিআইয়ের ঘরেই কেটেছে সন্দীপ ঘোষের। আজ মঙ্গলবার আবারও সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে। নানামহলে নানা গুঞ্জন। শহরের নাম করা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে থাকলেও, 'স্যর'-এর নামে গুচ্ছের দুর্নীতির অভিযোগ। সিবিআই যদি সেই অভিযোগের শিঁকড়ে পৌঁছতে চায় তাতে সন্দীপের চাপ হতে পারে বলেই মত একটা বড় অংশের। এরইমধ্যে নয়া মোড়। আরজি কর হাসপাতালে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা শুরু কলকাতা পুলিশের। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চলতি বছরের জুন মাসে টালা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। এক আইএএস আধিকারিক এই অভিযোগ করেন। প্রায় তিন মাস পর সেই অভিযোগকে সামনে রেখে সন্দীপের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনে মামলা রুজু করা হল। 'প্রিভেনশন অব কোরাপশন' আইনের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। যেহেতু ১ জুলাই-এর আগে টালা থানায় এক আধিকারিক অভিযোগ জানিয়েছিলেন, সেই কারণেই সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হল, সোমবারই সন্দীপের বিরুদ্ধে এসআইটি বা সিট গঠন করেছে রাজ্য। আইজি প্রণব কুমারের নেতৃত্বে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছে। আর মঙ্গলবার সামনে এল কলকাতা পুলিশের পদক্ষেপের বিষয়টি। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে, সন্দীপের বিরুদ্ধে রাজ্য মনে করেছে তদন্ত দরকার। তাই এই পদক্ষেপ। কিন্তু এই তদন্তের প্রয়োজনীয়তা কি চারদিনেই অনুভূত হল? যদি হয় কেন আগে হল না? আরও একটি প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের মামলা রুজুকে সামনে রেখে। সিবিআইয়ের কোনও কড়া পদক্ষেপের আগেই কি কলকাতা পুলিশ নিজেদের হেফাজে নিয়ে নিতে পারে সন্দীপ ঘোষকে?

কর্মবিরতি এখনই প্রত্যাহার করা হবে না!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার (২০ অগাস্ট)। এই নিয়ে বারোদিনে পড়ল আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়াদের আন্দোলন। বিক্ষোভকারীরা পরিষ্কার জানালেন, তাঁদের কর্মবিরতি জারি থাকবে। তাঁদের অনুমান এই ঘটনার নেপথ্যে একাধিক ব্যক্তি যুক্ত রয়েছেন। তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত অভিযুক্তরা ধরা পড়বেন ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। কর্মবিরতি চলবে। সুপ্রিম কোর্টের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছে সেখানে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে। তবে প্রাথমিকভাবে কর্মবিরতি চলবে। তার কারণ যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে এসেছে তা দেখে তাঁদের মনে হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। একই সঙ্গে সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি কোন দিকে সেই বিষয়েও তারা নজর রাখতে চাইছেন। আন্দোলনরত পড়ুয়ারা বলেন, ''কর্মবিরতি জারি থাকবে। সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি কী সেটা জানতে চাইছি। একাধিক ব্যক্তির জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন কমপ্লিট ফেলিওর সেটা কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েনই বলে দিচ্ছে।'' তাঁরা আরও বলেন, ''আমরা সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে এসেছি। সীমান্তে লড়াই করছি না। কেন্দ্রীয় বাহিনী কতদিন থাকবে? সুপ্রিম কোর্টের উপরে আমাদের আস্থা রয়েছে।'' উল্লেখ্য, নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় অনেক নার্স ও চিকিৎসক হস্টেল ছেড়ে চলে গিয়েছেন। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে এ কথা উল্লেখ করা হয়। এরপরই প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় নির্দেশ দেন, হাসপাতালে ও হস্টেলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিআইএসএফ মোতায়েন করা হবে।

সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে প্রাক্তন পুলিশ ও সেনা কর্তারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টি একেবারেই বেআব্রু হয়ে পড়েছে। তা নিয়ে মঙ্গলবার ভর্ৎসনা করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতও। এহেন পরিস্থিতিতে মাইলফলক পদক্ষেপ করতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা ও জেলায় সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নিরাপত্তার ভার প্রাক্তন সেনা, বায়ুসেনা অফিসার বা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। জেলার পুলিশ সুপার ও জেলা শাসকদেরও ওই বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার, নায়েব সুবেদার, ক্যাপ্টেন, মেজর পদমর্যাদার অফিসাররা হাসপাতালের সিকিউরিটি অফিসার পদের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। একই ভাবে গত দু'বছরের মধ্যে পুলিশের ইন্সপেক্টর, ডিএসপি বা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদের যে সব অফিসার অবসর নিয়েছেন, তাঁরা শারীরিক ভাবে ফিট থাকলে হাসপাতালের সিকিউরিটি অফিসার পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। জেলা পুলিশ সুপারদের ও রাজ্য পুলিশের কর্তাদের এ ব্যাপারে ইচ্ছুকদের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে ২৪ অগস্টের মধ্যে সেই তালিকা চূড়ান্ত করে যেন নবান্নে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি হাসপাতালের প্রস্তাবিত ওই সিকিউরিটি অফিসারদের বেতন বা পে স্কেল কী হবে তা অবশ্য এখনও জানানো হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে অর্থ দফতরের গাইডলাইন অনুসরণ করে বেতন কাঠামো স্থির করা হবে। এর আগে মঙ্গলবার সকালে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ১৪ আগস্ট মধ্যরাতের পর আরজি কর হাসপাতালে বহিরাগতদের হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় মঙ্গলবার রাজ্য সরকারকে চরম ভর্ৎসনা করেছে সর্বোচ্চ আদালত। শুধু তা নয়, আরজি কর হাসপাতালের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এর পরই সরকারি হাসপাতালে সিকিউরিটি অফিসার নিয়োগ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্বরাষ্ট্র দফতর।

সঞ্জয় 'ঘনিষ্ঠ' এএসআই-কে তলব সিবিআইয়ের, সিজিওতে নেমেই দৌড়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত একজনই গ্রেফতার হয়েছে। সে হল সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়। ঘটনায় একাধিকজন জড়িত রয়েছে বলে দাবি করছে বিভিন্ন মহল। সেই প্রেক্ষিতে সঞ্জয়কে জেরা করেই সব তথ্য পেতে মরিয়া সিবিআই। তবে খোদ সঞ্জয় সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য পাওয়ার জন্য তার 'ঘনিষ্ঠ' এক অফিসারকে তলব করেছিল সিবিআই। প্রথমবার তাঁকে তলবের সময়ে কোনও হইচই না হলেও মঙ্গলবার হল। সিজিও কমপ্লেক্সে নেমেই ওই ব্যক্তি দৌড় লাগালেন। সঞ্জয় রায় 'ঘনিষ্ঠ' এএসআই অনুপ দত্তকে মঙ্গলবার ফের তলব করেছিল সিবিআই। এদিন দেখা গেল, সিজিও কমপ্লেক্সে নেমেই তিনি দৌড় দিলেন! আশেপাশে একাধিক সাংবাদিক ছিলেন, ছিল বহু ক্যামেরাও। তাঁদের মুখোমুখি যাতে না হতে হয়, সে কারণে গাড়ি থেকে নেমেই দৌড় দিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সের ভিতরে ঢুকে যান তিনি। এই দৌড়নোর সময়ে দু-একবার প্রায় পড়েও যাচ্ছিলেন অনুপবাবু। কিন্তু কোনওরকমে নিজেকে সামলে নেন। কমপ্লেক্সের করিডরের সামনে এক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের সঙ্গেও ধাক্কাও লাগে তাঁর। তাতেও অবশ্য থামেননি তিনি। সঞ্জয় রায় পুলিশের কাছে অপরাধ কবুল করেছিল বলে খবর ছিল। কিন্তু এখন সিবিআই তদন্তভার নেওয়ার পর তাকে নিয়ে আর কোনও তথ্য এখনও সামনে আসেনি। তবে ইতিমধ্যে সঞ্জয় রায়ের পলিগ্রাফ টেস্টের জন্য সিবিআই-কে অনুমতি দিয়েছে আদালত। ঘটনার সময়ে সে ঠিক কী কী করেছিল, তার সঙ্গে আর কেউ ছিল কিনা এবং আরও নানা তথ্য এই টেস্টের মাধ্যমে উঠে আসা সম্ভব। এই টেস্টের মাধ্যমে বোঝা যায়, যে কেউ মিথ্যা বলছে কিনা। গত ৯ আগস্ট আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চার তলার সেমিনার হলে তরুণী চিকিৎসকের মরদেহ মিলেছিল। সেদিনই তাঁর মরদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। সেই রিপোর্ট এখন প্রকাশ্যে এসেছে। অনেকের মতে, যে ঘটনা ঘটেছে তা সঞ্জয়ের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। এর সঙ্গে আরও একাধিকজন জড়িয়ে থাকতে পারে। সেই প্রেক্ষিতেই সঞ্জয় ঘনিষ্ঠদের তলব করছে সিবিআই। সঞ্জয় কেমন ছেলে, কেমন আচরণ করত, এইসবই জানতে চাইবে কেন্দ্রীয় সংস্থা। একইসঙ্গে সিবিআই এটাও জানতে চাইবে, কেবল সিভিক ভলেন্টিয়ার হয়ে সঞ্জয়ের এত বাড়বাড়ন্ত কীভাবে হল?

আরজি করের নিরাপত্তার দায়িত্বে এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্টঃ আরজি কর মামলার শুনানিতে বড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। এই মুহূর্ত থেকে হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আরজি করে মোতায়েন হবে সিআইএসএফ। কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক-পড়ুয়া ধর্ষণ, খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়। গত ১৪ আগস্ট স্বাধীনতার মধ্যরাতে পথে নেমে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানান আমজনতা। সেই রাতেই হাসপাতালে ব্যাপক হামলার ঘটনা ঘটে। ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয় আরজি করের জরুরি বিভাগ, হুমকি দেওয়া হয় নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের। তারপর থেকেই নিরাপত্তাহীনতার কথা বলে প্রতিবাদ আরও প্রবল হয়ে ওঠে। সেই প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার আরজি কর মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হাসপাতালের নিরাপত্তা দেওয়ার কথা জানাল শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানির শুরু থেকেই রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে সুপ্রিম কোর্ট। মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ-খুন নিয়ে তো বটেই, হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি। কীভাবে পুলিশ মোতায়েন থাকার পরও এত বড় হামলা হল, তা জানতে চায় সুপ্রিম কোর্ট। এরপরই হাসপাতালের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে, প্রধান বিচারপতি চিকিৎসকদের কাজে ফেরার বার্তাও দিয়েছেন। আগামী বৃহস্পতিবার ফের এই মামলার শুনানি। সেদিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে শীর্ষ আদালত। বলেছে, ''আমরা চাই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে সিবিআই আমাদের অবহিত করুক।'' সর্বোচ্চ আদালত আরও জানায়, ''আমরা একটি ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স গঠন করছি। আমরা চাই এই টাস্ক ফোর্স সুপারিশ করবে।'' প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের কথায়, ''চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যারা যুক্ত তাঁরা যেন সহজেই হামলার শিকার হচ্ছেন। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী এবং ডাক্তাররা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে, তাই দেশ আরও একটা ধর্ষণের ঘটনার অপেক্ষা করবে না কিছু পরিবর্তন আনার জন্য।'' প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিআইয়ের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন রবিবার ১৮ আগস্টের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে। কিন্তু সেই ডেডলাইন পেরিয়ে গিয়েছে। এখন দেখার, সুপ্রিম কোর্টে কী জানায় কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি। শুধু সিবিআই নয়, ২২ আগস্ট রাজ্য সরকারকেও একটি রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, ১৪ আগস্ট মধ্যরাতের পর আরজি কর হাসপাতালে হামলা চালানোর ঘটনায় রাজ্য সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে সে ব্যাপারে রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

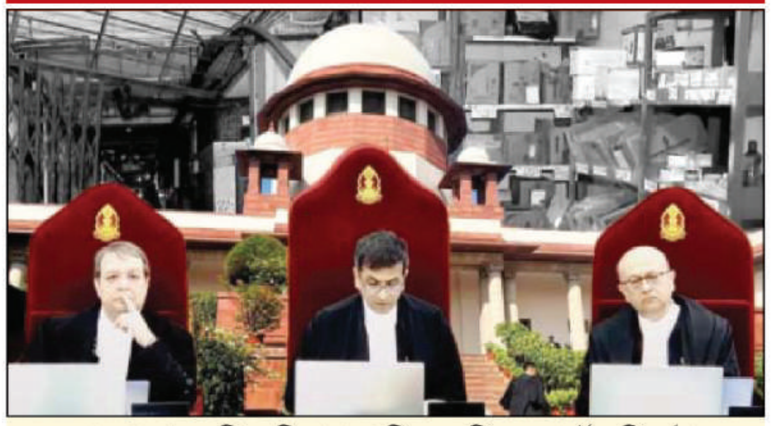

হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ

- প্রতিটি হাসপাতালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার।
- মহিলা এবং পুরুষ চিকিৎসকদের পৃথক বিশ্রামাগার থাকতে হবে।
- নার্সদের আলাদা রুম দিতে হবে।
- প্রত্যেক হাসপাতালে চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা দিতে হবে।
- প্রতিটি হাসপাতালের করিডোরে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে হবে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো লাগাতে হবে।
- হাসপাতালের নিরাপত্তায় কোনও গাফিলতি চলবে না।
- সব হাসপাতালে নির্দিষ্ট অভিযোগ বাক্স রাখতে হবে, যা সর্বক্ষণ সচল থাকবে।

এবিভিপি'র অভিযান ঘিরে তুলকালাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ একদিকে তুমুল বৃষ্টি। রাস্তায় জমেছে অল্প বিস্তর জল। সেই বৃষ্টির মধ্যেই স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে নামল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। তিলোত্তমার দোষীদের শাস্তির দাবিতে পথে নামেন তাঁরা। স্বাস্থ্য ভবনের সামনে চলে স্লোগান। বিক্ষোভকারীদের পথ আটকায় পুলিশ। শুরু হয় ধরপাকড়। জানা যাচ্ছে, আজ সিটি সেন্টারের সামনে থেকে মিছিল করে

স্বাস্থ্য ভবনে যাওয়ার কথা ছিল এবিভিপির। কিন্তু সিজিও কমপ্লেক্সের কাছে আটকে দেওয়া হয়। এরপরই ধুন্ধুমার কাণ্ড। পুলিশের সঙ্গে এবিভিপি কর্মী সমর্থকদের শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। পুলিশের তরফে পরিষ্কার জানানো হয়, স্বাস্থ্য ভবনে তাদের যেতে দেওয়া হবে না। এরপরই ব্যারিকেড ভেঙে স্বাস্থ্য ভবনের দিকে রওনা দেওয়ার চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলরত এক ছাত্র বলেন, ''স্বাস্থ্যমন্ত্রী হারিয়ে গিয়েছেন। রাজ্যের মানসম্মান ধুলোয় মিশে গিয়েছে।'' এ দিকে, বিক্ষোভকারীদের আটকাতে শেষমেশ লাঠিপেটা পুলিশের। টেনে হিঁচড়ে, কলার ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাদ যাননি মহিলারাও। বিক্ষোভরত এক মহিলা আন্দোলনকারী বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশকারায় এই সব হচ্ছে। ওরা মারতে চাইছে তো মারুক। এখানেই বসে থাকব। এক সপ্তাহ পেরিয়েছে। তবুও তদন্ত হচ্ছে না।'' রীতিমতো জমা জলে দৌড়তে শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা। পাল্টা পুলিশও তাদের ধাওয়া করে।

রাহুল গান্ধি ব্রিটিশ নাগরিক? সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর মামলায় শোরগোল

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্টঃ তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতা। দীর্ঘদিনের কংগ্রেস সাংসদ। এবার সেই রাহুল গান্ধির নাগরিকত্ব নিয়ে উঠল প্রশ্ন। রাহুল গান্ধি ভারতের নাগরিক হওয়ার পাশাপাশি ব্রিটেনের নাগরিক। এই দাবি জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। মঙ্গলবার দিল্লি হাইকোর্টে তিনি জানান, রাহুলের ভারতের নাগরিকত্ব খারিজের দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে ৫ বছর আগে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু, তার জবাব

পাননি। তাই, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে তাঁর আবেদনের জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়ার জন্য দিল্লি হাইকোর্টে আর্জি জানান সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। এদিন আদালতে স্বামী জানান, ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে জানিয়েছিলেন, ২০০৩ সালে ব্যাকওপস লিমিটেড নামে একটি সংস্থার রেজিস্ট্রেশন রয়েছে ব্রিটেনে। ওই কোম্পানির একজন ডিরেক্টর ও সচিব হলেন রাহুল গান্ধি। ওই কোম্পানি ২০০৫ সালের ১০ অক্টোবর এবং ২০০৬ সালের ৩১ অক্টোবর তাদের বার্ষিক রিটার্ন ফাইল করে। সেখানে রাহুল জানিয়েছেন, তিনি ব্রিটিশ নাগরিক। সুব্রহ্মণ্যম স্বামী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জানান, রাহুল স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নিয়েছেন। আবার তিনি ভারতের নাগরিক। যা সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদ এবং ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-কে লঙ্ঘন করছে। সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদ বলছে, কেউ স্বেচ্ছায় বিদেশের নাগরিক হলে আর ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন না। ফলে রাহুলের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রত্যাহারের দাবি জানান প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম। সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের ২৯ এপ্রিল রাহুল গান্ধিকে চিঠি লেখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ১৫ দিনের মধ্যে এই নিয়ে তাঁর বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়। স্বামী এদিন আদালতে জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি পাঠানোর পর ৫ বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু, তাঁর চিঠি নিয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, জানতে পারেননি। তাই, আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। সুব্রহ্মণ্যম স্বামী এদিন আদালতে নিজেই সওয়াল করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী সত্য সভরওয়াল। কেন্দ্রের হয়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল চেতন শর্মা। তবে বিচারপতি সঞ্জীব নারুলা এই নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে কোনও নির্দেশ দিতে চাননি। তবে সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর আবেদন জনস্বার্থ মামলা হিসেবে গ্রহণ করেন। বিচারপতি জানান, জনস্বার্থ মামলা হিসেবে আবেদনটি শুনবে রোস্টার বেঞ্চ। ২৬ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

আরজি করে প্রমাণ লোপাট করতেই নবান্নের সিট গঠন, দাবি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক অনিয়ম তদন্ত করতে সিট গঠন করেছে রাজ্য সরকার। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক অনিয়ম তদন্ত করে দেখা হবে। সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, হাসপাতালের সব আর্থিক দুর্নীতির প্রমাণ লোপাট করতেই এই সিট গঠন করেছে নবান্ন। যে সময়ের হিসাবনিকেশ খতিয়ে দেখার কথা বলা হচ্ছে তখন হাসপাতালের সর্বেসর্বা ছিলেন সন্দীপ ঘোষ। আরজি করে সম্প্রতি যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে তারপরই সন্দীপ পদত্যাগ করেন। সুতরাং বলাই যায়, এই তদন্ত আসলে শুরু হতে চলেছে হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধেই। যদিও তা মানতে রাজি নন শুভেন্দু। বরং তিনি বলছেন, ''পুরোটাই লোক দেখানো। সিট দুর্নীতি ধরতে তৈরি হয়নি, কোনও দুর্নীতি যাতে ধরা না পড়ে তার জন্য তৈরি হয়েছে।'' বিজেপি বিধায়ক এক্ষেত্রেও সরাসরি আক্রমণ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শুভেন্দু দাবি, স্বাস্থ্য দফতর আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে যুক্ত! তাঁর নির্দেশেই খারাপ মানের জিনিসপত্র ঢোকে হাসপাতালে, টেন্ডারে গন্ডগোল হয়, এমনই বলছেন শুভেন্দু। এই দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে সন্দীপ ঘোষকেই জেরা করার দাবি তুলেছেন তিনি। শুভেন্দুর কথায়, ''হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের মোবাইল ফোন ঘাঁটলেই সব তথ্য বেরোবে।'' পাশাপাশি তাঁর পলিগ্রাফ টেস্ট করানোর দাবিও তুলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। ষড়যন্ত্র করে প্রমাণ লোপাটের জন্যই যে সিট গঠন করা হয়েছে তার প্রমাণ আছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, ''সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে ভাল মত যোগাযোগ ছিল এসপি দাস, নারায়ণ নিগমের। ফোনের তথ্য পেলেই সব সামনে আসবে।'' আর তাঁর কাছেও মেটেরিয়াল আছে বলে বোমা ফাটিয়েছেন দিয়েছেন শুভেন্দু। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তা সামনে আনবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে আলাদা মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। আরজি কর মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা স্থানান্তরিত হয়েছে। এই অবস্থায় কীভাবে আরজি করে টেন্ডার দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগে সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে সিট গঠন করে তদন্ত শুরু করছে পুলিশ, সেই প্রশ্ন তুলেই এই মামলা। স্পষ্ট দাবি করা হয়েছে, এখন আরজি কর সংক্রান্ত মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। তাই এই বিষয়টিও সিবিআই তদন্তের আওতাভুক্ত করা হোক।

পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে কি বিনীতকে সরাবেন মমতা? সুপ্রিম রায়ে মুখ পুড়ল রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ ১৪ আগস্ট মধ্যরাতের পর আরজি কর হাসপাতালে বহিরাগতদের হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় মঙ্গলবার রাজ্য সরকারকে চরম ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শুধু তা নয়, আরজি কর হাসপাতালের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। অনেকের মতে, এতে মুখ পুড়েছে রাজ্যের। কারণ, কলকাতার বুকে রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা হাসপাতাল পাহারা দিতে যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হয়, তাহলে তা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বর্তমান সরকারের ব্যর্থতাকেই চিহ্নিত করে। প্রশ্ন হল, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর কি কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে বিনীত গোয়েলকে সরিয়ে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? আরজি করে হামলার ঘটনা নিয়ে শাসক দলের একাংশ ঘরোয়া আলোচনায় বিনীতের তীব্র সমালোচনা শুরু করেছেন। তাঁদের মতে, ১৪ আগস্টের রাতে আরজি কর হাসপাতালে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা না রাখা অপদার্থতা ছাড়া আর কিছু নয়। এ ব্যাপারে মুখ খুলেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। হামলার ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে তিনি ফোন করেছিলেন পুলিশ কমিশনারকে। সেই সঙ্গে বলেছিলেন,

দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অভিষেকের কথায়, ''আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের দাবি সঙ্গত। সরকারের থেকে এটুকু তো তাঁরা প্রত্যাশা করতেই পারেন। তাঁদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।'' এ ব্যাপারে দলের বাইরেও প্রশ্নের মুখে পড়েন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। তবে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে বলেন, ''১৪ তারিখ রাতে শহর জুড়ে যে প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল লিডারলেস অর্থাৎ নেতৃত্ববিহীন। কোথায় কত লোক হবে তা আন্দাজ করা যায়নি।'' তাঁকে তখনই প্রশ্ন করা হয়েছিল, আরজি কর হাসপাতাল তো গোটা ঘটনার এপিসেন্টর, সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিশ ছিল না কেন? তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি কমিশনার। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, ''১৫ আগস্ট (১৪ আগস্ট মধ্য রাতের পর) আরজি কর হাসপাতালে যে হামলার ঘটনা ঘটেছে তা উদ্বেগজনক। ক্রাইম সিন সুরক্ষিত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন।'' এবার লোকসভা ভোটের পর আমলাতন্ত্রে বড় রদবদলের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। সেই রদবদলে কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদে নতুন মুখ আনার ব্যাপারেও কথা চলছিল। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তৃণমূলের কালীঘাট ঘনিষ্ঠ এক নেতা বলেন, ''কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদে বিনীত গোয়েলের থাকাটা এবার মুশকিল হয়ে গেলে। বদলের সম্ভাবনা এখন ষোল আনা।''

ভিনরাজ্যে আলু রফতানি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত মমতার, মিটবে সমস্যা?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে আলু রফতানি নিয়ে জটিলতা। ফের কর্মবিরতিতে নেমেছে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। তার জেরে রাজ্যের বাজারেও আলুর জোগান নিয়ে প্রশ্ন উঠে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার নবান্নে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা। টাস্ক ফোর্স ও আলু ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিরা ওই বৈঠকে ছিলেন। নবান্নের কনফারেন্স হলে সেই বৈঠক চলাকালীন আচমকা পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই ভিনরাজ্যে আলু রফতানি নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন তিনি। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে আলুর দাম নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আর এই অবস্থায় ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর ক্ষেত্রে পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন আলু ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অভিযোগ, ট্রাকে করে ভিনরাজ্যে আলু রফতানির সময় পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে গত ২০ জুলাই রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতির ডাক দেয় প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। টানা ৫ দিন চলে সেই কর্মবিরতি। কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদাররা প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠক করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেইসময় কর্মবিরতি উঠলেও আলু রফতানিতে জটিলতা কাটেনি বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। তাই সোমবার থেকে ফের কর্মবিরতি শুরু করে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। তারপরই মঙ্গলবার নবান্নে বৈঠক ডাকেন মুখ্যসচিব। কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, প্রত্যেক জেলার জেলাশাসক, টাস্ক ফোর্স এবং আলু ব্যবসায়ীরা এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শুরুর পরই সেখানে উপস্থিত হন মমতা।

রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে বীর ভূমিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্টঃমঙ্গলবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকী। এদিন সকালে তাঁর সমাধিস্থল বীর ভূমিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজীবপুত্র রাহুল গান্ধী। উল্লেখ্য, রাজীব গান্ধীর জন্ম ১৯৪৪ সালের ২০ আগস্ট। রাজীব গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ১৯৮৪ সালে। মা ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় রাজীব গান্ধীর উপরে। ওই বছরেই তিনি দেশের নবীনতম প্রধানমন্ত্রী পদে বসেন। ১৯৮৯ সালের ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামবুদুরে একটি নির্বাচনী জনসভায় লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (এলটিটিই)র জঙ্গিরা নৃশংসভাবে হত্যা করে রাজীব গান্ধীকে।

বুধবার পোল্যান্ড যাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ দুদিনের সফরে বুধবার পোল্যান্ডে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৪৫ বছর পর ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী পোল্যান্ডে পা রাখবেন। এমনটাই জানানো হয়েছে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে। বুধ ও বৃহস্পতিবার পোল্যান্ড সফর সেরে নরেন্দ্র মোদী যাবেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনে।উল্লেখ্য, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদামির পুতিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও কীভাবে তাদের বিপক্ষ দেশ ইউক্রেনের পাশে থাকার বার্তা দেন নরেন্দ্র মোদী, সেদিকেই নজর থাকবে আন্তর্জাতিক মহলে, এমনটাই বক্তব্য ওয়াকিবহাল মহলের। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই ভ্লাদামির পুতিন রাশিয়ার অন্যতম সর্বোচ্চ পুরস্কার দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদীকে।

জম্মু ও কাশ্মীরে ভূমিকম্প, কম্পনের মাত্রা ৪.৯

শ্রীনগর, ২০ আগস্ট ঃ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উপত্যকা। মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরে কম্পন অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লায় ৪.৯ মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়।জানা যাচ্ছে, কম্পনের মাত্রা খুব বেশি না হলেও হঠাৎ কম্পনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বারামুল্লার বাসিন্দারা। ঘরের আসবাবপত্র কাঁপতে শুরু করলে আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন বাসিন্দারা। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি

রাজকোটে দুটি গাড়ির সংঘর্ষ, হত ৩

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার ভোরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো ৩ জনের । ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটের রাজকোট জেলার গন্ডালে।জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরবেলা দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ যাত্রীর। একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটলো খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেঃট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম নিয়ে আগরতলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২০ আগস্ট ঃ রাজস্ব দপ্তরের উদ্যোগে মঙ্গলবার আগরতলায় একটি হোটেলে অনলাইন নথি নিবন্ধনের ব্যবস্থা ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, অনলাইন নথির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেঃট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। রেজিস্ট্রি অফিসে জমি নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর ও আধুনিক করে তোলাই এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা বেশ জটিল হয়ে থাকে। জনসাধারণকে সহজে এবং সুরক্ষার সাথে সম্পত্তি হস্তান্তর ও বিক্রয় সম্পর্কিত নথি নিবন্ধন করতে এই প্রক্রিয়াটি সহায়তা করবে।কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে বলেন, ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে জনগণ স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত পরিষেবা পাবেন। এই পদ্ধতিতে সম্পত্তি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা বজায় থাকবে। রাজ্য সরকার এই পদ্ধতিটিকে ব্যাপকভাবে কার্যকরি

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নেতৃত্বে নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির কাজের পর্যালোচনা বৈঠক

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২০ আগষ্টঃ কেন্দ্রীয় অর্থ ও কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সীতারমনের নেতৃত্বে নতুন দিল্লিতে আজ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির কাজের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক দিক, তহবিল সংগ্রহ বৃদ্ধি, ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা এবং সাইবার সুরক্ষা পরিকাঠামো ছাড়াও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে ঋণের সুযোগ সম্প্রসারণ ও রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে অন্য উদ্ভূত বিষয়গুলি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। আর্থিক সচিব ডক্টর বিবেক যোশী, আর্থিক পরিষেবা দফতরের মনোনীত সচিব শ্রী এম নাগারাজু, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির প্রধানরা ছাড়াও আর্থিক পরিষেবা দফতরের পদস্থ আধিকারিকেরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বলা হয় যে, ২০২৪ আর্থিক বছরে সমস্তরকম আর্থিক দিক থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি ভালো কাজ করেছে। ব্যাঙ্কগুলির সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে। নীট এনপিএ-এ ০.৭৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির মূলধনী সঞ্চয় উল্লেখযোগ্য ১৫.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নীট সুদের মার্জিন ৩.২২ শতাংশে রয়েছে এবং এপর্যন্ত সর্বাধিক নীট মুনাফা ১.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা এবং শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ ২৭,৮৩০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ব্যাঙ্কের সামগ্রিক আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমানত বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, ঋণ প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তার সুস্থায়িত্বের দিকে তাকিয়ে আমানত আরও বাড়ানো সম্ভব। আমানতের আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাঙ্কগুলিকে সুসংহত প্রয়াস গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এর পাশাপাশি শ্রীমতি সীতারমন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিকে গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও উন্নত করা এবং গ্রাহক পরিষেবার মান বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ব্যাঙ্কগুলিকে পরামর্শ দেন, গ্রাহকদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের তাদের কাছে পৌঁছোতে হবে। বিশেষত, গ্রামীণ এবং আধা শহর এলাকায় গ্রাহকের সঙ্গে ব্যাঙ্ক কর্মচারীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে তোলা দরকার। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে আশু চাহিদাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করে তুলতে হবে। সম্পত্তির গুণগত মান প্রসারে ব্যাঙ্কগুলির উদ্যোগের প্রশংসা করে শ্রীমতি সীতারমন তাদের পরামর্শ দেন, এনসিএলটি এবং এনএআরসিএল-এ নির্দেশিত পথে মামলার নিস্পত্তি এবং ঋণের অর্থ বাজার থেকে তুলে আনতে সমস্ত দিক উন্মুক্ত রাখতে হবে। বৈঠকে ডিজিটাল পেমেন্ট, সাইবার সুরক্ষা পরিকাঠামো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাইবার সুরক্ষার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ব্যাঙ্কগুলিকে সরকার, আইন প্রণয়নকারী এবং সুরক্ষা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের পথে এগোতে নির্দেশ দেন। সাইবার ঝুঁকি নিরসনে এই জাতীয় সহযোগিতা ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি জানান। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, তথ্য প্রযুক্তির প্রত্যেকটি দিককে নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সুরক্ষার প্রশ্নে কোথাও কোনওরকম সমঝোতা যাতে না করা হয় সেদিকে তাকিয়ে সাইবার সুরক্ষার দিকটিকে সম্পূর্ণভাবে সুনিশ্চিত করতে হবে। শ্রীমতি সীতারমন আরও বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং জীবন ধারণের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একেবারের প্রান্তিক স্তরের মানুষদের কাছেও ঋণের সুযোগ যাতে পৌঁছয় সরকারের উদ্যোগের সফল রূপায়নে ব্যাঙ্কগুলিকে সর্বতো সহায়তা প্রদান করতে হবে। কেন্দ্রীয় বাজেটে সাম্প্রতিক ঘোষণাগুলির যথাযথ রূপায়ণে ব্যাঙ্কগুলিকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে বলেও তিনি জানান। এমএসএমই ক্ষেত্রগুলির ডিজিটাল প্রসার এবং আর্থিক সরবরাহের মূল্যায়নের ভিত্তিতে নতুন ঋণদান মূল্যায়ন মডেলের বিষয়টিও সেইসঙ্গে তুলে ধরেন তিনি। পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলী যোজনা এবং পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার মতন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে যোগ্য সুবিধাভোগীদের কাছে ঋণের সুযোগ যাতে আরও বেশি করে পৌঁছয় সেব্যাপারেও ব্যাঙ্কগুলিকে এগিয়ে আসতে বলেছেন তিনি। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী ঋণ মেটানোর পরে যাবতীয় নথিপত্র গ্রাহকের হাতে তুলে দিতে ব্যাঙ্কের যাতে বিলম্ব না হয় সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে যাবতীয় দায়বদ্ধতা যথাযথ পালনের জন্যও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন।

ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে পালন করা হয়

দুরন্তবার্তা,কলকাতা,২০আগষ্টঃ রাজ্যের কিংবদন্তি ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের তরফে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান জানানো হচ্ছে। এই উপলক্ষে কলকাতা ময়দানে তার মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি সহ কলকাতা ময়দানের মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ক্রিকেট এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল সহ বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির ফলেই নাগরিকত্ব আইন লাগু করা সম্ভব ঃপীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২০আগষ্টঃ দিল্লিতে বসবাসকারী পাকিস্তান থেকে আসা মহিলা শরণার্থীরা আজ দিল্লিতে রাখী বন্ধন উৎসব উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও উদ্যোগ মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে রাখী পরান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েলও সাধ্বী ঋতম্ভরা এবং ব্রহ্মকুমারী বোনেদের সঙ্গে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করেন। গোয়েল বলেন, নাগরিকত্ব আইন যেসব শরণার্থীরা সিএএ-র আওতায় নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন, তাঁদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান করবে। মন্ত্রী বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধন আইন আপনাদের সম্মান ও নিরাপত্তা প্রদান করছে, যা আপনাদের অধিকার। তিনি বলেন, এটিই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাখীবন্ধন উৎসব।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃঢ় ইচ্ছেশক্তির ফলেই এই বোনেরা সিএএ - এর আওতায় ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তলব

কলকাতা,২০আগষ্টঃরাজ্য সরকার কলকাতা পুলিশের আওতায় থাকা থানাগুলিকে সেখানে কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তলব করেছে। তাদের অতীত রেকর্ড, চরিত্রগত মূল্যায়ন এবং পরিচয় পত্রের প্রতিলিপি যাচাই করার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে তাদের পারফরমেন্স, মদ্যপান করেন কিনা, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে কিনা তার বিস্তারিত লিখিত আকারে পাঠানোর জন্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে লালবাজারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য আর জি কর হাসপাতাল কান্ডে ধৃত সঞ্জয় রায় সিভিক ভলান্টিয়ার পদে কর্মরত হওয়ায় রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২০আগষ্টঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহান মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। তিনি ত্রিপুরার উন্নয়নে মহারাজার অবিস্মরণীয় ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। শ্রী মোদী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, সরকার ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য মহারাজার স্বপ্নকে পূরণ করতে দায়বদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যম এক্স প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে বলেছেন ঃ আমি মহান মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি ত্রিপুরার উন্নয়নে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দরিদ্র এবং নিম্নবর্গের লোকদের ক্ষমতায়নের জন্য জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর কল্যাণমূলক পদক্ষেপ বহুল প্রশংসিত। আমাদের সরকার ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে দায়বদ্ধ।

বিষ্ণুপুর মল্লরাজদের সেনাপতি মহল ‘‘মানডিহা’-র ইতিহাস

গবেষকঃমধুসূদন দে (প্রধান শিক্ষক-মদন মোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়),বাঁকুড়াঃওন্দা থেকে দক্ষিণে বাঁশ ডাঙ্গা জঙ্গলের পাশে একটি ছোট্ট গ্রাম। নাম তার পুরাতন মানডি। বর্তমান নাম মানডিহা। অজপাড়া গাঁ। মানডিহা গ্রামে জন্ম তাঁর, পেশায় শিক্ষক। ছাত্রাবস্থা থেকে লেখালেখির শুরু। কিন্তু আজ তার লেখার বিষয় মানডিহার ইতিহাস।মরুভূমির বালির নীচে, নদীর চড়ায় বা পাহাড়ের গুহায় জমে থাকে ইতিহাস। ওন্দা ব্লকের মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিখছেন বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের সেনাপতি মহল মানডিহা র ইতিহাস।অষ্টম শতাব্দীর প্রথমদিকে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ আদি মল্ল (রঘুনাথ) বাঁকুড়া জেলাতে একটি অরণ্য রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে গাঙ্গেয় সমভূমি এলাকায় বিড়াই নদীর ধারে 'মানডি' নামে একটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। নদীর তীরে গ্রামটি দুর্গম শ্বাপদ সঙ্কুল অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের দেওয়া 'মান' উপাধি থেকে এই অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষত্রিয়দের পদবী হয় 'মান' এবং গ্রামটির নামকরণ হয় মানডি। মানডিতে বসবাসকালীন প্রতি বছর বন্যার জলে ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ত এবং গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, গোবাদি পশু ইত্যাদি সবকিছু নদীর জলে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যেত। তাই এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে কিছুটা দূরে একটি উঁচু ভূখন্ডে জনবসতি গড়ে তুলেছিল। ঐ সময় থেকে মানডি নামের পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় মানডিহা। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীর হাম্বীর এর শাসনকালে মোঘল সম্রাট আকবর চিতোর অবরোধ করেন এবং হলদিঘাটের যুদ্ধে মেবারের রানা প্রতাপ সিংহকে পরাজিত করেন। তখন রানা প্রতাপ সিংহের সেনাপতি

মদন সিংহ চিতোর ছেড়ে চলে আসেন এবং বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীর হাম্বীরের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে মল্লরাজ বীর হাম্বীর তাকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করেন। মল্লরাজ বীর হাম্বীর সেনাপতি মদন সিংহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, একদিনে একবার ঘোড়া দৌড় করিয়ে যতটা এলাকা ঘুরতে পারবে সেই সমস্ত এলাকা তার সেনাপতি মহলের আওতায় পড়বে। এইক্ষেত্রে মদন সিংহ ১৮০ বিঘা এলাকা জুড়ে সেনাপতি মহল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেনাপতি মহলটি মানডিতে অবস্থিত ছিল। দুর্গম শ্বাপদ সঙ্কুল অঞ্চল হওয়ার জন্য মা মনসাকে সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। তাই তিনি গড়ে তুলেছিলেন নাগরাজ মহল।হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস। পুরাতাত্ত্বিকের কাজ মাটির গভীর থেকে তাকে খুঁজে বের করা। মানুষের হাড়, ভাঙা মন্দির, তীর ধনুক, বল্লম, ধাতব গয়না, কাঁসার বাসনপত্র, এমনকি পরিখা খননের নিদর্শনেও লুকিয়ে থাকে সভ্যতার ইতিহাস। সেনাপতি মহলের প্রতিরক্ষার জন্য খনন করা হয়েছিল পরিখা ।তার খননের নিদর্শন এখনো বর্তমান।এখন সর্বসাধারনের জন্য খোলা আছে 'মানডির' শিবমন্দির। মন্দিরটি এখনো স্বমহিমায় বিরাজমান। দুর্গামন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও উদ্ধার হয়নি। মানডিতে মানডিসিনী নামে এক পাথরের তৈরী দেবীমূর্তি রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী রেখে পাথর যেন কথা বলছে। মিলেছে যুদ্ধাস্ত্র। লোহার বল্লম ও তরবারির মতো অস্ত্র। বিষ্ণুপুরের সেনাপতি মহল মানডি এখন ধ্বংস স্তূপ। তবু তার ভগ্নাবশেষ থেকে খুঁজে পাওয়া গেছে বহু দুর্মূল্য তথ্য যা ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুরের ইতিহাস জানার জন্য খুবই জরুরী।মানডিহা গ্রামে বসবাসকারী সবচেয়ে প্রবীন ব্যক্তি মাননীয় বাউল দে মহাশয়ের কাজ থেকে সংগৃহীত তথা থেকে জানা যায় যে, ১৫৬৭ সালে মোঘল সম্রাট আকবর চিতোরা অবরোধ করেন এবং ১৫৭৬ সালে হলদিঘাটের যুদ্ধে রানা প্রতাপ সিংহ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। মেবারের রানা প্রতাপ সিংহের সেনাপতি মদন সিংহ বিষ্ণুপুরের তৎকালীন রাজা বীর হাম্বীর এর শরনাপন্ন হন। মদন সিংহ বিষ্ণুপুর অরণ্য রাজ্যের সেনাপতি পদে যোগদান করেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি মল্ল রাজাদের সেনাপতি মহল 'মানডি'মৌজার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।মদন সিংহের বংশধর বর্তমান মানডিহা গ্রামের শিক্ষাদরদী ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত মাননীয় গোপাল সিংহ মহাশয়ের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, মদন সিংহের পরবর্তী প্রজন্ম 'মান' উপাধি থেকে 'সিংহ পদবী বা উপাধি ধারন করেন। তিনি আরো জানান যে, বিষ্ণুপুরের 'মৃনময়ী' মন্দিরের ধাঁচে মানডিহাতে একটি দুর্গার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবতঃ ঐ সময় বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন গোপাল সিংহ।মানডিহা গ্রামের রায় যা খয়রা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি মাননীয় শ্রী মথুর রায় মহাশয়ের কাছ থেকে জানা যায় যে, পুরাতন মানডিতে রায় বা খয়রা জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। তৎকালীন সময়ে খয়রা জনগোষ্ঠীর পদবী জিল সর্দার। মদন সিংহের পূর্বপুরুষরা বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত রাজ্য থেকে আগত বীর যোদ্ধাদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হত। মানডিহাতে বসবাসকারী রাজপুত ক্ষত্রিয়দের যোদ্ধা হিসাবে যথেষ্ট সুনাম ছিল। মানডিহা গ্রামের কাছে যে নদী রয়েছে যার নাম বিড়াই নদী। সেই বিড়াই নদীর জলে ভেসে এসেছিল একটি অষ্টধাতুর বিগ্রহ।রাখাল বালকেরা দেখেছিল বলে এর নামকরণ করা হয় রাখাল রাজা।শ্রীমতী লক্ষ্মীবালা সিংহ মহাশয়ার কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, পুরাতন মানডিতে এখনও পর্যন্ত যে শিবমন্দিরটি রয়েছে সেটি প্রতিষ্ঠা করেন একজন উৎকল ব্রাহ্মণ। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মদন সিংহের বংশধর গঙ্গানারায়ন সিংহ এই মন্দিরের নিত্য পূজারি ছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, গঙ্গানারায়ন সিংহ একদিন পূজা শেষ করে তার স্ত্রীর হাতে ফুল, জল দেওয়ার পর তৎক্ষনাৎ দেহত্যাগ করেন। তাকে দাহ করার জন্য চিতার আগুনে তোলা হলে তার স্ত্রীও তখনই দেহত্যাগ করেন। তখন তার স্ত্রীকে সহমরণ প্রথামতে একই চিতায় দাহ করা হয়।গবেষকের ভাষায় মানডিহা আমার জন্মস্থান। এখানে আছে আমার নাড়ীর টান। এখানের জল, মাটি, বাতাস, গাছপালা, পশুপাখি, বাড়িঘর, প্রতিষ্ঠান সমস্তই আমার একান্ত আপন। তাই মানডিহার ইতিহাস আমাকে জানতে হবে ও সকলকে জানাতে হবে এইটা আমার পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকী। সেই উপলক্ষ্যে এক্স হ্যান্ডেলে রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রসঙ্গত এবছর রাজীব গান্ধীর ৮০তম জন্মবার্ষিকী।উল্লেখ্য, রাজীব গান্ধীর জন্ম ১৯৪৪ সালের ২০ আগস্ট। রাজীব গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ১৯৮৪ সালে। মা ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় রাজীব গান্ধীর উপরে। ওই বছরেই তিনি দেশের নবীনতম প্রধানমন্ত্রী পদে বসেন। ১৯৮৯ সালের ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামবুদুরে একটি নির্বাচনী জনসভায় লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (এলটিটিই)র জঙ্গিরা নৃশংসভাবে হত্যা করে রাজীব গান্ধীকে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক মোদীর

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লিতে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার বিন ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠক করেন। কথাবার্তার পর দু'দেশের মধ্যে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সম্মানে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করেছেন। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার বিন ইব্রাহিম রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মঙ্গলে সমুদ্র উত্তাল থাকার সম্ভাবনা, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃমঙ্গলবার সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, সমুদ্রের উপর ঘণ্টায় ৩০-৪৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে এদিন। তাই উত্তর বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এলাকায় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, রাজস্থান থেকে দক্ষিণ বাংলাদেশ পর্যন্ত মৌসুমি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। দক্ষিণ বাংলাদেশের আশপাশে নিম্নচাপ অঞ্চল রয়েছে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের উপর একটি ঘূর্ণাবর্তও অবস্থান করছে। এর ফলে বাংলায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি, সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা। তাই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আর জি কর-কান্ডঃআইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃআর জি কর কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে মামলা গেছে সুপ্রিম কোর্টে। এই ঘটনায় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান, ওই তরুণী চিকিৎসকের ওপর পশুর মতো আচরণ করা হয়েছে। আর জি করে ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেন তিনি। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে সলিসিটর জেনারেলের যুক্তি, ৭ হাজার লোক হাসপাতাল ভাঙচুর করল। এটা কি আইনশৃঙ্খলার নমুনা?উল্লেখ্য, আর জি কর কাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। রুজু করেছে

সুয়ো মোটো মামলা। মঙ্গলবার সেই মামলারই শুনানি হয়। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে মঙ্গলবার প্রথম শুনানির জন্য ওঠে আর জি করকাণ্ডের মামলা।

আউশগ্রাম ২ যুব কল্যাণ দপ্তরের রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানে সমাজসেবক

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, গুসকরা,২০আগষ্টঃরাখী বন্ধন উৎসব পালিত হয় আউশগ্রাম ২ যুব কল্যান দপ্তর উদ্যোগ আমরগড়ে। অনুষ্ঠানে সকলকে রাখী পড়িয়ে সৌভ্রাতৃত্ব বন্ধন উৎসব পালিত হয়। আউশগ্রাম ২ পঞ্চায়েত সমিতি বিডিও অফিস চত্বরে রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বারুই সহসভাপতি বঙ্কুবিহারী সেনাপতি বিডিও চিন্ময় দাস,জয়েন বিডিও যুব কল্যাণ আধিকারিক গিরীজাপ্রসাদ নায়েক জেলা পরিষদ সদস্য মুনমুন মুখার্জী পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শিবনাথ মালিক ও কর্মাধক্ষগণ । অনুষ্ঠানে সমাজসেবক সেখ আবদুল লালন ও সঞ্জু সেখ উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন। সাতটি পঞ্চায়েতর প্রধান ও উপপ্রধান গণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।সৌভ্রাতৃত্ব বন্ধনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখী বন্ধন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত আবৃত্তি পরিবেশন করা হয়।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম পতন অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৪ ডলারে নেমে গেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি মঙ্গলবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিকে, ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ০.৫৮ ডলার বা ০.৭৫ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৭.০৮ ডলারে প্রবণতা রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড প্রতি ব্যারেল ০.৬৮ ডলার বা ০.৯১ শতাংশ কমে ৭৩.৬৯ মার্কিন ডলারে লেনদেন করছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেলের দাম ৮৭.৬২। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৩ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ২০ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৪ ভাদ্র, চান্দ্রঃ১৬ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৫ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১৬ হাবান, আসামঃ ৩ ভাদ্, মুসলিমঃ১৪সফর১৪৪৬ হিজরী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ১৮ঃ০৩ এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ০০ঃ৩৬।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৬ঃ৪৩ঃ০৭(২০) এবং অস্তঃসকাল ০৬ঃ৩৭ঃ১৩(২১)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ প্রতিপদ (নন্দা) রাত্রিঃ১০ঃ২৮ঃ০৬ দং ৪২৫৪৫৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃশতভিষা সকাল ঘ ০৬ঃ১৮ঃ১৫ দং ২২৯২৭.৫ পর্যন্ত পরে পূর্বভাদ্রপদকরণঃবালব সকাল ঘ ১১ঃ৩৩ঃ৩৮ দং ১৫৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে কৌলব রাত্রিঃ১০ঃ২৮ঃ০৬ দং ৪২৫৪৫৫ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃ অতিগণ্ড সকাল ঘ ০০ঃ৩০ঃ০৮ দং ৪৭৫৯১০ পর্যন্ত পরে সুকর্মাঅমৃতযোগঃদিন ০৭ঃ৫০ঃ৩৯ থেকে- ১০ঃ২৩ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৫ঃ৪০ থেকে- ০২ঃ৩৭ঃ২১ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ২৮ঃ১১ থেকে -০৫ঃ০৯ঃ৫১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ০০ঃ৪১ থেকে- ০৬ঃ৪৫ঃ৫১ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ০১ঃ২১ থেকে - ১১ঃ১৬ঃ৫০ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩২ঃ১৯ থেকে - ০৩ঃ০২ঃ৩৯ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১২ঃ৫৫ঃ৪০ থেকে - ০১ঃ৪৬ঃ৩০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ০২ঃ০০ থেকে - ১২ঃ৪৭ঃ০৯ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৬ঃ৫৩ঃ২৭ থেকে - ০৮ঃ২৮ঃ৪৬ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৪ঃ৪৪ থেকে - ০২ঃ৫০ঃ০৩ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৭ঃ২৫ঃ২২ থেকে - ০৮ঃ৫০ঃ০৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৪৩৩২২৬ (১০) ২ পদচন্দ্রঃ১০১৮২৪০ (২৪) ৪ পদমঙ্গলঃ১২৩৫৮১৬ (৫) ১ পদবুধঃ৩২২৪৭১ (৯) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২৪১৮০ (৫) ১ পদশুক্রঃ৪২৪৫৩৩৬ (১১) ৪ পদশনিঃ১০২০৪২৫ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১১৬৩৭৫৭ (২৬) ৪ পদকেতুঃ৫১৬৩৭৫৭ (১৩) ২ পদবুধ বক্রি ত্যাগ সকাল ঘ ১৩ঃ০৫ঃ৩০ দং ১৯২৮২৫শনি বক্রিলগ্নঃ সিংহ রাশি সকাল ০৭ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৯ঃ২১ঃ৫৬ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১১ঃ৩৬ঃ০৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০১ঃ৫১ঃ৫০ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০৩ঃ৫৭ঃ০৮ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৫ঃ৪৪ঃ০৩ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৭ঃ১৭ঃ২৬ পর্যন্ত। মীন রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৪৮ঃ৩০ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১০ঃ২৯ঃ০৪ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্রি ১২ঃ২৭ঃ২৭ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৪০ঃ৪৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ২৯ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৮০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ৩টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১৫ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬টা ৮মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃ বিলম্বে কার্যসিদ্ধি ও দুশ্চিন্তা মুক্তি। কর্মজীবনে উন্নতি হবে **বৃষ রাশিঃ** বহু শ্রমযোগে কর্মে সাফল্য। হিতকাঙ্খীর সহায়তা অভাবনীয় সাধু ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত **মিথুন রাশিঃ**কাল্পনিক ভয় পরিত্যাগ করুন। বহুদিনের প্রত্যাশাপূরণ হবে। **কর্কট রাশিঃ**সন্তানের মৌলিক চিন্তা ও অধ্যক্ষ গবেষণায় কৃতিত্ব হবে।। **সিংহ রাশিঃ** কোনও কাজে অভাবনীয় সাফল্য হবে ভাবাবেগের বশে কাজ করে অনুতপ্ত হতে পারে। **কন্যা রাশিঃ**আইনঘটিত গোল যোগের মীমাংসা। প্রতিবেশীর মনোভাব ও পারিপার্শ্বিকতা বুঝে কাজে করা দরকার হয় বলে মনে। **তুলারাশিঃ**মামলায় অযথা জড়িয়ে পড়তে পারে। প্রজ্ঞাবান আনুকুল্যে লাভ, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আশা প্রদ করা হবে আজ। **বৃশ্চিক রাশিঃ**সন্তানের সাফল্যে আনন্দিত হবে। জাতকের বন্ধুভাগ্য মোটামুটি ভালো। বিবাহের যোগ হবে **ধনু রাশিঃ** অর্থ বিনিয়োগে ব্যবসায়িক সাফল্য হতে পারে আজকে। **মকর রাশিঃ** সংসারে শান্তি হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে। **কুম্ভ রাশি ঃ**ভ্রাতা ভগিনীর সহিত মতানৈক্যের অবসান। শুভ দিন। **মীন রাশিঃ**বিদেশ যাত্রা শুভ গিন হবে। আর্থিক উন্নতি হবে।

ন্যায্যমূল্যে সারের যোগান নিয়মিত রাখতে রাজ্যের পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ

কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ চলতি খরিফ ও আগামী রবি মরসুমে কৃষিক্ষেত্রে ন্যায্যমূল্যে সারের যোগান নিয়মিত রাখতে রাজ্য সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছে। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আজ সারের যোগান সহ কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নবান্নে দপ্তরের সচিব ওঙ্কার সিং মীনা, বিভিন্ন জেলার কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক ও সার উপাদনকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে সারের কালোবাজারি রুখতে বাজারে নিয়মিত নজরদারি ছাড়াও সরকারের তরফে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি সরকারি সহায়ক মূল্যে চাহিদা অনুযায়ী পটাশ সার চাষীদের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সার মন্ত্রকের কাছে দাবি জানাবে বলেও বৈঠকে জানান হয়। এছাড়া বৈঠকে বাংলা শস্যবীমা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ সেলে জমা পড়া কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের নিস্পত্তি, কৃষি যন্ত্রাংশ ভাড়া দেওয়ার মত বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

অভিষেককে পথে নামতে আবেদন জানিয়ে হোর্ডিং-ব্যানার হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ আগস্ট ঃ অভিষেককে পথে নামতে আবেদন জানিয়ে হোর্ডিং-ব্যানার হাওড়ায়। সময়ের ডাক, সেনাপতি পথ দেখাক হোর্ডিং হাওড়ার রাজপথে। স্বয়ং সেনাপতিকে (অভিষেক ব্যানার্জী) পথে নামার আবেদন জানিয়ে ব্যানার হোর্ডিং দেওয়া হয়েছে হাওড়া শহরে। আরজিকরের ঘটনায় কার্যত বিরোধীদের সাথে সাথে সাধারণের মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েছে সরকারও। তৃণমূলের অভিযোগ, রাম-বামের চক্রান্তের মুখে পড়তে হয়েছে। এই সঙ্কট থেকে দলকে বাঁচাতে পারেন একমাত্র অভিষেক ব্যানার্জী এমনটাই অভিমত দলের 'কর্মী'দের। এই বিষয়ে হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র বলেন, এই সঙ্কটজনক সময়ে সিপিএম, বিজেপি চক্রান্ত করছে। আরজি করের ঘটনার ব্যাপারে আমরা মর্মাহত। আমরা দোষীদের শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় নেমেছেন। তারপরেও বিজেপি, সিপিএম চক্রান্ত করে মানুষকে বিভ্রান্ত বিভ্রান্ত করছে, মানুষকে উস্কানি দিচ্ছে। যখনই দল সঙ্কটে পড়েছে সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় মানুষের কাছে গিয়ে তাদের ভুল ভাঙিয়ে আবার দলে এনেছে। সেই কারণে ছাত্র, যুব সহ সকল টিএমসি কর্মীরা চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন রাস্তায় থাকেন। সামনে থাকলে সমস্ত সমস্যা দূর হবে।

২০২৪-২০২৫ সালে চলমান মেট্রো প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ

কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ ২০২৪-২০২৫ কেন্দ্রীয় বাজেটে (নিয়মিত), বিভিন্ন চলমান কলকাতা মেট্রো প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। নিরাপত্তা, যাত্রী সুবিধা, ভবিষ্যত প্রয়োজনে অবকাঠামোর মানোন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিলও রাখা হয়েছে এই বছরের বাজেটে, যার মধ্যে গুরুপূর্ণ উন্নতির পাশাপাশি লাইনের ক্ষমতা বাড়ানোও রয়েছে। জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো প্রকল্পের জন্য, ২০২৪-২০২৫ কেন্দ্রীয় বাজেটে (নিয়মিত) ১২০৮.৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ২০২৩-২০২৪ বাজেটে বরাদ্দ করা ১৩৫০ কোটি টাকার তুলনায়। এই প্রসারিত জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত বাণিজ্যিক পরিষেবা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। মাঝেরহাটের বাইরেও পরিষেবাগুলি প্রসারিত করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ চলছে। দমদম বিমানবন্দর-কবি সুভাষ (নতুন গড়িয়া) হয়ে রাজারহাট মেট্রো প্রকল্পের জন্য, রুপি। ২০২৩-২০২৪ সালে বরাদ্দকৃত ১২০০ কোটি টাকার তুলনায় ২০২৪-২০২৫ বাজেটে (নিয়মিত) ১৭৯১.৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে এই লাইনের কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত বাণিজ্যিক পরিষেবা চলছে। রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার ইতিমধ্যেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা এই লাইনের প্রসারিত পরিদর্শন করেছেন এবং আশা করা হচ্ছে যে এই স্ট্রেচে মেট্রো পরিষেবা শীঘ্রই শুরু হবে। এই বাজেটে নোয়াপাড়া থেকে বারাসাত হয়ে বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ বাজেটে ৬২০ কোটি বরাদ্দ। রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার ইতিমধ্যেই এই লাইনের নোয়াপাড়া থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট প্রসারিত পরিদর্শন করেছেন এবং আশা করা হচ্ছে যে এই স্ট্রেচে মেট্রো পরিষেবা শীঘ্রই শুরু হবে। এসপ্ল্যানেড এবং শিয়ালদহ (৮০০ মিটার প্রসারিত) এর মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর টানেলিং কাজের শেষ অংশ চলছে এবং এই প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলও বরাদ্দ করা হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপ সৃষ্টি

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ২০ আগস্টঃ আবারও বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণে মঙ্গলবার ভোররাত থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় শুরু হয়েছে মুসুল ধারে বৃষ্টির। বেশ কয়েক দিন ধরে এই বৃষ্টি চলবে এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন উত্তাল থাকতে পারে সমুদ্র। মৎস্যজীবীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের কাছে উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘণ্টায় ৩৫-৪৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। হাওয়ার সর্বোচ্চ বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৫৫ কিমি। উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। তাই মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাদের গভীর সমুদ্রে আগামী ২৫ আগস্ট পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে মৎস দপ্তরের পক্ষ থেকে। মৎস্য দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার পর গভীর সমুদ্র থেকে একে একে মৎস্যজীবী ট্রলার গুলি উপকূল তীরবর্তী এলাকার বন্দরগুলিতে নিরাপদে আশ্রয় নেওয়ার জন্য রওনা দিয়েছে। এ বিষয়ে সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র তিনি বলেন, ''হঠাৎই সমুদ্রের আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেছে। গভীর সমুদ্র থেকে মৎস্যজীবীদের বন্দরে ফিরে আসার নির্দেশ জারি করেছে মৎস্য দপ্তর। সেই নির্দেশ মেনে বহু মৎস্যজীবী ট্রলার গভীর সমুদ্র থেকে ইতিমধ্যেই বন্দরে ফিরে এসেছে। যে সকল মৎস্যজীবীরা গভীর সমুদ্রে এখনো পর্যন্ত মাছ ধরছে তাদেরকে বার্তা পাঠানো হয়েছে। তারাও খুব দ্রুত বন্দরে ফিরে আসবে।'' ইলিশের মরশুম শুরু হতে একের পর এক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে মাছ ধরার উপর বারবার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মৎস্য দপ্তর। আর এর ফলে কার্যত সমুদ্রে ইলিশ থাকলেও তা বাজারে যোগান দিতে পারছেননা মৎস্যজীবীরা। এর ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের। আবহাওয়ার উন্নতি হলে আবারও পুনরায় গভীর সমুদ্রে রূপলি শস্যের খোঁজে পাড়ি দেবেন মৎস্যজীবীরা।

আরজিকর হাসপাতালে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, সমর্থন সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে নিরাপত্তার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন প্রসঙ্গে দেশের শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানান, এটাই তো কাম্য ছিল। রাজ্যের মানুষের এই সরকারের প্রতি আস্থা নেই। বিজেপির তরফে যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানিতে আদালতও প্রশ্ন তুলেছে। এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

চুরির ঘটনায় সাফল্য পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ আগস্ট ঃ বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাট থেকে পরপর চুরির ঘটনায় সাফল্য পুলিশের। উদ্ধার বেশ কিছু টাকা, গ্রেফতার এক। হাওড়ায় একইসঙ্গে পর পর চারটি ফ্ল্যাট থেকে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় সাফল্য পেল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছিল হাওড়া থানা সংলগ্ন একটি আবাসন থেকে। গত ৫ তারিখ ওই বহুতল আবাসনের চারটি ফ্ল্যাট থেকে নগদ মোট ১৪ লাখ টাকা, ৩৫ গ্রাম সোনার গহনা এবং রুপোর দেবীমূর্তি চুরি হয় বলে হাওড়া থানায় অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই শীঘ্রই তদন্তে নামে হাওড়া থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ও গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে হাওড়া থানার পুলিশ। এখনো পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে নগদ ৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এর পাশাপাশি এই চুরির সাথে আরও কোনও অপরাধী জড়িত কিনা তাও খতিয়ে দেখছে হাওড়া থানার পুলিশ।

মহিলা মৎস্যজীবিদের সম্মেলন হয়ে গেল কুলতলিতে

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২০ আগস্ট ঃ এবার সুন্দরবনের মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে মৎস্য চাষে উৎসাহ দিতে এগিয়ে এলো কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা। সারা দেশে উল্লেখযোগ্য কৃষি প্রধান এলাকা গুলির মধ্যে সুন্দরবন অন্যতম, এখানে বছরে একবার মাত্র ধান চাষ হয়। দ্বি ফসলি চাষের কোনো সুযোগ নেই। লোনা জল আর মিঠে মাটি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রতিবছর বন্যা আর অতিবৃষ্টি ঘূর্ণিঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয়। ফলে দিন দিন সুন্দরবনের বাসিন্দাদের জীবন জীবিকা অনিশ্চয়তার দিকে চলে যাচ্ছে। পরিবারের পুরুষ ছেলেরা রুটি রুজির সন্ধানে ভিন রাজ্য ভিন দেশে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে যাচ্ছে। আর মায়েরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীতে মীন বাগদা ও কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করছে। এমন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি সমাজসেবী লোকমান মোল্লা কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা ডঃ বসন্ত কুমার দাসের সহায়তায় সুন্দরবনের মায়েদের কিভাবে মাছ চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর করা যায় তাঁর উদ্যোগ নেয়। বিগত তিন বছর ধরে কেন্দ্রীয় অন্তস্থলে মৎস্য গবেষণা ও কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটি যৌথ উদ্যোগে কমবেশি তিন হাজার পরিবারের হাতে মাছের চারাপোনা, ফিশ ফিড, কখনো কখনো চুন দিয়ে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তফশিল জাতি উপজাতি মহিলাদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নেয়। বাসন্তীর কুলতলিতে মিলন তীর্থ সোসাইটি ব্যবস্থাপনায় সিফ্রি র সহযোগিতায় সুন্দরবনের মহিলাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে মৎস্য চাষের উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে দ্বিতীয় বর্ষের মহিলা মৎস্যজীবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই দিন ৫০০ বেনিফিসারিকে ৬ কেজি মাছ, ১০০ কেজি মাছের খাদ্য তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে জেনারেল ফিশারিজ সাইন্সের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. জে কে জেনা বলেন আই সিএ আর প্রতিষ্ঠান গুলি গবেষণা কাজে যুক্ত তা সত্বে ও আমরা চেষ্টা করি দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের আর্থিকভাবে কিছুটা স্বনির্ভর হতে পারে সেজন্য ইনপুট সহ প্রযুক্তিও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। সারা দেশজুড়ে কম-বেশি ১১৩ টি আই সি আর ইনস্টিটিউট কৃষি ও কৃষক কল্যাণের কাজে ভিন্নমুখী গবেষণার সঙ্গে যুক্ত আছে। সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া অর্থনৈতিক এলাকা গুলির মধ্যে অন্যতম। তিনি এদিন আরো বলেন, সুন্দরবন এলাকায় মিলন তীর্থ তাদের সঙ্গে জুড়ে যাতে ছোট ছোট হ্যাচারি করা যায় সেই ব্যাপারে চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা ও মিলন তীর্থ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগকে তিনি প্রশংসা করেন। আটারির অধিকর্তা ডঃ প্রদীপ কুমার দে বলেন, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রগুলিকে যাতে যুক্ত করা যায় সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা ডঃ বসন্ত কুমার দাস বলেন, ইতিমধ্যে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে কম বেশি ৫ হাজার উপজাতি পরিবারের সহযোগিতার চেষ্টা করা হয়েছে, আশা করছি আগামী দিনে আমাদের ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সাধ্যমত চেষ্টা করা হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি , মাছের পোনা , ফিস ফিড দেওয়ার ক্ষেত্রে। ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের ডেপুটি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ শংকর দাস বলেন, মৎস্য চাষীরা মাছ চাষের জন্য যদি লোনের আবেদন করে সে ক্ষেত্রে দ্রুত অনুমোদনের বন্দোবস্ত করা হবে। কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটি উদ্যোগে মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক তার সঙ্গে থাকতে আগ্রহী। এই বিষয়ে মিলন তীর্থ সোসাইটির সভাপতি লোকমান মোল্লা বলেন, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে সুন্দরবনে পরিচিত। এখানে বিকল্প কর্মসংস্থানের কোন পথ নেই। এক মাত্র ধান চাষের পাশাপাশি মাছ চাষে ভরসা, তাঁর ওপর প্রতি বছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ে প্রান্তিক চাষীরা চাষ ছেড়ে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে চলে যাচ্ছে। মায়েরা জীবনে ঝুঁকি নিয়ে নদীতে মিন বাগদা ধরা থেকে শুরু করে শহর এবং শহরতলীতে ঠিকা কাজ করার জন্য সকালের ট্রেন গুলিতে প্রতিদিন যাতায়াত করছে। এরকম একটি সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের সংস্থা সমীক্ষা করে দেখে এ সুন্দরবনের প্রতিটি পরিবারের কাছে চাষের জমি নেই এ কথা সত্য এমনই একথা সত্য প্রায় ৮০ ভাগ পরিবারের কাছে ছোট ছোট পুকুর আছে পুকুরগুলিতে মাছ চাষ করতে পারলে জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও আর্থিক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা সঙ্গে যোগাযোগ করার পর সুন্দরবনের বাসন্তী, গোসাবা এলাকায় কাজ শুরু করা হয়েছে, আগামী দিনগুলিতে সমগ্র সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া মহিলারা যাহাতে সুযোগ পায় সেই ব্যাপারে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের উপ-মো নির্দেশক মৎস্য বিজ্ঞানী ড. জে কে জেনার হস্তক্ষেপের দাবি জানান তিনি । এদিন মহিলা মৎস্যজীবী অনিমা খাঁ, সান্তনা ভৌমিক, লিপিকা মন্ডলরা মাছের চারাপোনা ও ফিড ফিশ পেয়ে খুশি। এদিন মুষল ধারার বৃষ্টির মধ্যেও সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মহিলা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

চাকরির টোপ দিয়ে প্রতারণা চক্র ভাঙড়ে, আত্মসাৎ কোটি কোটি টাকা, থানায় বিক্ষোভ ছাত্রছাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা, ভাঙর, ২০ আগস্টঃ চাকরির নামে প্রতারণা ভাঙড়ো। মাত্র ৬ মাসের ট্রেনিং। খরচ ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকা। আর সেই ট্রেনিং শেষে মিলবে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে চাকরি। যেখানে মাহিনা পাওয়া যাবে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। এভাবেই ভাঙড় থানার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ভাঙড় বাজারে বসে চাকরির নামে প্রতারনা চালাচ্ছিল একটি চক্র। অবশেষে সেই প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে ভাঙড় থানায় অভিযোগ জানালেন কয়েকজন প্রতারিত বেকার যুবক যুবতী। তাঁদের দাবী, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোটা টাকা হাতিয়েছেন ভাঙড়ের বাসিন্দা প্রবীর মণ্ডল। অবিলম্বে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং টাকা ফেরত দিতে হবে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের জাগুলগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী প্রবীর মণ্ডল তাঁর স্ত্রী কঙ্কনা মাঝি, শ্যালক সঞ্জয় মাঝি ও সন্দীপন সাধুখাঁ সহ বেশ কয়েকজন মিলে স্মার্ট ভ্যালুর অফিস খুলে বসে। ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের উল্টোদিকে কর্মতীর্থ বিল্ডিং এর তিনতলায়। এমনিতেই জাগুলগাছি পঞ্চায়েতের কর্মী প্রবীর মণ্ডলের বিরুদ্ধে সরকারি আবাস যোজনা প্রকল্পের ঘরের টাকা সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ২০২১ সালে ভাঙড় থানার ঘটকপুকুরে প্রথমে স্মার্ট ভ্যালুর অফিস খোলে। সেখানে বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই সময়ে ভাঙড় থানা (তৎকালীন রাজ্য পুলিশের অধীনস্থ) ওই সংস্থার অফিস বন্ধ করে দেয়। এর পাশাপাশি পুলিশ কয়েকজন প্রতারিত যুবক-যুবতীকে ওই সংস্থার থেকে টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ফের ওই সংস্থা ভাঙড় কলেজের উল্টোদিকে কর্মতীর্থ বিল্ডিং এ নতুন করে অফিস খুলে বসে। বিশেষ করে ভাঙড় কলেজের ছাত্রছাত্রী, বেকার যুবক-যুবতীদের টার্গেট করে আবারও ফাঁদ পাতা শুরু করে। তাঁদেরকে বলা হয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্লক অফিস, পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন জায়গায় ডাটা এন্ট্রির কাজ দেওয়া হবে। এজন্য তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়। কিন্তু ওই সমস্ত যুবক-যুবতীরা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও চাকরি কোন কিছুই পাইনি। যখনই তারা চাকরির কথা বলতে যায় তখন তাদের বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র দিয়ে বিক্রি করার কথা বলা হয় এবং নতুন নতুন ছেলে মেয়েদের সংস্থায় ভর্তি করানোর কথা বলা হয়। বিনিময়ে তাদের কমিশন দেওয়ার কথা বলা হয়। দুইতিন বছর ধরে ওই সমস্ত যুবক-যুবতীরা চাকরি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ না পেয়ে এবং টাকা ফেরত চেয়েও না পেয়ে দিন কয়েক আগে ভাঙড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এদিন প্রতারিত যুবক-যুবতীরা টাকা ফেরতের দাবিতে ভাঙড় থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এই ঘটনার পর ভাঙড় থানার পুলিশ ওই অফিসে তদন্ত করতে যায়। তৌভিক বিশ্বাস নামে এক প্রতারিত যুবক বলেন, ''ওখানে কম্পিউটার ট্রেনিং দেওয়া হবে বলা হলেও কোন কম্পিউটার ছিল না। বাজারের মধ্যে প্রকাশ্যে এসব চালাচ্ছিলেন অভিযুক্তরা।'' আরেক প্রতারিত মাম্পি পারভিন বলেন, ''মূলত কন্যাশ্রী পাওয়া কলেজ পড়ুয়াদের টার্গেট করা হতো চাকরির নাম করে। কারণ সহজেই ওঁদের থেকে প্রকল্পের টাকা হাতানো যেত। পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।'' ঘটনার নিন্দা করেছেন ভাঙড় বাজার ব্যসায়ী সমিতির সভাপতি সাবিরুল ইসলামও।

নবদ্বীপের পর এবার ব্লকেও বিচারের দাবীতে জনগনের মিছিলে উত্তাল

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২০ আগস্ট ঃ রাজ্য, দেশ ছাড়িয়ে তিলোত্তমার বিচারের দাবী উঠতে শুরু করেছে একাধিক বিদেশের শহরেও। আর প্রতিদিন এ রাজ্যের কোন না কোন শহরে বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ

মানুষ পথে নেমে বিচারের দাবীতে প্রতিবাদ করছে। এবার শহর ছাড়িয়ে এই বিচারের দাবী উঠতে শুরু করেছে গ্রাম থেকে ব্লকে। মঙ্গলবার বিকেলের পর নবদ্বীপ ব্লকের স্বরূপগঞ্জ ঘাট সংগ্লগ্ন এলাকা থেকে এক সুবিশাল প্রতিবাদী মিছিল শুরু হয়, যা এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ ঘোরে। এদিনের এই প্রতিবাদী মিছিলে অংশ নেয় এলাকার কয়েকশো পুরুষ মহিলা ও যুবক- যুবতী। তাদের গলায় একাই দাবী, বিচার চাই, তিলোত্তমার। এতোদিন কোন রাজনৈতিক দলের মিছিল বা কোন সংগঠনের মিছিল দেখেছে এলাকাবাসী, তবে এদিনের এই সাধারণ মানুষ তথা জনগনের প্রতিবাদী মিছিলে এত সংখ্যক জনসমাগম এলাকায় দেখা যায় নি বলেও দাবী করেন স্থানীয়দের একাংশ। জ্বলন্ত মশাল, জাতীয় পতাকা আর বিচারের দাবী লেখা একাধিক প্ল্যাকার্ড হাতে যুবক যুবতীদের বিচারের দাবীর কন্ঠশ্বরে উত্তাল হয়ে উঠেছিলো নবদ্বীপ ব্লকের স্বরূপগঞ্জ সহ গোটা এলাকা। তবে শুধু শহর নয় এবার ব্লকের সাধারণ মানুষও যে বিচারের দাবীতে একাট্টা হয়ে প্রতিবাদে নেমেছে ও বিচার না পাওয়া পর্যন্ত এইভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

হাতির হামলায় ব্যক্তির মৃত্যু, দেহ আটকে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২০ আগস্ট ঃ ঝাড়গ্রামে আবার হাতির হামলায় আরো একজনের মৃত্যু, মৃত দেহ আটকে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। মঙ্গলবার সকালে ঝাড়গ্রাম ব্লকের আঁধারিশোল গ্রামে হাতির হামলায় খগেন পাতর নামে ৪৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। অল্পের জন্য হাতির হামলার হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যায় ওই এলাকার আরো চার জন। যার ফলে এলাকা জুড়ে হাতির হামলার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হাতির হামলায় ওই ব্যাক্তির মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ ও বন দফতরের কর্মীরা। ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করতে গেলে গ্রামবাসীরা মৃত দেহ আটকে পুলিশ ও বন দফতরের ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। গ্রামবাসীদের দাবি ঘটনাস্থলে বন দফতরের মন্ত্রী না আসা পর্যন্ত তারা মৃত দেহ তুলতে দেবে না। উল্লেখ করা যায় যে মাত্র ছয় দিনের মাথায় ঝাড়গ্রামে হাতির হামলায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে, সেই সঙ্গে অন্তঃসত্বা একটি মহিলা হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে বন দফতরের উপর ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। উল্লেখ করা যায় যে গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ঝাড়গ্রাম শহরের সত্যবান পল্লী এলাকায় হাতির হামলায় একজনের মৃত্যু হয়। ওই দিন ঝাড়গ্রাম শহরের রাজ কলেজ সংলগ্ন এলাকায় পাঁচটি হাতি ঢুকে পড়ে। সেই হাতির দল কে সরানোর জন্য হুলা টিমের সদস্যদের আনে বন দফতর। হুলা টিমের ছোঁড়া জ্বলন্ত লোহার রড একটি অন্তঃসত্বা মহিলা হাতির পিঠে গেঁথে যায়। যার ফলে ওই মহিলা হাতিটি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ১৬ আগস্ট শুক্রবার মারা যায়। ১৭ আগস্ট শনিবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের পশরো গ্রামের বাসিন্দা চাঁদু খিলাড়ি নামে এক ব্যক্তি হাতির হামলায় মারা যায়। যার ফলে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে হাতির হামলায় প্রাণ হানির ঘটনা ও হাতির মৃত্যুর ঘটনা কে কেন্দ্র করে বন দফতরের উপর মানুষের ক্ষোভ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার সকালে ঝাড়গ্রাম ব্লকের আঁধারিশোল গ্রামে খগেন পাতর নামে একজন হাতির হামলায় মারা যায় যার ফলে গ্রামবাসীরা মৃত দেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ শুরু করেছে।

OFFICE OF THE KALMA GRAM PANCHAYAT
P.O.-KALMA, Dist.- PURULIA
NIT No. 02/2024-2025

The Prodhan, Kalma Gram Panchayat invites Sealed tender from the bonafide, resourceful contractor for total 16 (Sixteen) Nos. different works. Last date of dropping of sealed tender from on any working day from 14/08/2024 to 23/08/2024 from up to 1 P.M. Tender Opening Date 23/08/2024 at 2.00 P.M. For more details contact with the undersigned in office hours.

Sd/- PRADHAN
KALMA GRAM PANCHAYAT

১৪ বছর পর দাদা ফিরে পেয়ে রাখি পড়িয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে তরুণী

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২০ আগস্ট ঃ বহু বছর পর হারিয়ে যাওয়া বোন ঋতুপর্ণা সর্দার দাদা শশধর সর্দার কে রাখি পড়ালো হাসপাতালে। আর এই বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকলো হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স আর হ্যাম রেডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাব। আর জি কর কান্ডের পরে ডাক্তাররা প্রতিবাদে সামিল তবু তারা মানবিক। শুধু মানবিক বললে কম বলা হবে । হাসপাতাল তো অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসা করে সুস্থ করার জায়গা । আর ডাক্তার ও নার্সের সেবায় অসুস্থ রোগী সুস্থ হওয়ার পরে বাড়ি ফেরানোর ক্ষেত্রে হয় বিপত্তি। কারণ রোগীর কাছে তার বাড়ির ঠিকানা না থাকলে কি হবে। আর জি করের প্রতিভাবান চিকিৎসকের পৈচাশিক মৃত্যুর কারণে উত্তাল দেশ- বিদেশ । এদিকে গত ৩০ জুন ডায়মন্ড হারবারের রেল ষ্টেশনে রেল পুলিশ জখম ও অচৈতন্য অবস্থায় এক বছর ২৫ এর তরুণীকে পড়ে থাকতে দেখে ডায়মন্ডহারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে রেল পুলিশ । দীর্ঘ দেড় মাস ডাক্তার এবং নার্সদের সেবায় সুস্থ হয়ে ওঠে ওই তরুণী । কিন্তু পুলিশ এসে বারবার বাড়ী কোথায় জানতে চাইলে চুপ করে থাকে ওই তরুণী । শুধু বলে বাড়ির পাশে পুকুর আছে। আর এমনাবস্থায় ওই হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার মহাশ্বেতা বেরা যোগাযোগ করেন হ্যাম রেডিওর সাথে । আর তাদের নিজস্ব সোর্স মারফত হ্যাম রেডিও ওই তরুণীর বাড়ী খুঁজে বার করে। জানা যায় ওই তরুণীর বাড়ি উঃ ২৪ পরগনার নোয়াজসপুর, শ্বেতপুর দেগঙ্গা এলাকায়। হ্যাম রেডিওর তরফে ওই তরুণীর বাড়ী গিয়ে জানা যায় ওই তরুণী গত ১৪ বছরের বেশী মানসিক ভারসাম্য হীন অবস্থায় হারিয়ে যায়। ওই তরুণীর বাড়িতে মা- বাবা ও এক দাদা আছে। তাঁরা এক সাথেই থাকে। মানসিক ভারসাম্য হীন হওয়ার কারনে প্রথমে তাঁরা তাদের পরিবারের সদস্যকে বাড়ী ফেরাতে অস্বীকার করে। তারপর স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্যরা দেগঙ্গার বিডিওর নির্দেশে ওই পরিবারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের রাজি করান। এদিকে হাসপাতালেও ওই তরুণী হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে তাঁর মায়ের ছবি দেখে চিনতে পারে। মঙ্গলবার ওই তরুণীর দাদা ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে বোনকে নিতে এলে সে এত বছর পর দাদাকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং দাদার হাতে রাখি পড়িয়ে দেয় ও দাদার সাথে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দেন। এই ব্যাপারে মঙ্গলবার হ্যাম রেডিওর ওয়েস্ট বেঙ্গলের সম্পাদক অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস, এত কিছু প্রতিবাদের মাঝে ও রোগীকে সেবা যত্ন করে সুস্থ করার কাজটা কিন্তু ভোলেন নি ডাক্তার ও নার্সরা। তাইতো ১৪ বছর পর নিজের বাড়িতে সুস্থ হয়ে ফিরতে পারলো ওই তরুণী।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পাশে দাঁড়ালো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২০ আগস্টঃ নববারাকপুর থানার ঢিলছোড়া দূরত্বে ওদের স্কুল। স্কুলের জানালা দিয়েই দেখা যায় অনবরত যাতায়াত করছে পুলিশ কাকুদের গাড়ি, পুলিশ কাকুরাও ঘুরছে রাস্তায়। কত লোক প্রতিদিন আসে থানায় পুলিশ কাকুদের কাছে নিজেদের সমস্যার সমাধানের আশায়। জানলা দিয়ে দেখা বাইরের পরিবেশের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছা করে ওদেরও, কিন্তু ওরা যে অপারগ। এমনই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের এদিন বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করল সেই পুলিশ কাকুরাই। কেউ মুক ও বধির, কেউ আবার মানসিক ও শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী। সুন্দর সমাজ গঠনে তাই মঙ্গলবার সকালে নববারাকপুর হরিপদ বিশ্বাস প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কাছে পৌঁছে, সকালের দিনটি একটু অন্যভাবে তাদের উপহার দেওয়ার চেষ্টা করলেন নববারাকপুর থানার পুলিশ আধিকারিকেরা। পুলিশ কাকুদের ওরাও দেখালো নাচ, গান, আবৃত্তি আরও কত কি। মনের কথা খুলে বলল পুলিশ কাকুদের, কৌতুহল মেটাতে জিজ্ঞাসা করল অনেক প্রশ্নও। সামনেই আসছে শারদ উৎসব, তাই পুলিশ কাকুদের থেকে নতুন পোশাকও উপহারে পেয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত এই প্রতিবন্ধী স্কুলের ছেলেমেয়েরাও। পুলিশের এমন উদ্যোগেও খুশি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক- শিক্ষিকারা এমনকি অভিভাবকরাও। পুলিশ কাকুদের এই অনুষ্ঠানে নবব্যারাকপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমিত কুমার বৈদ্য, এসিপি ঘোলা তনয় চ্যাটার্জি সহ নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ কর্মীরা এবং নববারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা সহ, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ, সমাজসেবী সৌমিক বোস, তনয় দাস সহ উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পুলিশের তরফ থেকে এদিন ঘোলা এসিপি তনয় চট্টোপাধ্যায় জানানো কমিউনিটি পুলিশিং এর একটি পর্যায়ে এটি। সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করতে ও পাশে থাকতেই এদিনের এই উদ্যোগ। তারাও যে প্রতিবন্ধী শিশুদের পাশে রয়েছে এই বার্তার পাশাপাশি যেকোনো সমস্যায় সমাধানে পুলিশ বন্ধুরা এগিয়ে আসবে এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলায় ৮০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২০ আগস্টঃ হুগলি জেলা প্রশাসন দুটি পৌরসভা পঞ্চায়েত সমিতি এবং ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে শুরু হওয়া হুগলির তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা শেষ হলো। এই উপলক্ষ্যে হরিপালের মালিয়ায় বিশ্বনাথ সেবা সমিতি প্রাঙ্গনে ধন্যবাদ সূচক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবী মান্না, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য পৌর সভার চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ জনপ্রতিনিধিরা। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন এবারের মেলায় প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। প্রায় ৮০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে বলে তিনি জানান। এর ফলে এলাকার অর্থনীতি যেমন চাঙ্গা হয়েছে তেমনি এলাকার মানুষের আর্থিক অবস্থা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রী বলেন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি এবারের শ্রাবণী মেলা কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনার দায়িত্ব নেন, পুলিশ প্রশাসন যাত্রী নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দের উপর যেমন বিশেষ নজর দিয়েছিলেন তেমনি সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার জন্য বাস পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা সুষ্ঠ টয়লেটের ব্যবস্থা, এছাড়াও এবারে মানুষকে আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে চন্দননগরে গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেলা শেষে প্রশাসনের তরফ থেকে নির্মল এবং স্বচ্ছ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে মেলা শেষ হওয়ার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানানো হয়।

গোল্ডেন ক্রেস্ট শিক্ষা সার্ভিসেস লিমিটেড
সিন নম্বরঃ এল৫১১০৯ডব্লুবি১৯৮২পিএল০৩৫৫৬৫
নিবন্ধিত অফিসঃ ৬২এ, ডাঃ মেঘনাদ শাহ সরণি, রুম নং ২, ২য় তলা
সাউদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০২৯
টেলিফোনঃ (৯১) ৮২৩২০ ০৯০১২
ইমেইলঃ info@goldencrest.in ওয়েবসাইটঃ www.goldencrest.in

পোস্টাল ব্যালট এবং দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানী আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর বিধান অনুসারে এবং সম্মতিতে এতদ্বারা কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪, প্রবিধান ৪৪ এর ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হল দ্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস), সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং (এসএস-২) দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন দ্বারা জারি করা, আপাতত বলব যেকোন সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ নিয়মাবলী ০৯,২০২৩ তারিখের ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং সহ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় (এমসিএ সার্কুলার) দ্বারা জারি করা, রিমোটের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিশেষ রেজোলিউশনের জন্য কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র ই-ভোটিং প্রক্রিয়া (দূরবর্তী ই-ভোটিং)।

বিশেষ রেজোলিউশনের বর্ণনা
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে স্থানান্তর এবং কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের ক্লজ II-এর পরিবর্তন।

উপরে উল্লিখিত বিধান এবং এমসিএ সার্কুলার মেনে, পোস্টাল ব্যালট নোটিশের (নোটিস) ইলেকট্রনিক কপি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি ২০শে আগস্ট, ২০২৪, ই-মেইল মোডে শুধুমাত্র সেই যোগ্য সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। যারা ইতিমধ্যেই ডিপোজিটরি তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্সের সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন। বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১৬ই আগস্ট, ২০২৪। উপরে উল্লিখিত সার্কুলার অনুসারে, সদস্যরা শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট https:/www.goldencrest.inNotice of Board Meeting.html-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে, যেমন, বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড অর্থাৎ www.evotingindia.com।

দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশাবলী কোম্পানি তার সদস্যদের রিমোট ই ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সিডিএসএল-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে এবং সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমেই ঘটবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ২৩শে আগস্ট, ২০২৪ (৯,০০ সকাল আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং শনিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (আইএসটি ৫,০০ পিএম) শেষ হবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি বিকাল ৫,০০ এ নিষ্ক্রিয় করা হবে। শনিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে আইএসটি এবং এর বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারে তাদের ধারণকৃত শেয়ারের অনুপাতে হবে। রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যরা পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে বা পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবে না। মেসার্স বিজেবি অ্যাসোসিয়েট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইন প্র্যাকটিস (এফআরএন ৩২৯৬২১ই) একটি ন্যায্য এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে, দূরবর্তী ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডাক ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য স্ক্রুটিনিজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ভোটের সময়কাল শেষ হওয়ার পর থেকে দুই (২) কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। এই ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.goldencrest.in, স্টক এক্সচেঞ্জ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com-এ হোস্ট করা স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথেও প্রদর্শিত হবে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ এস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন। ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩. সদস্যদের নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষভাবে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য বিষয়টি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
গোল্ডেন ক্রেস্ট এডুকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড
যোগেশ লামা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
ডিন- ০৭৭৯৯৯৩৪

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২০ আগস্ট, ২০২৪

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৬১ সংখ্যা, বুধবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩১

আমাদের দেশের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস পালন কালে ভুলে যাওয়া বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করা অতি অবশ্যই প্রয়োজন

রবীন্দ্রকুমার শীল

স্বাধীন ভারতে ৭৮ বছরে পদার্পণ করলো। এখনও বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিস্মৃত হয়ে রয়েছেন তাঁদের কথা কেউ জানেন না। আমরা যেমন অতি সহজে শহিদ ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, প্রীতিলতা, সূর্য সেন, সুভাষ বোস, মহাত্মা গান্ধির কথা বলতে পারি। কিন্তু এমন অনেক বিপ্লবী রয়েছেন যাঁদের কথা আমরা ভুলে গিয়েছি। সেই সব ভুলে যাওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের কথাই বলা এখানে আমাদের মূল লক্ষ্য। আমরা জানি যে আন্দামানে সেলুলার জেল তৈরি করা হয়েছিল বাংলা এবং পাঞ্জাবের বিপ্লবীদেরকে দ্বীপান্তর দেওয়ার জন্য। বাংলা এবং পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা যেভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভারত ছাড়ো আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারা চেষ্টা করতো এই সব সশস্ত্র বিপ্লবীদের গ্রেফতার করে লোক সমাজের আড়ালে রাখতে যাতে করে তাঁরা জনগণের মধ্যে থাকতে না পারে এবং ইংরেজ সরকার বিরোধী মত প্রচার না করতে পারে। ১৮৯৬ সালে আন্দামান সেলুলার কারাগারটি তৈরি করা শুরু হয়। বন্দিদের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে ৭০০ কুঠুরির মধ্যে ৪০০ কুঠুরি তৈরি করে ফেলা হয়েছিল দ্রুততার সঙ্গে। সেই সময়ে এই কারাগারটি তৈরি করার বাজেট ছিল ৫,১৭,৩৫২ টাকা। বার্মা এবং ইংল্যান্ড থেকে তিন কোটি ইট এবং লোহা আনা হয়েছিল। ১৯০৬ সালে সেলুলার জেল নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়। এখন ৭০০ এর মধ্যে ৬৯৩টি কুঠুরি রয়েছে। জেলের বাইরের দেওয়াল ১৮ ফুট উঁচু। সেলুলার জেলটি একটি ছোট পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত। সমুদ্র জেলখানা থেকে বেশি দূরে নয়। আগে ৩ নং ওয়ার্ডে একটি ফাঁসির মঞ্চ ছিল। পরে সেটি ১৯৩৩ সালে ২ নং ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। এই জেলে একটি কুঠুরিতে একজনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। সেলুলার জেলে আলিপুর বোমা মামলার অভিযুক্তদের রাখা হয়েছিল। এখানে গদর পার্টির অভিযুক্ত বিপ্লবীদের দ্বীপান্তর দেওয়া হয়েছিল। বাংলা এবং পাঞ্জাবের অধিকাংশ বিপ্লবীদের ধরে আন্দামান সেলুলার জেরে রাখা হয়। আন্দামানে জেলে বাংলার বিপ্লবীদের সংখ্যা ছিল ৪০৬ জন। পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সংখ্যা ১০১। ১৯০৯ সাল থেকে আন্দামান জেলে বাংলা ও পাঞ্জাব বিপ্লবীদের দ্বীপান্তর দেওয়া শুরু হয়েছিল। আবার এই সব অভিযুক্তদের ওপরে শারীরিক অত্যাচার করা হয়। সেই সব অত্যাচারের কথা শুনলে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে একটি ভয়ঙ্কর তথ্য চিত্র ফুটে বের হবে। ইংরেজরা সারা বিশ্বে মানবাধিকার এবং মানব তাবাদের কথা বলে। কিন্তু সত্যিই কি তারা মানবতাবাদ বা মানবাধিকার সম্মান পাওয়ার যোগ্য? যাই হোক আন্দামান জেলে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের কথাই বলছি এখন।

(১) শহিদ বাবা ভান সিং ঃ গদর পার্টির অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল সর্দার ভান সিং-এর। তিনি যখন আন্দামানে জেলে বন্দি হলেন তখন থেকেই তাঁর ওপরে শারীরিক অত্যাচার করা শুরু হয়েছিল। তিনি আন্দামান জেলের কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন ছিল ১৯১৫ সাল। বাবা ভান সিংকে শাস্তি হিসাবে দেওয়া হয়েছিল ডাণ্ডাবেড়ি, হাতকড়ি, চট কাপড়। নৃশংস বেত্রাঘাত ছিল তাঁর উপরি পাওনা। বাবা ভান সিং-এর সঙ্গে জেল সুপারিটেন্ডেন্টের বচসা শুরু হল। বাবা ভান সিং ছিলেন অমিত সাহসী। ভান সিংকে জব্দ করতে ১৫৬ নং কুঠুরিতে রাখা হয়েছিল। সেখানে একটি মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তার ওপরে ছিল শারীরিক অত্যাচার। এমনভাবে তাঁকে সেই কুঠুরির মধ্যে রাখা হয়েছিল যে তাতেই তাঁর জীবন শেষ হয়ে যায়। ফলে ইরেজ সরকার সেই সময়ে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল যে অসুস্থ হয়ে বাবা ভান সিং মারা গিয়েছেন। তাঁর আমাশয় হয়েছিল।

(২) পণ্ডিত রামরক্ষা ঃ পণ্ডিত রামরক্ষা পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরের বাসিন্দা। গদর পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁর ওপরে বোমা বিস্ফোরক আনার কাজের ভার পড়েছিল। সেই জন্য তাঁকে প্রায় সময়ে ব্যাংককে যেতে হতো। ১৯১৭ সালে মান্দালয় অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র মামলায় রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে দ্বীপান্তর দেওয়া হয়। এমনকী তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আন্দামান সেলুলার জেলের নিয়ম ছিল পৈত্যে খুলে ফেলতে হবে। রামরক্ষা বলেছিলেন তিনি পৈত্যে ছাড়া অন্ন গ্রহণ করেন না। তিনি জেলের মধ্যে অন্ন গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে। তিনি অনশন করতে শুরু করলেন। তিনি ৯০ দিন অনশন করেছিলেন।

অনশনের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়। **(৩) মহাবীর সিং ঠাকুর ঃ** ভগৎ সিং-এর সহ কর্মী শহিদ মহাবীর সিং ঠাকুর ১৯৩০ সালে দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি'র সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ভগৎ সিং, শুকদেব এবং রাজগুরুর সঙ্গে একই মামলায় অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে ১২ মে তিনি আন্দামান জেলের কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের প্রতিবাদ করে অনশন শুরু করেন। ১৭ মে জেল কর্তৃপক্ষ বলপূর্বক তাঁকে দুধ পান করানোর চেষ্টা করলে জেল সিপাইদের সঙ্গে তাঁর ধস্তাধ্বস্তি শুরু হয়। জেলের সিপাইরা জোর করে তাঁর নাকে লন ঢুকিয়ে দিলে ফুসফুস ফেটে যায়। সেই অবস্থায় কুঠুরিতে রেখে সিপাইরা চলে গিয়েছিল। জেলের হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাঁর সঙ্গে আরও বন্দিরা অনশন করেছিল। রাত একটার সময়ে মহাবীর সকলের অগোচরে দেহত্যাগ করেন। জেল কর্তৃপক্ষ রাতের বেলাতেই মহাবীর সিং-এর মৃতদেহ জেল থেকে বের করে ভারী পাথর বুকের ওপরে বেঁধে তাঁকে গভীর সুমদ্রে ফেলে দিয়েছিল **(৪) শহিদ মনোকৃষ্ণ (মোহন কিশোর) নমদাস ঃ** পূর্ব বাংলার গরিব কৃষকের ছেলে মনোকৃষ্ণ (মোহন কিশোর) নমদাস। মনোকৃষ্ণ দাস অমরণ অনশনের দ্বিতীয় শহিদ। নেত্র কোনা সোয়ারীকান্দা গ্রামে ডাকাতির অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন। এই ঘটনার সময় কাল ১৯৩২ সাল। বিচারে সাত বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। ১৯৩৩ সালে তিনি অনশন সংগ্রামে জেলের মধ্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মহাবীর সিং এর মতো একই বর্বর অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর ফুসফুসে জোর করে দুধ ঢুকিয়ে দেওয়ার ফলে কঠিন নিউমিউনিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে সেলুলার জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালটি তখন শূন্য ছিল। ১৭ মে ২৪ মে পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেন। তিনি অনশন চালিয়ে যাওয়ার জন্য ওষুধ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। ২৬ মে মনোকৃষ্ণ (মোহন কিশোর) নমদাস ইহলোক ত্যাগ করেন। **(৫) শহিদ মোহিত মিত্র ঃ** পূর্ব বাংলার পাবনার ছেলে মোহিত মৈত্র। ১৯৩২ সালে ২ ফেব্রুয়ারি আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে গিয়ে তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। অস্ত্র আইনের অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে আলিপুর জেল থেকে সেলুলার জেলে নিয়ে আসা হয়েছিল। তিনি সেখান মহাবীর সিং, মনোকৃষ্ণদের সঙ্গে অনশনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৭ মে বলপূর্বক দুগ্ধ সেবন করাতে গিয়ে তাঁর ওপরে বর্বর অত্যাচার চালায়। ফুসফুসে দুধ ঢুকে যাওয়ার ফলে তিনি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ব্যধির সঙ্গে দশদিন লড়াই করেন তিনি। শহিদ মনোকৃষ্ণ-এর মতো মোহিতও ব্যধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওষুধ সেবন করতে অস্বীকার করলেন। ২৮ মে তিনি পরলোকগন করেন। মোহিতের দেহও গভীর সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তাঁর বুকে পাথর চাপিয়ে যাতে করে জলে ভেসে উঠতে না পারে মৃতদেহ।

বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরাম বোসের কথা আমরা সবাই জানি। তিনি কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে মজঃফরপুরে মারতে ধরা পড়ে তাঁর ফাঁসি হয়েছিল। তাঁর সাথী ছিলেন প্রফুল্ল চাকী যিনি পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। কিন্তু কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গুপ্ত সমিতির নেতারা শহিদ ক্ষুদিরামের নাম নেওয়ার কথা আগে ভাবেননি। তাঁরা প্রথমে সুশীল সেনকে পচ্ছন্দ করেছিলেন মজঃফরপুরে গিয়ে কিংসফোর্ড হত্যা করার জন্য। কিন্তু পরে সুশীল সেনের নামকে কেটে বাদ দিয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্য তালিকায় ক্ষুদিরামের নাম বসানো হয়। সুশীল সেন ও ক্ষুদিরাম প্রায় একই বয়সী বালক ছিলেন।

সুশীল সেন ঃ পিতা কৈলাশ চন্দ্র সেন। বাসস্থান ঃ সিলেট বানিয়াচং। জন্ম ঃ ২৮ ডিসেম্বর ১৮৯২ সালে শিলংয়ে। তাঁর পিতা শিলং কারাগারের ইন্সপেক্টর জেনারেল ছিলেন। তাঁর দুই ভাই হেম চন্দ্র সেন এবং বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন। ১৯০০ সালে সুশীল শিলংয়ে সরকারি স্কুলে ভর্তি হলেন। ১৯০২ সালে সুশীল মেধাবি ছাত্র হিসাবে ডবল প্রমোশন লাভ করে দাদা বীরেন্দ্র চন্দ্র সেনের ক্লাসের বন্ধু হন। ১৯০৫ সালে সেন পরিবার শিলং ত্যাগ করে নিজেদের ভিটে মাটিতে বালিয়াচং চলে আসেন। কিন্তু সুশীল এবং বীরেন তখন শিলং সরকারি স্কুলে পড়াশুনা করছেন। বার্ষিক পরীক্ষার পর দুই ভাই সিলেট সরকারি এইচ ই স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখানে সাংবাদিক সতীশ সিনহার সঙ্গে পরিচয় হয়। সতীশ সিনহা'ই দুই ভাইকে স্বদেশি আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেন। সুশীল সহ তাঁর দুই দাদা হেমচন্দ্র এবং বীরেন স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হওয়ার সময়ে সিলেটে সুশীল এবং বীরেন একটি দল তৈরি করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ ধরের নেতৃত্বে। কলকাতার ন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হন ২০ জুলাই ১৯০৭ সালে। সেখানে ২৭ জানুয়ারি ১৯০৮ সাল পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ২৬ আগস্ট ১৯০৭ সালে সুশীল বিপিনচন্দ্র পালকে সমর্থন করতে আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে বিচারপতি কিংসফোর্ড অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম' বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময়ে একজন ইংরেজ পুলিশকে মারা জন্য সুশীলকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে ১৫ বার বেত্রাঘাতের সাজা দেওয়া হয়েছিল। ২৭ আগস্ট সুশীলকে ১৫ বার বেত্রাঘাত দেওয়ার সময়ে সুশীল প্রতিটি বেত্রাঘাত দেওয়া সময়ে একবার করে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়েছিলেন। ২৪ আগস্ট ১৯০৮ সালে সুশীল সেনকে কলেজ স্কোয়ারে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি থাকতেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাসিন্দা মহেন্দ্র নাথ দে'র কাছে। আদালতের ঘটনা সুশীলকে বিপ্লবীদের কাছে বিখ্যাত করে দেয়। ৫৪ নম্বর মেছুয়া বাজার স্ট্রিটে প্রভাস চন্দ্র দে'র কাছে যাতায়াত করতে শুরু করেন। যুগান্তর বিপ্লবী দলের নেতা দেবব্রত বোসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তারপরে মানিকতলা গার্ডেনে যেতে শুরু করেন। পরে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে পরিবারের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবেন না। ১৯০৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। ১২৮/১/১, কেরানি বাগান লেন, বহুবাজারে কাছে ভাই বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বসবাস করেন। এই স্থানটি ছিল বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের বিপরীত দিকে যেখানে ন্যাশনাল কলেজ ছিল। কিংসফোর্ডকে মারার জন্য সুশীল সেনকে পচ্ছন্দ করেছিলেন অরবিন্দ। সুশীল সেন এবং প্রফুল্ল চাকি দু'বার গিয়েছিলেন মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের গতিবিধি ওপরে নজর রাখার জন্য। কিন্তু পিতা মৃত্যুশয্যার সংবাদ শুনে সুশীল পিতার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ফলে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে যাওয়া তাঁর হল না। তাঁর পরিবর্তে ক্ষুদিরাম গেলেন কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে। ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ সালে কিংসফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন। এই ঘটনার সূত্র ধরে কলকাতা জুড়ে ব্রিটিশ পুলিশ ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করতে থাকলো। ১ মে কলকাতার মুরারি পুকুর থেকে বের হয়ে চাঁদপুর মেল ধরে সিলেটের পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন সুশীল। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সে জানতে পারে যে কিংসফোর্ড হত্যা ব্যর্থ হয়েছে। ১৪ মে, ১৯০৮ সালে সুশীলকে গ্রেফতার করা হল আলিপুর বোমা মামলায়। ৬ মে, ১৯০৯ সালে তাঁর দ্বীপান্তর সাজা হয়।

বাংলা চলচ্চিত্রে দিকপাল

তান্ত্রিক - কন্যা থেকে প্রখ্যাত অভিনেত্রী। পদ্মাদেবীর জীবনের যাত্রাটি ছিল আশ্চর্য ব্যতিক্রম। ১৯১৭ সালের ১৭ই আগস্ট কলকাতার কালীঘাটে এক অতি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী শ্রদ্ধেয়া পদ্মাদেবী। তাঁর পিতা মহামহোপাধ্যায় পতাকী ভট্টাচার্য ছিলেন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি এবং একজন তান্ত্রিক। এঁদের আদিনিবাস অধুনা বাংলাদেশের মাদারিপুরে ছিল বলে জানা যায়। জন্মসূত্রে পাওয়া পদ্মাদেবীর আসল নাম ছিল - নীলিমা। প্রাচীনপন্থী পরিবারের এই কন্যার বিবাহ হয়ে যায় মাত্র ৯ বছর বয়সে। তাঁর স্বামী সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা না গেলেও এটা জানা যায় যে তিনি পেশাগত ভাবে ছিলেন জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার এবং তিনি পদ্মাদেবীর সঙ্গে বিবাহের সাত - আট বছর পর হঠাৎই নিরুদ্দেশ হয়ে যান। অনেক চেষ্টা করেও আর তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আকস্মিক এই ভাগ্যবিপর্যয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে নীলিমা পড়েন ঘোর বিপদে। একসময় বোম্বাই প্রবাসী এক দূরসম্পর্কের ভাইয়ের পরামর্শে তিনি বম্বের অভিনয় জগতে পা রাখেন কেবলমাত্র নিজের ও সন্তানদের ভরণপোষণের তাগিদে। এরপর ১৯৩১ সালে হিন্দি ছায়াছবি ' সমুদ্রদেবী'তে করলেন অভিনয়। তবে ১৯৩২ সালে হিন্দি চলচ্চিত্র ' বীর কেশরী'তে নায়িকা হিসেবে যথাযথ আত্মপ্রকাশ ঘটে বরণীয়া এই অভিনেত্রীর। তাই অনেক চিত্রসমালোচক ' বীর কেশরী'কেই তাঁর প্রথম ছবি হিসেবে ধরেন। নীলিমার নাম বদলে রাখা হয় 'মিস পদ্মা'। অসাধারণ সুন্দরী, ব্যক্তিত্বময়ী পদ্মা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবীও। চলচ্চিত্রের জগতে তিনি খাপ খাইয়ে তো নিলেনই উপরন্তু দ্রুত শিখে ফেললেন গান গাওয়া আর হিন্দি, ইংরেজি, পাঞ্জাবি, তেলেগু, তামিলসহ নানা ভাষাও। এরপর হিন্দি চলচ্চিত্রের একজন পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন তিনি ধীরে ধীরে। মহারানী, চাঁদ কা টুকরা, পৃথ্বীরাজ সংযুক্তা, সতী মহানন্দা, বালা জোবান, জামানা, সন্দ্বলিন সমাজ ইত্যাদি নানান ছবিতে করেন অভিনয়। এইসময় বম্বের ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানি ভারতে প্রথম 'সিনেকালার' পদ্ধতিতে ছায়াছবি নির্মাণের কাজে হাত দিলে তাঁদের তৈরি প্রথম রঙিন চিত্র ' কিষাণ কন্যা'(১৯৩৭) র নায়িকা নির্বাচিত হন পদ্মা। সেই হিসেবে প্রথম ভারতীয় রঙিন ছায়াছবির নায়িকাও ছিলেন তিনি, যা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তাঁর একটি ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অবশ্যই। এই ছবিতে গানও গেয়েছিলেন পদ্মা। ব্যক্তিগত জীবনকে সর্বদাই আড়ালে রাখতে পছন্দ করতেন পদ্মাদেবী। কিন্তু অতি উজ্জ্বল ছিল তাঁর সেলুলয়েডের জীবন। পেশাগত জীবনে প্রথমদিকে কৃতিত্বের সঙ্গে যেমন অভিনয় করেন নায়িকা চরিত্রে তেমনই পরবর্তীতে তিনি বাংলা - হিন্দি ছবিতে আদর্শ মাতৃরূপা। কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন বহু বরেণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে। বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় জীবনের সূত্রপাত কিংবদন্তি অভিনেতা - পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার হাত ধরে। ১৯৩৯ সালে প্রমথেশ বড়ুয়া বের হয়ে আসেন নিউ থিয়েটার্স থেকে, যোগদান করেন মুভিটোনে।

সাধারণ কাহিনী অসাধারণ

পুরোনো সেই দিনের কথা। অনেকদিন আগের ঘটনা, সেই সত্তরের দশকের। স্বামীর কর্মসূত্রে এক বাঙালি যুবতী ছোট ছোট সন্তান নিয়ে দিল্লিতে সংসার পাতলো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর প্রগাঢ় ভালোবাসা। তাই বিদেশ বিভুঁইতেও এক শিক্ষকের কাছে নাড়া বাঁধলো। সপ্তাহে দুদিন বিকেলে ক্লাস। সেদিন দেশ থেকে আসা কিছু কুটুম বাড়ির গাড়িটি চেপে দিল্লি দেখতে বেরিয়েছে। যুবতী কী আর করে, অটো নিয়ে চললো গানের ক্লাসে। মনে যে একটু ভয় নেই তা নয়; দু চারজন নতুন বন্ধু দিল্লির অটো ড্রাইভারদের সম্পর্কে প্রবল ভয় দেখিয়েছে - এরা মহা গুণ্ডা। একাকী নারী পেলেই গয়নাগাটি কেড়ে নিয়ে স্রেফ মেরে ফেলে। পাছে ক্লাস মিস হয়, যুবতী ভাবে, 'দিনের বেলা ভয় কি, ফেরার সময় নয় বাসে আসবো'! ক্লাস শেষে সন্ধ্যারাতে বাসে চেপে বসে সে। খানিক পরই কন্ডাক্টর ভাড়া চায়। যুবতীর মাথায় হাত - সকালে দিল্লীর বাসে একজায়গায় ভাড়া দিতে হতো। ভাঙানি দেওয়ার দস্তুর ছিল না। এদিকে তাঁর কাছে সব গোটা টাকা। কাঠখোট্টা কন্ডাক্টর কোনো মায়াদয়া করলো না। ঝুপ করে নামিয়ে দিল অচেনা এক জায়গায়। যুবতী মনের দুঃখে যুবতী মনে স্নেহময় কন্ডাক্টরদের কথা ভাবে, আর কণ্ঠকিত হয়, এবার বাড়ি ফিরবে কি করে? নতুন জায়গা, তবু চোখের আন্দাজে মনে হয় - বাড়ি খুব একটা দূরে নয়। হঠাৎ সামনে আসে এক ফাঁকা অটো। স্বপ্ন পথ, ছোট্ট মেয়ে একা আছে। যা থাকে কপালে বলে যুবতী তাতে চেপে বসে। অটো আপন মনে চলতে শুরু করে। খানিক যাওয়ার পর যুবতীর হাত পা ঠাণ্ডা - আন্দাজ মতো বাড়ি মোটে মিনিট দশ পনেরোর পথ, অথচ চেনা জনপদের দেখা নেই। ড্রাইভার বিপুল বেগে তাঁকে নিয়ে চলেছে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে। 'আর কতক্ষণ'? জানতে চাইলে কপালে জোটে মোগলাই ধমক, 'চুপ করে বস'! যুবতী ভাবে, অঙ্গে গয়না বেশি না হলেও নেহাৎ কম নেই। আজ কপালে মরণ বাধা! মরা মায়ের কথা মনে পড়ে, তিনি বলতেন যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। যুবতী নিজের মনকে শক্ত রাখে! হঠাৎ অটোর গতি একটু কমে। সামনে বড় বাঁক। এমনিও মরবো, ওমনিও মরবো! মরিয়া যুবতী লাফ মারে অটো থেকে। সোজা গড়িয়ে পড়ে একেবারে এক বাড়ির হাতার মধ্যে। আওয়াজ পেয়ে এক প্রৌঢ় ছুটে আসেন। সব শুনে ঘরে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর স্বামীও উপস্থিত, এক অবসরপ্রাপ্ত ফৌজি। যত্ন করে ফার্স্ট এইড দেন। সেই গাইয়ে যুবতীটির নাম শ্রীমতি শুভ্রা মুখোপাধ্যায়। তাঁর স্বামী শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় তৎকালীন জাহাজ ও পরিবহন মন্ত্রী। আর রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রেমী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

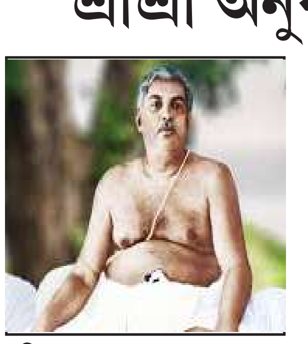

পারে না। তিনি ন্যায় পথ ধরে চলে বলেই তাঁর চলার পথ সুগম হতে থাকে মানব কল্যাণে ব্যবহার হতে পারে এই সব রকমের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করলে তা কখনও বিফলে যায় না। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে। বলবান হতে হবে। মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তি অর্জন করতে পারলে তবেই বড় হওয়া সম্ভব। কখনও সৎ কাজ করবে না। তাহলেতোমার শক্তি একটি সময়ে নষ্ট হয়ে যাবে। শক্তিকে ধারন করতে হবে। তার জন্য সত্যবাদিতা হওয়ার খুবই প্রয়োজন। যিনি সত্যের পথ ধরে চলেন তাকে কেউ পরাস্ত করতে

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়িনী। তিনি ভক্তের মান রক্ষা করে থাকেন। ভক্তদের জাগিরত করতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনার দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময় অবদমিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি হতে হবে। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, মা তারাপীঠে কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা

বাংলার নবজাগরণে ব্রাহ্মধর্মের ভূমিকা

বিশেষ প্রতিবেদক

রামমোহন রায় কলকাতায় (২০ আগস্ট ১৮২৮ সালে ইংল্যান্ড যাত্রার আগে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এই ব্রাহ্মসমাজ এক সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন এবং বাংলার পুনর্জাগরণের পুরোধা হিসাবে কাজ করে। ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মসভা ১৯ শতকে স্থাপিত এক সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন যা বাংলার পূনর্জাগরণের পুরোধা হিসেবে পরিচিত। কলকাতায় আগস্ট ২০, ১৮২৮ সালে হিন্দুধর্ম সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও তার বন্ধুবর্গ মিলে এক সার্বজনীন উপাসনার মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজ শুরু করেন। তাঁদের উপাস্য ছিল ক্ষ্মনিরাকার ব্রহ্মক্ষ্ম, তাই থেকেই নিজেদের ধর্মের নাম রাখেন ব্রাহ্ম।

রামমোহনের ধর্মীয় সত্য অনুসন্ধানের তৃষ্ণা তাঁকে উদার মন নিয়ে সকল গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়নে প্রণোদিত করে। এভাবে তিনি শুধু সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহ, যেমন বেদ, অধ্যয়ন করেই ক্ষান্ত হন নি; তিনি আরবি ভাষায় কুরআন এবং হিব্রু ভাষা ও গ্রিক ভাষায় বাইবেল পাঠ করেন। বিভিন্ন ধর্ম অধ্যয়ন তাঁর মনে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মায় যে, যেহেতু প্রত্যেক ধর্মেরই উদ্দেশ্য অভিন্ন, যথা, মানব জাতির নৈতিক পুনর্জাগরণ, তাই পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক ধর্মের পুনর্ব্যাখ্যা ও পুর্নমূল্যায়ন প্রয়োজন। সুতরাং তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে, তাঁর পক্ষে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণের পেছনে কোন যুক্তি নেই। তিনি প্রত্যেক ধর্মের গোঁড়ামি, শাস্ত্রীয় আচারপালন ও কুসংস্কার বাদ দিয়ে সর্বজনীন নৈতিক উপদেশাবলি গ্রহণ করবেন। কিছুদিন যাবৎ অনেকটা অন্ধের মতো অবসন্ধানের পর ১৮২৮ সাল নাগাদ তাঁর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা কিছুটা স্পষ্ট রূপ লাভ করে। ঐ বছরের আগস্ট মাসে তিনি ব্রাহ্ম সভা (পরবর্তীসময়ে ব্রাহ্ম সমাজ) অর্থাৎ ঈশ্বরের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও এ নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের তাত্ত্বিক দাবি ছিল যে, এটাকে সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, তবুও এটা হিন্দুধর্মের একটি শাখায় পরিণত হয় এবং সেভাবেই বিরাজমান। এ নতুন ধর্মবিশ্বাসের ধর্মীয় মতবাদসমূহ ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাস্টের দলিলে লিপিবদ্ধ আছে।

১৮৩৩ সালে ইংল্যান্ডে রামমোহন

রায় মারা যাওয়ার পর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনটি বাধার সম্মুখীন হয়। রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) কাজটি হাতে নেন। তাঁর নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনটি নতুন মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করে। তিনি ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন যা এই নতুন ধর্মমত প্রচারে ভীষণভাবে সচেষ্ট হয়। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নামে একটি সংবাদপত্রও প্রকাশ করেন যেটি এ নতুন ধর্মবিশ্বাস প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংস্কার সাধনের পক্ষেও জনমত গড়ে তোলে। এ সময়ে হিন্দুধর্মের বিপক্ষে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারকদের অত্যধিক আক্রমণাত্মক প্রচারণা চলছিল। ব্রাহ্ম সমাজের মধ্য থেকে আমূল সংস্কারের সমর্থক শ্রেণীটি বেদ যে অভ্রান্ত এ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। ঐ সময় পর্যন্ত বেদ যে অভ্রান্ত সেটা ব্রাহ্ম ধর্মীয় বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচিত হতো। ১৮৪৭ সালের দিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষার পর ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, বেদের অভ্রান্ততার মতবাদ আর গ্রহণযোগ্য নয়। তাই একেশ্বরবাদী ধারণা সম্বলিত উপনিষদের নির্বাচিত অংশসমূহের ওপর ভিত্তি করে ব্রাহ্ম ধর্মবিশ্বাস পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। ব্রাহ্ম সমাজের সংশোধিত মতবাদটি ১৮৫০ সালে 'ব্রাহ্ম ধর্ম' অথবা 'এক সত্য ঈশ্বরের পূজারীদের ধর্ম' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এটা উল্লেখ করতে হয় যে, যদিও বেদকে অস্বীকার করা হয়, তবুও ব্রাহ্ম আন্দোলনের অপরিহার্য হিন্দু চরিত্র ধরে রাখা হয়। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর অনেকটা মৃতপ্রায় ব্রাহ্ম সমাজে দেবেন্দ্রনাথ নতুন জীবনের সূচনা করেন। কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) প্রগতিশীল নেতৃত্বে আন্দোলনটি আরও ব্যাপক ভিত্তি লাভ করে। তিনি ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন এবং এক বছরের মধ্যে দেবেন্দ্র নাথের ডান হাতে পরিণত হন। কিন্তু প্রধানত বর্ণপ্রথা পালন ও সামাজিক সংস্কারসমূহকে কেন্দ্র করে তাঁদের দুজনের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। যেখানে দেবেন্দ্রনাথের পদ্ধতি ছিল কিছুটা রক্ষণশীল, সেখানে কেশবচন্দ্র সেন জাতিভেদ প্রথা পুরোপুরি বিলোপ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং সমাজ সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যান, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনে। ১৮৬৮ সালে কেশবচন্দ্র সেন ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ নামে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে অন্য সংগঠনটি আদি ব্রাহ্ম সমাজ নামে পরিচিতি লাভ করে। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা-সফরের মাধ্যমে কেশবচন্দ্র সেন ভারতের বৃহৎ অংশব্যাপী ব্রাহ্ম সমাজের বাণী ছড়িয়ে দেন। প্রধানত তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে ১৮৭২ সালে সিভিল বিবাহ আইন পাস হয়। এটি ধর্মীয় আচারাদি পালন ব্যতিরেকে অযাজকীয় বিবাহ অনুষ্ঠানের বিধান প্রবর্তন করে। আইনটি এক বিবাহকেও বাধ্যতামূলক করে এবং কনে ও বরের বয়সের নিম্নসীমাও যথাক্রমে ১৪ ও ১৮ বছরে নির্ধারিত করে দেয়।

কেশব সেন ব্রাহ্ম ধর্মবিশ্বাসে নির্দিষ্ট কিছু নতুন উপাদান প্রবর্তন করে সেটাকে পুনর্নির্ধারণ করেন। তিনি চাচ্ছিলেন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম , খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সারাংশ আহরণ করে একটি মহান সমন্বয় সৃষ্টি করতে। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, 'সকল ধর্ম সত্য।' তিনি তাঁর ধর্মীয় আচারে প্রচলিত হিন্দু-ধারণা ভক্তি অথবা আরাধনার উৎসাহ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং 'ঈশ্বরের নৈতিক চেতনা'র মতবাদের ওপর জোর দিয়েছিলেন। পরিশেষে, ১৮৮০ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা কিছুটা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে যখন তিনি 'নববিধান' অথবা 'নতুন নিয়ম' নামে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস জনসমক্ষে ঘোষণা করেন। এতে প্রাণবন্ত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মে ব্যাখ্যাগত দিকও থাকে।

সম্পাদক সমীপেষু

বিপ্লবী রাসবিহারী বোস

প্রায় একশো বছর আগে, ১৯১৮-র ৯ জুলাই তোশিকো-রাসবিহারীর গোপন বিয়ের সাক্ষী থাকলেন গুটিকয় মানুষ। জাঁকজমকে যে বিয়ের সাড়া ফেলার কথা, সেখানে বর বা কনে কোনও পক্ষের কোনও আত্মীয়-বন্ধু পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন না।

তোশিকোর মা কোকো তখনও শয্যাশায়ী। দোতলা থেকে দেখলেন, অতি সাধারণ পোশাকে তাঁর মেয়ে চলেছেন বাবার হাত ধরে। ট্রেনে চড়ে টোকিয়ো, তোয়ামার বাড়ি। সেখানে তোশিকোর বিয়ের পোশাক কিনে রেখেছিলেন তোয়ামার স্ত্রী। তিনিই সাজালেন কনেকে। অনুষ্ঠানে পিতার ভূমিকায় রইলেন তোয়ামা। তোশিকো সোমা হয়ে উঠলেন তোশিকো বসু। পরবর্তী কালে জাপানে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন ' দ্য লিভিং ফ্লেশ শিল্ড টু দি ইন্ডিয়ান ইন এগজাইল' নামে। বিয়ের পর শিবা অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় ভাড়াবাড়িতে উঠলেন নবদম্পতি। কিছু দিনের মধ্যেই গোয়েন্দারা টের পেল। শুরু হল বাড়ি বদল। আয়োমা মিনামি মাচি সেখান থেকে আয়োমা তাকাগি মাচি; কোথাও দু'মাস, কোথাও তিন। এমন বাড়ি বাছা হত যেগুলো হয় জঙ্গলের মধ্যে, নয়তো সমুদ্রের পাড়ে বা কাদাজমির ধারে। অধিকাংশ বাড়িতে ভাল করে সূর্যের আলো ঢুকত না। দিনের বেলাতেও অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকত ঘর।

ভিতরে-ভিতরে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন রাসবিহারী। তাঁর জীবনের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছেন বলেই না এমন ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন তোশিকো। আর এই জীবনের সঙ্গে জীবন মেলানোটাও হয়তো চাপে পড়ে, বড়দের কথা রাখতে। রাসবিহারী তোশিকোকে ভালবেসেছেন, কিন্তু তাঁর মনের তল পাননি এখনও। এই মেয়ে সব দায়িত্ব পালন করছেন মুখ বুজে। আবেগের বহিঃপ্রকাশেও অতি সংযমী নববধূটি।

তখন তাঁরা চিবায় সমুদ্রের ধারের একটি বাড়িতে। এক দিন প্রশ্নটা করেই ফেললেন রাসবিহারী, "তুমি আমাকে বিয়ে করেছ, কিন্তু আমায় ভালবেসেছ কি? আমি সত্যিটা জানতে চাই।" প্রশ্নের আকস্মিকতায় নিষ্পলকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকেন তোশিকো। চোখের জল এসে দুই গাল ভিজিয়ে দেয়। অস্থির রাসবিহারী তখন বেপরোয়া, উত্তেজিত। বলছেন, "বলো, তুমি কি আমার জন্য জীবন দিতে পারো?" কথা শেষ না হতেই তিরবেগে খোলা জানালার দিকে ছুটলেন তোশিকো। ঝাঁপ দিতে যাবেন, পিছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন রাসবিহারী।

এ এক আশ্চর্য প্রেমকাহিনি। সরল হিসেবে মাত্র আট বছর তার মেয়াদ, কিন্তু তোশিকোর অকালমৃত্যুর পর বাদবাকি জীবন সেই ভালবাসার মধ্যেই থেকেছেন রাসবিহারী বসু। তোশিকোর মা কোকো তাঁকে আবার বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রাসবিহারী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "তোশিকো ছাড়া আর কাউকে ভালবাসা আমার পক্ষে এ জীবনে অসম্ভব। সেই আট বছরের নির্জন জীবনের মতো তোশিকো চিরকাল আমার কাছেই থাকবে। আমার আর কিছু চাই না।"

যত্ন করে বাংলা শিখিয়েছিলেন তোশিকোকে। শিখিয়েছিলেন বাঙালি বধূর মত শাড়ি পরতে। আর বাঙালি রান্নাও। আট বছরে সতেরো বার বাড়ি বদলাতে হয়েছিল রাসবিহারী -তোশিকোকে। ধরা পড়ার ভয়, সঙ্গে তীব্র অর্থসঙ্কট। কিন্তু কিছুই চিড় ধরাতে পারেনি তাঁদের দাম্পত্যে। রাসবিহারীর জীবনের যাবতীয় ঝড়ঝাপটায় তোশিকোই ছিলেন রক্ষাকবচ।

নদীয়ায় পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় যুবক ফিরে পেলো টাকা ভর্তি ব্যাগ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২০ আগস্ট ঃ রাজ্য জুড়ে যখন কলকাতা আরজিকর হাসপাতাল কান্ডে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে পাশাপাশি ক্ষিপ্ত অনেকেই সেই সময় মানবিক সুপার হিরোর ভূমিকায় দেখা গেল নদীয়ার রানাঘাটের ট্রাফিস ওসি ও তার টিমকে। জানা যায় নবদ্বীপ থেকে শান্তিপুরের বাসে করে আসছিলেন স্বপন রাজবংশী নামক এক যুবক, তার বাড়ি নবদ্বীপ শহরের প্রাচীন মায়াপুর এলাকায়। সূত্রের খবর স্বপনবাবুর সাথে ছিলো টাকা ভর্তি ব্যাগ। অন্য মনস্ক হওয়াতে স্বপনবাবু ব্যাগ বাসে রেখে শান্তিপুরে নেমে পড়ে। কিছুক্ষন পর তার মনে পড়ে ব্যাগের কথা। তড়িঘড়ি শান্তিপুর ট্রাফিক ওসি দীপকবাবুর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি রানাঘাট ট্রাফিক ওসি আলোক ভট্টাচার্য্য কে ফোন করে বিষয়টি জানান। খবর পাওয়ার সাথে সাথে গাড়ি নিয়ে বাসটির পিছনে যাত্রা শুরু করে ১২ নং জাতীয় সড়ক ধরা ও রানাঘাটের কাছাকাছি এসে বাসটি আটকায়। পাশাপাশি পুলিশ ব্যাগটিকে উদ্ধার করে। স্বপনবাবুর হাতে ব্যাগটা তুলে দেয় পুলিশ প্রশাসনের তরফে। ব্যাগ ফিরে পেয়ে স্বপনবাবু পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন চিকিৎসার জন্য ভিন রাজ্যে যাওয়ার জন্য বেড়িয়েছিলো। ব্যাগের ভেতর টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিলো যদি আমি আজকে ব্যাগটি না পেতাম তাহলে মহাবিপদে পড়ে যেতাম, ব্যাগটি আমার চিকিৎসার ছিলো একমাত্র ভরসা। অনেক কষ্ট করে এই টাকা জোগার করেছি। তিনি বলেন, এভাবেই মানবিক ভাবেই পুলিশ আমাদের পাশে থাকুক এইটাই চাই বলতে বলতে চোখের কোনে চলে এলো জল। এই বিষয়ে রানাঘাট পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজের সাথে কথা বলতে তিনি জানান আমরা সব সময় মানবিক ভাবেই কাজ করি। কোথাও কোথাও আমাদের বুঝতে একটু ভুল হলেও কিছু মানুষ। আমরা আছি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এটাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানুষ আমাদের উপর ভরসা করে সেই ভরসা রাখাই আমাদের মূল কাজ আমাদের ট্রাফিক ওসি আলোক ভট্টাচার্য্য ও দীপক অধিকারী সেই কাজটাই করেছে।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে স্কুল ভবন নির্মাণের অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ আগস্ট ঃ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে সরকারি নিয়ম না মেনে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে স্কুলের নতুন ভবন। স্কুলের ভবন নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় সাধারণ মানুষজনেরা। এমনটাই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমগাছি জালালপুর জুনিয়র হাই স্কুলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যে নিমগাছি জালালপুর জুনিয়র হাই স্কুলে সর্ব শিক্ষা মিশনের বরাদ্দকৃত প্রায় ৬০ লক্ষ টাকায় তিনতলা ভবন নির্মাণের কাজ চলছে, ৫ টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম ও একটি ডাইনিং রুমের কাজ। আর এই ভবন নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ যে, নিয়ম না মেনেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে এই ভবন তৈরি করা হচ্ছে। কংক্রিটের পিলারের ভিতরে ইঁট ঢুকিয়ে বাইরে থেকে সিমেন্ট ও বালি দিয়ে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়েছে। হাতুরি দিয়ে আঘাত মারতেই বেরিয়ে আসছে ইঁট। আয়রন যুক্ত বালি দিয়ে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। বেশিরভাগ ইঁট ২ নম্বর। তিন তলা ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই বিম বাঁকা হয়ে গেছে। দুই তলা ভবনের ছাদ চুঁয়ে জল পড়ছে। ঢালাই পিলারের পরিবর্তে কয়েকটি ইঁটের পিলার দিয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যেই ভবনটি ভেঙ্গে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। ব্লক প্রশাসনকে বারবার অভিযোগ জানিয়ে কোন ফল হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন।

সাংসদকে সম্বর্ধনা প্রদান জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ আগস্ট ঃ

বাদল অধিবেশন শেষ করেই নিজের সাংসদ এলাকায় বিভিন্ন বিধানসভায় ঘুরছেন বর্ধমান পূর্বের সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার। মঙ্গলবার তিনি রায়না, মাধবডিহী ও জামালপুর বিধানসভা ঘুরে প্রশাসনিক আলোচনা সারার পাশাপাশি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিও ঘুরে দেখেলেন। এদিন জামালপুরে তাকে ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে সম্বর্ধনা জানান পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের জামালপুর ব্লক শাখা। সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রবীর নায়েক, শেখ নুর আলী, আমিরুল হক, রাজু মহন্ত, পীযূষ দাস সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও তাকে সম্বর্ধনা জানান পশ্চিমবঙ্গ রুরাল মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের জামালপুর শাখা। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ, জেলা সম্পাদক আদিত্য ঘোষ জামালপুর ব্লকের সজ্জাদার রহমান, রামচন্দ্র দত্ত, সুরমান আলী মল্লিক সহ অন্যান্যরা। সাংসদ বলেন এই ধরনের সম্বর্ধনা দায়িত্ব অনেক বাড়িয়ে দেয়। এদিন তিনি ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, বিভিউ পার্থ সারথী দে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিককে নিয়ে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঘুরে দেখেন এবং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শশ্বশুভ্র দাসের সাথে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। সাংসদ বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেমন সারা রাজ্যের উন্নয়ন করছেন সেই ধারা তিনি বজায় রাখবেন। তার সংসদীয় এলাকার উন্নয়নই তার প্রধান লক্ষ্য।

টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ আগস্ট ঃ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা দিয়ে যাতায়াত। বহুবার জানিয়েও সুরাহার নাম নেই। কার্যত যাতায়াত ব্যবস্থায় বিপর্যস্ত জনজীবন। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে এদিন রীতিমতো পথে নেমে টায়ার জ্বালিয়ে বস্তুতম পথ আটকে বিক্ষোভে শামিল স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে মাল থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী। পুলিশ প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দিয়ে অবরোধ তুলে নেওয়ার চেষ্টা। বিক্ষোভকারীরা সিঁদুরে মেঘ দেখছে। তাই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ছে। ঘটনাটি জলপাইগুড়ি জেলার মাল ব্লকের। আন্দোলনকারীদের দাবি, মালবাজার ক্যান্টেনমেন্ট মোড় থেকে বড় দীঘি যাওয়ার প্রায় নয় কিলোমিটার রাস্তা, দীর্ঘ একটা সময় ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নিত্যদিন দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন পথ চলতি মানুষ। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে জরুরি পরিষেবা অ্যাম্বুলেন্স এমনকি ফায়ার সার্ভিস এই রাস্তায় অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে না। তারই প্রতিবাদে দ্রুত রাস্তা ছাড়াই এর দাবি জানিয়ে আজকের এই আন্দোলন।

লিখামি কনসাল্টিং লিমিটেড

CIN - L45209WB1982PLC034804
নিবন্ধিত অফিসঃ রুম নং ১, ২য় তলা, ৬২এ, ডাঃ মেঘনাদ শাহ সরণি, সাউদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোনঃ +৯১ ৮২৩২০৯৯০৯২
ইমেল ঃ infoelikhamiconsulting.com , ওয়েবসাইট ঃ www.likhamiconsulting.com

পোস্টাল ব্যালট এবং দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানী আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ১০৮ এবং ১১০ ধারা অনুসারে এবং কোম্পানির (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪, প্রবিধান ৪৪-এর ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত বিধান অনুসারে নোটিশ দেওয়া হল দ্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস'), সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং ('৫৫-২') দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন দ্বারা জারি করা, বিধি ও প্রবিধান, কোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) সহ বা আপাতত বলবৎ এর পুনঃপ্রণয়ন ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় ('MCA সার্কুলার') দ্বারা জারি করা হয়েছে, শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিশেষ রেজোলিউশনের জন্য কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে ('রিমোট ই-ভোটিং')।

বিশেষ রেজোলিউশনের বর্ণনা
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে স্থানান্তর এবং কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের ধারা II এর পরিবর্তন।

উপরে উল্লিখিত বিধান এবং MCA সার্কুয়ারের সাথে সম্মতিতে, পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ('নোটিশ') ইলেকট্রনিক কপি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি ২০ আগস্ট, ২০২৪ ই-মেইল মোডে শুধুমাত্র সেই যোগ্য সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা ডিপোজিটরি/ তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী / কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এমএএস সার্ভিসেস লিমিটেডের কাছে ইতিমধ্যেই তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছে কাট অফ ডেট অর্থাৎ শুক্রবার, ১৬ আগস্ট, ২০২৪। উপরে উল্লিখিত সার্কুলার অনুসারে, সদস্যরা শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে https:www.likhamiconsulting.com/Notice%20of%20Board%20Meeting.html এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে। বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (CSE) www.cse-india.com এ এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিস লিমিটেড ('CDSL') এর ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com।

দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশাবলী ঃ
কোম্পানি তার সদস্যদের রিমোট ই ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য CDSL-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে এবং সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমেই ঘটবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৪ (সকাল ৯.০০ ১ ST) থেকে শুরু হবে এবং শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (বিকাল ৫.০০ ১ ST) এ শেষ হবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি বিকাল ৫.০০ এ নিষ্ক্রিয় করা হবে। শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ ১ ST এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং এর বাইরে অনুমোদিত হবে না। সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারে তাদের ধারণকৃত শেয়ারের অনুপাতে হবে। রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যরা পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে বা পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবে না।
মেসার্স বি জে বি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইন প্র্যাকটিস (এফআরএন.ঃ ৩২৯৬২১ ই) একটি ন্যায্য এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে, দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডাক ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
দূরবর্তী ই- ভোটিংয়ের ফলাফল ভোটের সময়কাল শেষ হওয়ার পর থেকে দুই (২) কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট www.likhamiconsulting.com, স্টক এক্সচেঞ্জ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (CSE) www.cse-india.com-এ হোস্ট করা স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে এই ফলাফলগুলিও প্রদর্শিত হবে এবং CDSL - এর ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি helpdesk.evotingcdslindia.com - এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেনঃ ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩. সদস্যদের নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষভাবে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
লিখামি কনসাল্টিং লিমিটেড
বাবু লাল জৈন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
DIN: 02467622

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২০ আগস্ট, ২০২৪

নৃশংস ভাবে হাতিকে হত্যার প্রতিবাদে জ্বলে উঠলো জঙ্গল ঘেরা জলপাইগুড়ি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ আগস্ট ঃ নৃশংস ভাবে হাতিকে হত্যার প্রতিবাদে জ্বলে উঠলো জঙ্গল ঘেরা জলপাইগুড়ি, দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার পশু ও পরিবেশ কর্মীরা। আগুন মশাল ও বল্লম দিয়ে হাতির মৃত্যুর ঘটনায় সভা জলপাইগুড়িতে। ঝাড়গ্রাম জেলায় হাতির হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়িতে মোমবাতি জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে আন্দোলনের হুশিয়ারি পরিবেশ সংগঠনের। সোমবার রাতে জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলা মোড়ে বিভিন্ন পশু ও পরিবেশ প্রেমিক সংগঠনের উদ্যোগে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট পাঁচটি হাতি ঢুকে পরে, এরপরেই বন বিভাগের হাতি তাড়ানোর হুলা পার্টির সদস্যরা ঘিরে ফেলে পুরো এলাকা। বন বিভাগের তারা খেয়ে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আশ্রয় নেয় গর্ভবতী একটি হাতি। ইতিমধ্যেই সোস্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে আশ্রয় নেওয়া গর্ভবতী হাটিকে জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে মারার দৃশ্য। এভাবেই বল্লম, জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে হাতি টিকে হত্যা করা হয়। এমনটাই অভিযোগ পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের। এবং তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এই সভা। পাশাপাশি এই ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখা সহ দোষী বন আধিকারিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এই সভার আয়োজন।

Singur-II Gram Panchayat
Ratanpur-II, Singur, Hooghly, 712409

Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from exeperienced and resourceful bidders for execution of 1 no. development works under **SBM(G)** Fund vide **NIT No.: 331/SING II/2024, Date: 20.08.2024.** Last Date of Dropping of Sealed Tender Form: On or before **28.08.2024 up to 02.00 PM.** Date of Opening of Tender: **28.08.2024 at 03.00 PM.** For details Visit undersigned GP office.

Sd/-,
Prodhan
Singur-II Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১১৬-১১৯-২৪ তারিখ ১৯.০৮.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি)/আদ্রা কর্তৃক সিটিআর, রোড, ব্রীজ, বিবিধ এবং বিশেষ কাজ প্রভৃতি নিম্নলিখিত কাজের জন্য ০৪ (চার)টি ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপঃ (১) **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১১৬-২৪, তারিখ ১৯.০৮.২০২৪,** ১) বাঁকুড়া-খড়গপুর শাখার মধ্যে ২.১৮৭ টিআর কিমি সম্পূর্ণ ট্র্যাক সংস্কার (পি)। (২) আদ্রা ডিভিসনে বাঁকুড়া খড়গপুর শাখায় ০.৯৩৮ টিআর কিমি এবং আদ্রা-বাঁকুড়া শাখায় ১.৫৪৪ টিআর কিমি হাতেহাতে সম্পূর্ণ ট্র্যাক সংস্কার (এস)। (৩) বাঁকুড়া-আদ্রা শাখার মধ্যে আনুপূর্বিক হাতেহাতে রেল পুনর্নবীকরণ (পি) ২.০৪৬ টিআর কিমির জন্য কিমি ২৪৩.৯৭২ থেকে কিমি ২৪৬.০১৮ পর্যন্ত (আপ)। (৪) খড়গপুর-বাঁকুড়া শাখায় ১৫টি এসইজে-এর সংস্কার। (৫) আদ্রা-বাঁকুড়া এবং বাঁকুড়া-খড়গপুর শাখায় টিটিআর (টিএফআর)-৬ সেট (৮.৫-এ১), টিটিআর (টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি) -১৬ সেট, (৮.৫-এ১) এবং টিটিআর (টিডব্লুএস+ ডব্লুসিএমএসসি) -৫৫ সেট (১২-তে ১)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,২৪,৮৬,০৯৫.৭৫ টাকা (২) **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১১৭-২৪, তারিখ ১৯.০৮.২০২৪,** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে ভোজুডি (৪ কিমি), বাঁকুড়া (১ কিমি), আনারা (০.৫ কিমি) এবং বোকারো স্টিল সিটি সেটেলমেন্ট (০.৭৫ কিমি)-এ রেলওয়ে কলোনির রাস্তার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৪,১০,৫২৮.৩৮ টাকা। (৩) **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১১৮-২৪, তারিখ ১৯.০৮.২০২৪,** (১) আনারাতে ইআই বিল্ডিং-এর দোতলায় ক্রু লবি, ক্রু ওয়েটিং হল, ক্রু কাউন্সেলিং রুম, মহিলা ও পুরুষদের জন্য শৌচাগার নির্মাণ। (২) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে আদ্রা স্টেশনের পিএফ নং ৩ ও ৪-এর জেওসি (জয়চণ্ডীপাহাড়)-এর দিকে সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,০০,৯৫,০২৮.৬৪ টাকা। (৪) **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১১৯-২৪, তারিখ ১৯.০৮.২০২৪,** আদ্রা ডিভিসনের আদ্রা-রুকনি, রুকনি-ভোজুডি, ভোজুডি-তালগড়িয়া, রুকনি-আনারা এবং আদ্রা-সাঁকা শাখায় (৪০টি) সেতুর জ্যাকেটিং দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি ও অন্যান্য বিবিধ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৮১,০১,৯৪২.৩৩ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। **(PR-498)**

Tender ID- 2024_ZPHD_736131_1, 2024_ZPHD_736202_1, 2024_ZPHD_736231_1, 2024_ZPHD_736249_1, 2024_ZPHD_736279_1, 2024_ZPHD_736367_1, 2024_ZPHD_736393_1, 2024_ZPHD_736414_1, 2024_ZPHD_736434_1, 2024_ZPHD_736454_1, 2024_ZPHD_736483_1. Bid submission starting from 21.08.2024. Bid submission end date: 29.08.2024. Date Opening of Bid: 02.09.2024. For details visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Simulpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Joypur Development Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER
NO: NIeT-03/BDO/JDB/2024-25

E-tenders are invited by the undersigned form eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents up to 10.30 A.M. of 04/09/2024 for 14 nos. of work. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in in working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development Officer
Joypur Development Block

Office of the Pradhan
KHALGRAM PANCHAYAT
Beldangra * Bhalukbasa * Bankura
Notice Inviting E-Tender
Khalgrarn GP, Taldangra, Bankura
NieT 06 Memo 279/khal/2024

Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e Tender of different schemes which are available In www.wb.etenders.gov.in website and Last date of submission 27/08/2024 (6.00 PM).

Sd/-
Pradhan, Khalagram Gram Panchayat

RDB RASAYANS LIMITED
CIN: L36999WB1995PLC074860
Regd. Office: Bikaner Building, 8/1,Lal Bazar Street 3rd Floor, Room No-09, Kolkata-700001,
Ph No (033) 4450 0500, Fax: 033-22420588;
Email id- info@rdbindia.com; **website-** www.rdbgroup.in

GOING TOGETHER GROWING TOGETHER

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে মেসার্স এর সদস্যদের ২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)। আরডিবি রসায়ন লিমিটেড বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর ১২ তম দিন সকাল ১১.৩০ এ অনুষ্ঠিত হবে। (IST) ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ('VC') / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('OAVM') এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসা (গুলি) লেনদেনের জন্য। ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ এবং ৫ মে, ২০২২ (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ' সার্কুলার এবং সার্কুলার বলা হয়) এর সাথে পড়া হয়েছে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১ এবং ১৩ মে, ২০২২ ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড (সম্মিলিতভাবে 'SEBI সার্কুলার' নামে পরিচিত) দ্বারা জারি করা হয়েছে, কোম্পানিটি ২০২৩-এর আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির ২৯ তম বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠিয়েছে- ২৪, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে ২৯ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সম্বলিত, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') এর সাথে নিবন্ধিত হয়েছে কোম্পানির ওয়েবসাইট http:www.rdbgroup.in -এ কোম্পানির (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর সেক্রেটারি স্ট্যান্ডার্ড ২০-এর সাথে পড়া আইনের ১০৮ অনুযায়ী বার্ষিক রিপোর্টও পাওয়া যাচ্ছে। ইন্সটিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ দ্বারা জারি করা সভা (SS-২), সদস্যদের একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। (দূরবর্তী ই-ভোটিং)। কোম্পানি দূরবর্তী ই-ভোটিং, ভিসি / ওভিএএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং এজিএম-এ ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। সদস্যদের ভোটাধিকার বৃহস্পতিবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ('কাট-অফ ডেট') হিসাবে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের হাতে থাকা ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে।
ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোড, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং সোমবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০ এ (১ST) শুরু হয় এবং বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫.০০ এ শেষ হয়। (১ ST)। সদস্যরা এই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এরপরে NSDL দ্বারা দূরবর্তী ই-ভোটিং অক্ষম করা হবে। যে সদস্যরা ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে রেজুলেশনে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা এজিএম-এ ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
যে সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে / অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
যে কোনো ব্যক্তি যিনি AGM-এর নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন বা nichetechpl@nichetechpl.com-এ। যাইহোক, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য NSDL-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তবে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে আপনি সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য দূরবর্তী ই- ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুনঃ ১৮০০-২২২- ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ অথবা evoting@nsdl.co.in-এ ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠান।
কোম্পানিটি এজিএম চলাকালীন ভোটিং এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (ACS No.28678) মিসেস মৌসুমী সেনগুপ্তকে নিযুক্ত করেছে।

বোর্ডের আদেশে
শ্রদ্ধা জালান
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৯ আগস্ট, ২০২৪

লিগাল নোটিশ

আমি গায়েত্রী শর্মা, স্বামী-মৃত রামচন্দ্র শর্মা সাকিন ২৭, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, থানা ভবানীপুর, কোলকাতা-৭০০০২৫, নিম্নলিখিত তপশীল বর্নিত জমি আমমোক্তার শ্রী অশোক কুমার দাস ওরফে পিন্টু দাস মারফত খরিদ করিয়াছি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল নং ০০৪৩৪ সন ২০১০। যাহা আমি মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছি। **(MM2024163061473)& (MN202416306145)**
যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তিনি এই নোটিশ প্রকাশের একমাসের মধ্যে বি.এল.আর.ও, কোলকাতা ব্লক, কে.এম.সি বিল্ডিং, রুম নং -৩২৮, ৫, এস এন ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০১৩ ঠিকানায় লিখিত অথবা ইমেল **bliroatm@gmail.com** মারফত আপত্তি জানাইবেন। জমির তপশিলঃ জেলা-কলকাতা, মৌজা-পুটিয়ারী, জে.এল নং-৪৩, দাগ নং- ৫১৫। জমির পরিমাণঃ এক কাঠা আট ছটাক।

OFFICE OF THE KALMA GRAM PANCHAYAT
P.O.-KALMA, Dist.- PURULIA
NITe No. WB/KGP/NITe-3/2024-2025

The Prodhan, Kalma Gram Panchayat invites e-tender from the bonafide, resourceful contractor for total 10(Ten) Nos. different works. Last date of submission of Bid on or before 28/08/2024 up to 10.30 A.M. Bid Opening Date 30/08/2024 at 11.00 A.M. For more details visit website https:// wbtenders.gov.in.

Sd/- PRADHAN
KALMA GRAM PANCHAYAT

Office of The Baragram Gram Panchayat
At+PO-Baragram, PS-Joypur, Dist-Purulia
Notice Inviting e-Tender

Pradhan, Baragram GP has invited NIeT-01,02,03/24-25 of 9 nos. schemes under 15 th FC on 20/08/24. For details contact Baragram GP Office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Baragram GP

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for "Different types of electrical works in different wards (1 to 10, 13, 30 & 37) under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by EE, (E&M) Deptt. BMC vide **NIT No. 150/PHE(E&M)/BMC, Dated : 20.08.2024** & Tender ID: **2024_MAD_736143_1 to 4**. Last Date of Bid Submission : **31.08.2024** up to **15:00 Hrs**. Details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in Office Website & Notice Board only. Please visit : **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
EE, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

Azadi Ka Amrit Mahotsav

টেন্ডার নোটিশ নং. সিএলডব্লু - ডিকেএই - ডব্লুসি - ৫৭০-এফপি-১৯৮-আরটি। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং ঃ [০১] টেন্ডার সিএলডব্লু-ডিকেএই-ডব্লুসি-৫৭০-এফপি-১৯৮-আর টি। কাজের নাম ঃ** ই এল এএইউ/ডানকুনিতে ১৯৮টি ডব্লুএজি-৯এইচসি-তে চূড়ান্ত পেন্টিং কার্যক্রম। **টেন্ডার মূল্য** (টাকায়) ঃ ₹ ১২,৬৬,১২৭.৬৩ (বারো লাখ ছেষট্টি হাজার একশো সাতাশ টাকা তেষট্টি পয়সা) মাত্র। **টেন্ডার নথির মূল্য** (টাকায়) ঃ ₹ ১০০০.০০ (এক হাজার টাকা মাত্র)। **বায়না অর্থ / দরপ্রস্তাব জামিন** (টাকায়) ঃ ₹ ২৫,৩০০.০০ (পঁচিশ হাজার তিনশো টাকা) মাত্র। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। **দ্রষ্টব্য** ঃ (i) সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে। (ii) **যোগাযোগের নম্বর ঃ** ০৩২১২ -২৩০০০৩। (iii) **টেন্ডার দাখিল ও বন্ধের তারিখ ঃ** ০৩.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টায়।

PR8/592

এডব্লুএম/প্ল্যানিং/ইএলএএইউ/ সিএলডব্লু, ডানকুনি

আমাদের লাইক করুন ঃ www.facebookcom/clwrailways

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/১২১ অফ ২০২৪, তারিখ ঃ ১৬-০৮-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন-১ লামডিং ডিভিশন -এর অধীনে দিগারু, কামরূপ ক্ষেত্রী, অজুরি, চাপারমুখ জং., জুগিজান, কামপুর, বারল্যাংফার, সেনচোয়া জং. ও মাইরাবাড়ি (মোট = ৯টি) স্টেশনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং সঙ্গে যুক্ত ভবন এবং কাঠামোগত কাজের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,১৬,৫৭,৭০০.৯০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৫,০৮,৩০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১২-০৯-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ১৩-০৯-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১২-০৯-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
14/GPW/ WBFDC/ 2024-25 (2 nd Call)	**Boring and Installation of Pump at Kalyani, NIPER Kolkata.**	**21.08.2024**	**29.08.2024**

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites online item rate Tender for the works : **(1)** Repair and maintenance of Bankra Dotala more to GIP colony from 0.50 km to 2.00 km during the year 2024 25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.8,31,059/-**. **(2)** Emergent replacement of eroded waterproofing membrane on the roof of FTC Court Building, Howrah during the year 2024 - 25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.1,70,009/-**.

N.I.e.T. No. : WBPWD/EE/HD/NIeT_39/2024_2025. Tender ID : **2024_WBPWD_736239_1**. Bid Submission Start Date (online) : **21.08.2024** up to **10:00 A.M**. Bid Submission End Date (online) : **28.08.2024** up to **13.00 P.M**.

Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD

CORRIGENDUM

Corrigendum Notice on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Original Last Date of Submission of e-Tender	Revised Last date of Submission
1	WBMAD/HM/PWD/ NIT e-593/2024-25 (SI No. 4 & 6)	19/08/2024 Up to 5.00 PM	27/08/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer, Habra Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-X, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : EEC/BX/093/004/2024-2025/R
Name of the work: **Renovation of footpath near Premises Nos.-432, 1/432 P. A. Shah Road etc. in Ward No.-093, BR-X.** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,69,480.44.** Earnest money: ₹ **5,400.00.** Time of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : EEC/BX/081/10/24-25/BUSTEE
Name of the work: **Maintenance of sanitary latrine near 56/1, T. G. Road Jhaldar Math (slum area) etc. in Ward No.-81, BR-X.** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **3,99,143.80.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Time of completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **30.08.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of bid: **02.09.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **20.08.2024 (from 5 pm) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/043/15/2024-2025
Name of the work: **Restoration of paver block footpath at 1, 16, 18, 24, Zakaria Street in Ward No.-43.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,99,026.68.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/16/2024-2025
Name of the work: **Patch repairing & restoration of footpath of Rabindra Sarani, Lal Bazar Street & surrounding areas in Ward No.-45.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,98,403.70.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **28 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/15/2024-2025
Name of the work: **Restoration of I.P.S. & concrete passage/footpath at Syed Salley Lane & 145B C. R. Avenue etc. in Ward No.-41.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,95,993.67.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **28 days.** Last date and time of submission of bid: **31.08.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3).** Date and time of opening of tender: **02.09.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **20.08.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIII/122/28/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of road by laying hot-mix by disturbance of U.G sewer at Sodepur Brick Field Road Bye Lane near Premises Nos.-628, 674, 472 etc. in Ward No.-122, BR-XIII.** Work value: ₹ **2,69,993.88.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/122/12/24-25/BS (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of road with C.C. pavement works at Bye Lane of Motilal Gupta Road, Hazra Gola near house of Kartik Manna, Doli Villa Ram Krishna Nagar, Mission Dhali Para Road near Premises Nos.-1145, 88/2, 33, 606 etc. at Bustee Area in Ward No.-122.** Work value: ₹ **3,99,668.86.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **25 days.**

(3) NIT No. : KMC/XIII/122/11/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Development of drainage system providing U/G sewer at Ustad Amir Khan Road Bye Lane near Premises Nos.-19/10, 19/5 etc. in Ward No.-122.** Work value: ₹ **2,99,821.06.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **25 days.** Last date of submission of bid: **29.08.2024 (up to 11 am) (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **31.08.2024 (11 am) (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/XIII/116/10/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of road with C.C. pavement works at Bye Lane of R. B. Road near Premises Nos.-365/13, 365/3, 365/5 etc. in Ward No.-116.** Work value: ₹ **4,96,582.30.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/XIII/116/13/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Development of drainage system by laying of U/G sewer at Bye Lane of P. N. Mitra Lane (slum area) near Premises No.-206A/1 in Ward No.-116.** Work value: ₹ **1,91,702.86.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/XIII/115/017/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of roads from 37 to 63 & 91 to 29/1 Jadunath Ukil Road, 63 to 65/4 & 400/3 to 38/1 Banerjee Para Road in Ward No.-115.** Work value: ₹ **2,50,225.07.** Earnest money: ₹ **5,200.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/XIII/115/020/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of Karunamoyee Ghat Road Bye Lane from 38 K. G. Road to Chander Village Road near KMC Park in Ward No.-115.** Work value: ₹ **2,39,814.15.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **31.08.2024 (up to 11 am) (For Sl. No. 4 to 7).** Tender will be opened on: **02.09.2024 (11 am) (For Sl. No. 4 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **21.08.2024 (from 5 pm) (For Sl. No. 1 to 7).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/21/24-25/R
Name of the work: **Repair of integrated passage (IP) in different places in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,99,763.95.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/21/24-25/B
Name of the work: **Repairing of Bustee latrines at 6, 7, K. T. 2nd Lane and its surrounding in Ward No.-57.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,63,297.32.** Earnest money: ₹ **5,300.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/POTHOLES/24-25 (3rd Call)
Name of the work: **Urgent repairing of potholes & road in Ward No.-66, BR-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,75,000.00.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **30.08.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **02.09.2024 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **17.08.2024 at 6.55 pm (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/112/016/24-25/R
Name of the work: **Repairing & maintenance works at Roynagar Community Hall in Ward No.-112.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,16,544.99.** Earnest money: ₹ **8,500.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/112/014/24-25/R/BUSTEE
Name of the work: **Maintenance of C.C. road at different Bustee areas viz. Bidhan Pally, Adi Ganga Road, Bande Ali Pally (Bustee) in Ward No.-112.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,027.52.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/112/019/24-25/R
Name of the work: **Maintenance of asphaltum road by patch repairing near different Puja Pandals viz. Nivedita Park, Postal Park etc. in Ward No.-112.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,79,840.17.** Earnest money: ₹ **5,600.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/110/033/24-25/R
Name of the work: **Supply of cross-drain by providing R.C.C. slab at different Blocks of B. P. Township and other places in Ward No.-110, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **1,99,953.81.** Earnest money: ₹ **4,000.00.**Period of completion: **34 days.** Last date and time of submission of bid: **02.09.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 4).** The tender will opened on: **04.09.2024 (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **23.08.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

(435/24-25)

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

দক্ষিণ এশিয়ার বিখ্যাত কিং কোয়েল সপরিবারে পুরুলিয়ায় এসেছে

থাকে তাদের দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায়। কথা হচ্ছেসেই কিং কোয়েলের। বাচ্চারা দেখলে তাদের ভালো লাগবে। এই পাখির এবার দেখা মিলেছে পুরুলিয়ায়। তবে এই কিং কোয়েল সংখ্যায় একটা নয়, একেবারে ঘর-সংসার নিয়ে হাজির! ক্যামেরায় ধরা পড়েছে তাদের ছবি। তাতে দেখা যাওয়া তিনটি পাখি পুরুষ, স্ত্রী এবং সম্ভবত শাবক বলে মনে করে হচ্ছে। শহর পুরুলিয়া থেকে খানিকটা দূরে তারা বসতি গড়েছে। সোমবার, ১৯ আগস্টের ঠিক আগে একেবারে ঝাড়খণ্ড ছুঁয়ে থাকা ছোটনাগপুর মালভূমির পুরুলিয়ায় এই পাখির দেখা মেলায় খুব খুশী সকলে। পক্ষীপ্রেমীরা তাদের দেখার জন্য সেখানে দৌড়ে যাচ্ছে। এই বিরল প্রজাতির পক্ষী পুরুলিয়ায় প্রথম দেখা মিললেও এ বঙ্গে আগেও আরও দুবার দেখা গিয়েছে । দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর ও মেদিনীপুর সদরে তাদর দেখা গিয়েছে। বন্যপ্রাণ ও পক্ষী নিয়ে কাজ করা গ্রিন প্লাটুর এক কর্মকর্তা বলেন, এই কিং কোয়েল দক্ষিণ এশিয়া-সহ বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেলেও বাংলায় একেবারেই কম দেখা যায়। খুবই লাজুক পাখি। মানুষ দেখলেই লুকিয়ে পড়ে। তার খুব কাছে পৌঁছে গেলে হঠাৎ উড়ে যায়। পুরুলিয়াতে এর ছবি আগে পাওয়া যায়নি। কিং কোয়েলের উপস্থিতি এক সুস্থ বাস্তুতন্ত্রের নিদর্শন। অতীতে এদের প্রচুর শিকার হতো ফাঁদ পেতে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে পুরুলিয়ার এই রঙিন পাখিটির যাতে সেই করুন পরিণতি না হয়। কিং কোয়েল বা ‘ ব্রেস্টেড কোয়েল’ বা ‘ বুকের কোয়েল’। এই কোয়েল শিস দেয়। নাক ডাকা ডাকও দিয়ে থাকে। এই পাখিরা বাসা বাঁধে না, এমনকি মাটিতেও ডিম পাড়ে! বিভিন্ন ধরনের বীজ, ঘাস খায়। পুরুলিয়া বনবিভাগের ডিএফও বলেন, বারুইপুর ও মেদিনীপুরে এই পাখির অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। ঝাড়খণ্ডেও এই পাখির বিচরণ আছে। সেখান থেকেই সম্ভবত তাদের আসা-যাওয়া চলছে।

বাঘের খাবার জোগাতে তৈরি হচ্ছে প্রজনন কেন্দ্র

বক্সা বাঘ বনে হরিণ প্রজনন কেন্দ্র তৈরি করেছে বনদপ্তর। বক্সা বাঘ বনের পশ্চিম বিভাগের বনাঞ্চলে ২.২ একর জমিতে এই প্রজনন কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। এখানে হরিণ রেখে তাদের বংশ বৃদ্ধি করা হবে। তার পর সেই সব হরিণদের ছড়া হবে বক্সা বাঘ বনে। বক্সা বাঘ বনে মাংসাশী প্রাণীদের খাবারের জোগান দিতে এই ব্যবস্থা বলে জানতে পারা গিয়েছে।

উল্লেখ্য করা যেতে পারে, এর আগে একাধিকবার বাইরে থেকে হরিণ এনে এই বনাঞ্চলে ছাড়া হয়েছে। প্রায় ২ হাজারের বেশি হরিণ বাইরে থেকে এনে এই বনাঞ্চলে ছাড়া হয়েছে। কিন্তু বনদপ্তর বুঝতে পেরেছে বাইরে থেকে হরিণ এনে এই বনাঞ্চলে ছাড়া অনেক ঝক্কি ঝামেলার কাজ। তাছাড়া এভাবে বাইরে থেকে হরিণ আনা ব্যয়সাপেক্ষও বটে। সেই কারণে বনাঞ্চলের ভেতরেই কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে হরিণের প্রজনন করিয়ে সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বক্সা বাঘ বনে শকুন প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে। হরিণ প্রজনন কেন্দ্র চালু হয়ে গেলে তা হবে বক্সা বাঘ বনে দ্বিতীয় কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র। কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র হলেও এখানে হরিণ রেখে প্রাকৃতিক উপায়ে স্ত্রী ও পুরুষ হরিণের মিলন ঘটিয়েই হরিণের বংশ বৃদ্ধি করা যেতেই পারে। তার পরে তা বাঘের খাদ্য হিসাবে দেওয়া যেতে পারে।

বক্সা বাঘ বনের পশ্চিম বিভাগের উপক্ষেত্র অধিকর্তা ডঃ হরিকৃষ্ণন জানান, আমরা বক্সা বাঘ বনের জীব বৈচিত্রকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি। এখানে মাংসাশী প্রাণীদের খাবারের কোনও সময়

যাতে ঘাটতি না হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যেই হরিণ প্রজনন কেন্দ্র গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। এখানে কত হরিণ রাখা হবে সেই বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে লোহার তারের এনক্লোজারের বাইরে আরেকটি সোলার ফেন্সিং গড়ে তোলা হবে। লোহার তারের বেড়া হাতি যে কোনও সময় ভেঙে দিতে পারে। আর সেই কারণে এই লোহার তারের এনক্লোজারের বাইরে সোলার প্যানেলে তৈরি হওয়া বিদ্যুবাহী তারের একটি বেড়া দেওয়া হবে। যাতে হাতি হরিণের এনক্লোজার ভেঙে দিতে না পারে সেই কারণে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ৭৬০ বর্গ কিলোমিটার বক্সা বাঘ বনে বাঘ থাকার নজির থাকলেও বর্তমানে বাঘহীন বক্সা বাঘ বন। অনেকেই বলেন শুধু নামেই বাঘ বন কিন্তু এখানে বাঘ নেই। তবে সম্প্রতি অসম থেকে ভুটান হয়ে এখানে বাঘ আসার ঘটনা ঘটেছে। আর এই অবস্থাতে এই বনাঞ্চলকে বাঘেদের উত্তম বাসস্থান তৈরি করতে চায় বন কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলপৃষ্ঠের নিচে লুকিয়ে বিপুল ভৌম জলস্তর! হদিশ পেল নাসা

পৃথিবীর পড়শি গ্রহের মাটির তলায় এতদিন লুকিয়ে ছিল। নাসার এক ‘ যন্ত্রের কেরামতিতে আচমকা ধরা পড়ে গেল! আর তাতেই আলোড়ন ঘটে গেল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞানীমহলে। স্বাভাবিকভাবেই এই তথ্য সামনে আসায় নড়েচড়ে বসেছেন গবেষকরা। কারণ, প্রথমত এর মাধ্যমে গ্রহটির ভূপ্রাকৃতিক ইতিহাস বোঝা যেমন আগের তুলনায় সহজ হবে, তেমনই যুগ যুগ ধরে উঠে আসা গ্রহটিতে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনার দাবিও অনেক বেশি জোরালো হবে। গ্রহের নাম মঙ্গল। সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ। পৃথিবীরই পড়শি। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, গ্রহের মাটির নিচে রয়েছে বিশালাকৃতি ভৌম জলস্তর! আর সেখানে জলের অস্তিত্ব রয়েছে তরল রূপেই, হিমায়িতভাবে নয়। মঙ্গলের মাটির গভীরে স্থিত জলস্তরের ব্যাপ্তি বিশাল জায়গাজুড়ে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রায় ১১ থেকে ২০ কিলোমিটার গভীরে বিস্তৃত রয়েছে এই ভৌম জলস্তর। এই ক্ষেত্রে আবার পৃথিবীর মাটির গঠনের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে পড়শি এই গ্রহটির। পৃথিবীর ক্ষেত্রে ভৌম জলস্তর যেমন গ্রানাইট বা অন্য কোনও শিলা দিয়ে তৈরি কাঠামোর খাঁজে খাঁজে সঞ্চিত থাকে, মঙ্গলের ক্ষেত্রেও বিষয়টা অনেকটা একই রকম। এখানে আগ্নেয় শিলাস্তরের খাঁজে খাঁজে ছড়িয়ে রয়েছে জলরাশি।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে মঙ্গলে জলের এই ‘ রীতিমতো যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ, এর আগে জানা ছিল, ৩০০ কোটি বছরেরও বেশি সময় আগে মঙ্গলপৃষ্ঠ থেকে জলের যাবতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। জলকণা (চঞ্জতঞ্চঞ্চু-এঞ্জুগ্রঞ্চ) সেখানে নিঃশেষিত। অথচ নাসার ‘ ল্যান্ডারের হাত ধরে চাঞ্চল্যকর যে ‘ সম্প্রতি সামনে

এল, তাতে গ্রহটির গঠন-পরিবেশ সম্পর্কে নতুন করে তথ্য মিলবে বলেই মনে করছেন সান দিয়েগোর স্ক্রিপস ইনস্টিটিশন অফ ওশনোগ্রাফির সহকারী অধ্যাপক ভসন রাইট-সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা। মাইকেল মাঙ্গা, ম্যাথিয়াস মর্জফেল্ড তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জানা গিয়েছে, বিজ্ঞানীদের এই দলটি লাল গ্রহ সম্পর্কে এই চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করতে গিয়ে শিলার গঠন, পৃথিবীর অ্যাকুইফার (এক ধরনের ভৌম জলস্তর), তৈলক্ষেত্র প্রভৃতি সংক্রান্ত গাণিতিক মডেল ব্যবহার করেছিলেন। তাতেই মিলেছে সাফল্য। তবে এর পাশাপাশি নাসার ‘ ল্যান্ডারের ভূমিকাও কম নয়। বর্তমানে এই ল্যান্ডার অকেজো। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের ভাষায় ‘ ২০১৮ সালে নাসার এই ‘ মিশন’ মঙ্গলে পাড়ি দিয়েছিল। তার পর বহু সময় ধরে এটি মঙ্গলের মাটি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য বিজ্ঞানীদের দিয়েছে। সেই মিশন সমাপ্ত বলে ঘোষণা করা হয় ২০২২ সালে। কিন্তু তার পরেও মঙ্গলপৃষ্ঠে ভৌম জলস্তরের সন্ধান সম্পর্কে যুগান্তকারী তথ্য দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই কামাল করল নাসার ‘।

আমেরিকাকে সেরাটা দিয়েছি’, বিদায় ভাষণে কেঁদে ফেললেন আবেগঘন বাইডেন

আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে নজর গোটা বিশ্বের। তবে সেই নির্বাচনে এবার নাম কাটা গিয়েছে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। সোমবার রাতে ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনে বিদায়ী ভাষণে আবেগপ্রবণ হয়ে প।তে দেখা গেল বাইডেনকে। এক পর্যায়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জানালেন, ‘ হিসেবে আমার কর্মজীবনে আমি আমেরিকাকে আমার সেরাটা দিয়েছি।’

শিকাগোর ইউনাইটেড সেন্টার অ্যারেনায় সোমবার রাত থেকে শুরু হয়েছে ডেমোক্রেটিক পার্টির ৪ দিনের জাতীয় সম্মেলন। সেখানেই সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘ হিসেবে দেশের সেবা করার সুযোগ পাওয়াটা আমার কাছে সম্মানের। দেশকে ভালোবেসে এতদিন এই দায়িত্ব আমি পালন করেছি। এবং জীবনের সেরাটা দিয়েছি আমেরিকাকে।’ একইসঙ্গে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাড়াতে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল বলে যে দাবি উঠেছিল তাকে এদিন পুরোপুরি খারিজ করেন প্রেসিডেন্ট। বলেন, ‘ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর চাপ দেওয়ায় আমি ক্ষুব্ধ বলে যে দাবি করা হয়েছিল তা পুরোপুরি মিথ্যে।’ এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে জয়ী করতে মার্কিন ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান বাইডেন। বাইডেন মঞ্চে ওঠার সময় দর্শক আসনে উপস্থিত সকলে একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানান। এবং সমস্বরে বলতে থাকেন ‘ জো’। এই পরিস্থিতিতে এক পর্যায়ে আবেগাপ্লুত হয়ে প।নে প্রেসিডেন্ট। কেঁদে ফেলতে দেখা যায় তাঁকে। এর পর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেন, কঠিন সময় শেষ হয়েছে, এখন ভালো সময়। গণতন্ত্রকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। আমরা আমেরিকার আত্মাকে রক্ষা করার জন্য লড়ছি। এদিন বাইডেন মঞ্চে ওঠার আগে হঠা সেখানে উপস্থিত হন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী কমলা হ্যারিস। বাইডেনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘ আপনার ঐতিহাসিক নেতৃত্বের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ।’

নগদহীন টিকিটের জন্য বুকিং কাউন্টারে কিউআর কোড মেশিন চালু করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২০ আগস্ট ঃ‘ ইন্ডিয়া’ অভিযান প্রচার এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) রেলওয়ে স্টেশনগুলির বুকিং কাউন্টারে নগদহীন লেনদেনের সুবিধার জন্য পাঁচটি ডিভিশন তথা কাটিহার, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার, লামডিং ও তিনসুকিয়ার ৪২২টি স্থানে মোট ১৯১টি কিউআর কোড মেশিন প্রদান করা হয়েছে। এই স্থানগুলিতে আজকের তারিখ পর্যন্ত মোট ৫৮৭টি কাউন্টার কভার করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৮৯টি অতিরিক্ত কিউআর কোড মেশিন ক্রয়ের বিষয়টি অগ্রগতির পর্যায়ে রয়েছে এবং শীঘ্রই এগুলি নির্বাচিত স্টেশনে স্থাপন করা হবে। কিউআর কোড মেশিন গুয়াহাটি, কামাখ্যা, নিউ জলপাইগুড়ি, রঙিয়া, নিউ তিনসুকিয়া, কাটিহার, নিউ বঙাইগাঁও, গোয়ালপাড়া টাউন, দার্জিলিং, কিষানগঞ্জ, নিউ কোচবিহার, ঘুম ইত্যাদির মতো প্রধান স্টেশনে প্রদান করা হয়েছে। কিউআর কোড-ভিত্তিক টিকিট বুকিং ব্যবস্থার ফলে যাত্রীরা বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিজেদের টিকিট বুক করতে এবং ফিজিক্যাল কোনও যোগাযোগ ছাড়াই যাত্রীরা স্টেশনগুলিতে কিউআর কোড স্ক্যান করে নিজেদের টিকিট লাভ করতে পারবে। এই পদক্ষেপের ফলে টিকিট কাউন্টারগুলিতে মানুষের লম্বা লাইন হ্রাস হবে, নগদের ব্যবহার কমবে এবং একটি দ্রুত ও অধিক সুরক্ষিত টিকিট বুক করার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হবে। নগদহীন টিকিট বুকিং ব্যবস্থার জন্য কিউআর কোড মেশিন চালু করাটা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাছে একটি মাইলস্টোন অর্জন করার মতো বিষয়, কারণ পরিষেবার আধুনিকীকরণ ও যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে অবিরত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। টিকিট বুকিঙের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি গ্রহণ করার ফলে ট্রেন যাত্রীদের জন্য ভ্রমণ সহজ এবং সুরক্ষিত হয়ে উঠবে। এর আগে, আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপ-ভিত্তিক টিকিট বুকিং ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এই অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীরা বাড়িতে বসে নিজেদের স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে ভ্রমণের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাচ্ছন্দ্যে অসংরক্ষিত টিকিট বুক করতে পারছেন। ‘ ইন্ডিয়া’ পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো তিনটি ‘ অর্থা কনট্যাক্টলেস টিকেটিং, ক্যাশলেস ট্র্যানজ্যাকশন এবং কাস্টোমার কনভেনিয়েন্স অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স-এর প্রচার করা।

চুরাইবাড়ির পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রামে একই রাতে দুই বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

কদমতলা, ২০ আগস্ট ঃ উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি থানা এলাকার পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রামের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে একই রাতে দুই বাড়িতে দুঃ সাহসিক চুরি। তদন্ত পুলিশ নিজাম উদ্দিন নামে একজনকে আটক করেছে। জানা গেছে, চোরের দল প্রথমে ইলিয়াস আলির বাড়িতে ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে এবং বাড়িতে থাকা গৃহবধূ রুমেনা বেগমের উপর আক্রমণ চালায়। চোরের মারধরে গুরুতর আহত হন তিনি। চোরের দল ঘর থেকে ৭৫ হাজার টাকা সহ একটি সোনার চেইন নিয়ে যায়। এরপরই পাশের নুরুল হকের বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল। এই বিষয়ে নুরুল হকের স্ত্রী সুলতানা বেগম জানিয়েছেন তিনি সোমবার রাতে বাড়িতে ছিলেন না। সকালে তার ভাশুরের মেয়ে বাড়ির হাঁস মোরগ ছাড়তে এসে দেখতে পায় ঘরের দরজা খোলা। খবর দেওয়া হয় সুলতানা বেগমকে। তিনি বাড়ীতে এসে ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখেন ঘরের আলমারি ভাঙ্গা। সাত হাজার টাকা সহ একটি মাটির ঘড়া ও নয়টি শাড়ি চোর নিয়ে গিয়েছে।এই বিষয়ে তিনি চুরাইবাড়ি থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। এদিকে নুরুল হকের স্ত্রী সুলতানা বেগমকে ঘরে ঢুকে চুরি ও মারধরের ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা নিয়েছে। মামলার নম্বর ৩৬ ২৪। বিএনএস আইনের ৩৩১(৪)৩০৮(৬)৬৪৬২৩(৫) ধারায় মামলা গ্রহণ করে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। তদন্তে নাজিম উদ্দিন নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

৬ দিনের প্রবল বর্ষণে ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় মানুষ প্রায় ঘরবন্দি

গন্ডাছড়া, ২০ আগস্ট ঃ ছয়দিনের প্রবল বর্ষণে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার সাধারণ মানুষ প্রায় ঘরবন্দি। তুমুল বর্ষণে গন্ডাছড়া মহকুমা সদরের চারপাশে শুধু জল আর জল। লক্ষ্মীপুর, ষাটকার্ড, ধলাঝারি, গাছবাগান, চন্দ্রকিশোর পাড়ার একাংশ, চৌধুরীপাড়া, কৃষ্ণচন্দ্রপড়া, দলপতিপাড়া, দুর্গাপুরের একাংশ সহ বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বহু বাড়িঘর বর্ষার জলে তলিয়ে যায়। বহু মাছের পুকুর জলের নীচে।প্রবল বর্ষণে ধস পড়ে গন্ডাছড়া -আমবাসা সড়ক এবং গন্ডাছড়া -অমরপুর সড়ক বন্ধ হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ পড়েছেন বিপাকে। প্রবল বর্ষণের ফলে দিনমজুরদের কাজকর্ম নেই। টানা বৃষ্টিতে নাজেহাল অবস্থা মহকুমার নিম্ন অঞ্চলের লোকজনের। গন্ডাছড়া -অমরপুর এবং গন্ডাছড়া -আমবাসা স।কে ধস নেমে ওই দুইটি সড়ক বন্ধ হয়ে পড়েছে। কয়েক বছর পর এত পরিমানের জল প্রত্যক্ষ করলন মহকুমার লোকজন। ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় শতাধিক বাড়িঘর। জলের নীচে কৃষকদের ফসল এবং জমি। মহকুমার বিভিন্ন এলাকার প্রায় ত্রিশটিরও বেশী ব্যক্তিগত পুকুর ডুবে আছে।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মজয়ন্তী পালন

আগরতলা, ২০ আগস ঃ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মজয়ন্তী পালন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। মঙ্গলবার এই উপলক্ষে আগরতলা শহরের পোস্টঅফিস চৌমুহনীস্থিত প্রদেশ কংগ্রেস ভবন প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সহ দলের নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকরা। জাতীয় পতাকা, দলীয় পতাকা সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। রাজীব গান্ধীর মর্মর মূর্তিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সকলে।

Name Change

I, Md Shafiqur Rahaman (old name) S/O Mujibar Rahman Mondal, residing at VILL&PO-THAKURCHAK, JOYNAGAR, BARUIPUR, 743338,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shafiqur Rahman Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/08/2024. Shafiqur Rahman Mondal (new name) and Md Shafiqur Rahaman (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Saiful Jamadar (old name) S/O Anwar Ali Jamader, residing at Molla Para, Chak Alampur, P.S.- Nodakhali, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743318,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Saiful Jamader (new name) vide an affidavit sworn before Ld. Judicial magistrate 1st Class Alipore, South 24 Pgs on 20/08/2024. Saiful Jamader (new name) and Saiful Jamadar (old name) both are same identical person.

Name Change

I INAMUL MOLLAHA, S/O LATE EYAKUB MOLLAHA, R/O VILL+ PO DAKSHIIN RAMCHANDRAPUR, HOWRAH RURAL, PIN-711315, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUFTI INAMUL HAQUE MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/08/2024, THAT MUFTI INAMUL HAQUE MOLLA AND INAMUL MOLLAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK AMINUL HAQUE, S/O LATE SK SIRAJUL HAQUE, R/O JAGANNATHPUR, PO NAGBAL, PS DADPUR, DIST HOOGHLY, PIN-712305, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMINUL HAQUE , VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/08/2024, THAT SK AMINUL HAQUE AND AMINUL HAQUE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RESHMA PRADHWANI,W/O CHANDRASHEKHAR KHETTRY,R/O 3/6,JYOTISH ROY ROAD,NEW ALIPORE,PS-BEHALA,KOLKATA-700053, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KANCHAN KHETTRY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/08/2024,THAT RESHMA PRADHWANI AND KANCHAN KHETTRY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ACHHAF ALI DHABAK,S/O NABI DHABAK,R/O VILL KAMARGARIAPO-HUMANIAPOTA,PS-GANGNAPUR,NADIA,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ACHHRAF ALI DHABAK,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024,THAT ACHHAF ALI DHABAK AND ACHHRAF ALI DHABAK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NURZAMAN MOLLA, S/O LATE NAZIR AHAMMED MOLLHA, R/O VILL KOTALPUR, PO MAHANAD, PS POLBA, DIST HOOGHLY, PIN-712149, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NURUJABAN MOLLHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/08/2024, THAT NURZAMAN MOLLA AND NURUJABAN MOLLHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I FAKIR AHMED MONDAL ,S/O LATE FARJAN MONDAL,R/O VILL-DAKSHIN DHAKURIA, PO-NASERKULI, PS-GANGNAPUR, NADIA- 741233, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FAKIR AHAMAMAD MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024,THAT FAKIR AHMED MONDAL AND FAKIR AHAMAMAD MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SASANKA KUMAR BASU, S/O GAUR BASU, R/O 201, KANIARA CHOW MATA HAITE, KALBHARAT BAGDAH, BONGAON, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743251, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SASANKA BASU, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/08/2024, THAT SASANKA KUMAR BASU AND SASANKA BASU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SHAMSUDDIN AHMAD,SON SAHABUDDIN AHMED, RESIDING AT 1H/6 AGA MEHDI STREET,PARK STREET, KOLKATA -700016,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMSUDDIN AHMED,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/08/2024.THAT SHAMSUDDIN AHMAD AND SHAMSUDDIN AHMED BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUMITA GOPE,W/O SANJIT GOPE,R/O 51,SIRAJ MONDAL ROAD,LICHU BAGAN,KANCHRAPARA,PS-BIZPUR BARRACKPORE-743145,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMITA GOPE PRASAD,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024,THAT SUMITA GOPE AND SUMITA GOPE PRASAD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, MOMTAJ MALLICK,WIFE OF LATE MONIRUDDIN MALLICK, RESIDING AT MALLICK APARTMENT,T.N. MUKHERJEE ROAD,DANKUNI, HOOGHLY-712311,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANGILA BEGAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/08/2024.THAT MOMTAJ MALLICK AND RANGILA BEGAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD YUSUF,S/O MD SAMSER ALI,R/O 3/1,G.J.KHAN.RD,KOLKATA-700039,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD USUF,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 20/08/2024,THAT MD YUSUF AND MD USUF ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I S SAMADDER,S/O JNANENDRA NATH SAMADDER,R/O 43 PURBACHAL ROAD NORTH,HALTU S.O,HALTU KOLKATA-700078,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMAR SAMADDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 20/08/2024,THAT S SAMADDER AND SAMAR SAMADDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AMIT HARDAS AILDASANI AND AMIT H AILDASANI,S/O HARDAS C AILDASANI,R/O 20C CONVENT ROAD , 8TH FLOOR FLAT 803 , KOLKATA 700014,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMIT AILDASANI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024,THAT AMIT HARDAS AILDASANI AND AMIT H AILDASANI ALSO AMIT AILDASANI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি, Ram Samanta (পুরাতন নাম) পিতা Late Gadadhar Samanta, ঠিকানা- Ganeshpur, Sundarban, P.S.- Kakdwip, Pin-743347, West Bengal, India, Kakdwip (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)1st class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 09.04.2014 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ramhari Samanta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম । Ramhari Samanta (নতুন নাম) এবং Ram Samanta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, **ENAKSHI MALLICK**, W/o Raju Roy, residing at Roy S Villa, Opposite Sen Xerox, Vivekananda Nagar, VTC: Barasat-II, P.O.-East Udayrajpur, P.S.-Madhyamgram, North 24 Parganas, Kolkata-700129, West Bengal, India do hereby solemnly affirm and declare that my real name is **ENAKSHI MALLICK**, **ENAKSHI MALLIK** and **ENAKSHI MALLICK** is one and same person vide and affidavit no. 8262 Before The Notary Public Barasat, North 24 Parganas on 19.08.2024.

Name Change

I, Hena Parvin (old name) W/O Mohammed Ishtiyaque Ahmed, residing at 18 Darga Road, P.O.- Circus Avenue, P.S.- Beniapukur, Kolkata-700017, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Hena Parveen (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/08/2024. Hena Parveen (new name) and Hena Parvin (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sarna Begum (old name) W/O Mohammad Sawkat Ali, residing at Vill.-Uttardebipur, P.O.- Champapukur, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743291,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sarina Khatun Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/08/2024. Sarina Khatun Bibi (new name) and Sarna Begum (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sanjoy Bosu (old name) S/O Basudeb Basu, residing at Kumra Jhalpara, Kumra Kashipur, Habra, Dist-North 24 Pgs, Pin- 743271,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sanjoy Basu (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/08/2024. Sanjoy Basu (new name) and Sanjoy Bosu (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Abdur Rab Molla & Abdur Rab Molla (old name) S/O Late Abdur Rahaman Molla, residing at Vill.-Purba Kanthalia, P.O.- Bhangar, P.S.- Kashipur, Pin- 743502,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Abdur Rob Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/08/2024. Md Abdur Rob Molla (new name) and Md Abdur Rab Molla & Abdur Rab Molla (old name) all are same identical person.

Name Change

I, Khairunnissa & Khairun Nessa (old name) W/O Kamal Ahmed, residing at 20/1A, Taltala Bazar Street, P.S.- Taltala, Kolkata- 700014,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kherunisha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/08/2024. Kherunisha (new name) and Khairunnissa & Khairun Nessa (old name) all are same identical person.

Name Change

I, Saroj Agarwal (old name) W/O Bajrang Lal Agarwala, residing at BG-117, Saltlake City, Sector-2, P.S.- Bidhannagar East, Bidhannagar, Pin-700091,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Saroj Agarwala (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/08/2024. Saroj Agarwala (new name) and Saroj Agarwal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Santosh Bhowmik (old name) S/O Upendra Bhowmick, residing at Jagannathpur, P.O.- Purba Bishnupur, Dist.- Nadia, Pin- 741223,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Santosh Bhowmick (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/08/2024. Santosh Bhowmick (new name) and Santosh Bhowmik (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mangal Dhali (old name) S/O Raghunath Dhali, residing at Putimari, P.O.- Ghoshpara, North 24 Parganas, West Bengal-743442, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mangal Chandra Dhali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/08/2024. Mangal Chandra Dhali (new name) and Mangal Dhali (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Manoranjan Bapi Tesra (old name) son of Andrew Tesra residing at 4/80, Convent Lane, Tangra, Kolkata-700015, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Monoranjan Bapi Tesra (new name) as declared before the Notary Public at Alipur Judges Kolkata on 17/08/2024. Manoranjan Bapi Tesra (old name) and Monoranjan Bapi Tesra (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nur Islam Sk S/o. - Late Mukim Seikh R/o. Vill - Jalilpur , P.o - Dosotina, P.s - Bishnupur , Dist - 24 Pgs (S), Pin - 743503 ,W.B shall henceforth be known as Noor Islam Seikh. I declare that Noor Islam Seikh and Nur Islam Sk is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-08-2024.

Name Change

I, Sk. Nadim Hosen S/o. - Abdur Rahim Shaikh R/o. Vill - Amtala Fakir Para, P.o - Kanyanagar, P.s - Bishnupur , Dist - 24 Pgs (S), Pin - 743398 ,W.B shall henceforth be known as Nadim Hossain Sekh. I declare that Nadim Hossaion Sekh and Sk. Nadim Hosen is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-08-2024.

Name Change

I, Subrata Ray S/o. Late Satish Chandra Ray R/o. - Vill- Munda Para, P.o.- E.K.T, P.s- Anandapur , Kolkata-700107, West Bengal, India shall henceforth be known as Subrata Roy. I declare that Subrata Roy and Subrata Ray is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-08-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি Payal Kumari Jaiswal (পুরাতন নাম) পিতা Om Prakash Jaiswal ঠিকানা 57/D, Kankurgachi, Second Lane, P.O.- Kankurgachi, Kolkata-700054 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 20-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Payal Jaiswal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Payal Jaiswal (নতুন নাম) ও Payal Kumari Jaiswal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Aparna Tarafdar Affidavit by Judicial Magistrate Tehatta court on 7/8/24. Aparna Tarafdar W/o Nayan Tarafdar and Aparna Mandal D/O Amar Mandal is the same person.

Name Change

I , Sambhu Hazra S/O- Tarak Hazra resident of Vill- Mamudpur, P.O.-PalIaroad, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713151, have changed my name and shall henceforth be known as ‘SHAMBHU HAZRA’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 20/08/2024. That Sambhu Hazra and Shambhu Hazra both are same and one identical person.

ভুটানি ঠান্ডা পানীয়ের অবৈধ কারবার, পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, হাসিমারা,২০ আগস্ট ঃ এতদিন ভুটানে তৈরি মদ ডুয়ার্সের বাজারে বিক্রি হত। আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁ থেকে গোটা কালচিনি ব্লক ভুটানের অবৈধ বাজার হয়ে উঠেছে। এবার এল ভুটানে তৈরি ঠান্ডা পানীয়। যা ডুয়ার্সের বাজারে অবৈধভাবে ঢোকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কালচিনি ব্লকের পুরোনো হাসিমারার এক ব্যক্তি পুরোনো হাসিমারা চৌপথি এলাকার একটি দোকান থেকে ঠান্ডা পানীয় কিনে খান। তারপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। ওই দোকানে গিয়ে দেখা যায়, দোকানটিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ বেশ কয়েক বোতল ভুটানে তৈরি ঠান্ডা পানীয় মজুত রয়েছে। ভুটানের ঠান্ডা পানীয় পাচার হয়ে ভারতের বাজার দখল করছে, তা স্পষ্ট। এতে ভারতীয় রাজস্বে প্রভাব পড়ছে। এক ব্যবসায়ী বলেন, ভারতে তৈরি ৬০০ মিলিলিটারের এক বোতল ঠান্ডা পানীয় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা পাইকারদের থেকে কিনছেন ৩৯ টাকায়। খুচরো ব্যবসায়ীরা সেটা বাজারে বিক্রি করছেন ৪৫ টাকায়। সম পরিমাণ এবং একই ব্র্যান্ডের ভুটানে তৈরি ঠান্ডা পানীয় ভারতীয় বাজারের খুচরো দোকানদারদের কাছে বিক্রি হচ্ছে ৩০-৩২ টাকায়। শুধুমাত্র ৬০০ মিলিলিটারের এক বোতল ঠান্ডা পানীয়তে খুচরো বিক্রেতারা অতিরিক্ত ৭-৯ টাকা উপার্জন করছেন। কিন্তু এত কম দামে কী করে সেগুলো বিক্রি হচ্ছে? উঠছে প্রশ্ন।

ক্রেতারা বুঝতেই পারছেন না তাঁরা ভুটানে তৈরি ঠান্ডা পানীয় কিনে পান করছেন। ওই ঘটনার খবর পেয়ে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ ওই দোকানটিতে অভিযান চালিয়ে ২ কার্টন মেয়াদ উত্তীর্ণ ভুটানে তৈরি ঠান্ডা পানীয়ের বোতল বাজেয়াপ্ত করেছে। দোকানের মালকি জানিয়েছেন, তাঁদের পাইকাররা ভুটানের ঠান্ডা পানীয় সরবরাহ করছে। ভুটানে তৈরি ঠান্ডা পানীয় বিক্রি বন্ধ করতে হলে এই পাইকারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ওই মহিলা।

পাশের দোকানটি থেকেও কয়েক কার্টন ভুটানের ঠান্ডা পানীয়ের বোতল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। যদিও সেগুলো মেয়াদ উত্তীর্ণ নয় বলে জানা গিয়েছে। হাসিমারা সহ বিভিন্ন এলাকায় ভুটানের ঠান্ডা পানীয় বিক্রি হচ্ছে বহুদিন ধরে। কয়েকজন অসাধু ভারতীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে ভুটানের ব্যবসায়ীদের একাংশ। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ভুটানের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে হয় ভারতের সড়ক ব্যবহার করে। ঠান্ডা পানীয়র বোতলগুলো ভুটানের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে যাওয়ার সময় অসাধু ব্যবসায়ীচক্রটি ঠান্ডা পানীয়ের কয়েকটি বোতল নামিয়ে ভারতীয় খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে অতিরিক্ত মুনাফা কামাচ্ছে। এর জন্য প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর প্রয়োজন বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ। মেয়াদ উত্তীর্ণ ভুটানের ঠান্ডা পানীয়. পান করে তরুণ অসুস্থ হওয়ার ঘটনায় সাধারণ জন বলছেন, অসাধুভাবে যেন কেউ কোনও ব্যবসা না করেন।' পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে। পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

নদীভাঙন থেকে রেহাই পেতে স্থায়ী বাঁধের দাবি ধলপলে, দ্রুত কাজ শুরুর আশ্বাস সেচ দপ্তরের

দুরন্ত বার্তা, তুফানগঞ্জ, ২০ আগস্ট ঃ নদীর পাড়ে যরা বসবাস করেন, তাদের মনে সবসময়ই ভয় থাকে। এই বুঝি নদীর জলে সব কিছু ভেসে গেল। চার-পাঁচ বছর ধরে নদী থেকে ঘরবাড়ি, আবাদি জমি বাঁচাতে স্থায়ী বাঁধ করার তাঁদের দাবি ছিল। কিন্তু এখনও হয়নি বাঁধ। চোখের সামনে দেখতে দেখতে বিঘার পর বিঘা আবাদি জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ' উপর নির্ভর করেই সংসার চালাতে হয় তাদের। এবছর আবাদি জমি ফসল সহ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সারাবছর কী খাবে তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন তারা। প্রশাসন থেকে এর আগে এসে কয়েকবার দেখে গিয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।' জানান সেখানকার মানুষজন।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিকলিগুড়ি পার্ট-২ থেকে উত্তর ধলপলের ডিয়ারিপাড়া পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মিটার রায়ডাক নদীর ভাঙন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এবছর নদীর জলস্তর অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় এই এলাকার প্রায় ৩০০ পরিবার জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে সকলকে। ইতিমধ্যে কয়েকটি পরিবার ভাঙন থেকে বাঁচতে অন্যত্র চলে গিয়েছে। গত বন্যায় ৮-৯ বিঘার মতো আবাদি জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। অনেক পরিবারই অসহায় হয়ে পড়েছে। প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলেই স্থানীয়দের অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, ' এলাকায় ৩০০-র বেশি পরিবার বসবাস করে। এতগুলো পরিবার ভিটেমাটি হারানোর আগেই স্থায়ী বাঁধ করা দরকার। বছরের পর বছর জানানো হলেও প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই এই এলাকায়। এবার আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই এভাবে বছরের পর বছর জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গেলে জীবিকাহীন হয়ে পড়বেন এলাকাবাসী। ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি জানান, ' নদীবাঁধের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে দরবার করা হয়েছে। আবারও জানাব।' ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জানান, ' ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' তুফানগঞ্জ মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক বলেন, 'স্থায়ী বাঁধের জন্য এস্টিমেট দেওয়া হয়েছে। অনুমোদন হলেই কাজ শুরু হবে।'

পাড়ভাঙনের জেরে নদীতে কনটেনার, দুর্ঘটনা রোধে নেই ব্যবস্থা

দুরন্ত বাতা, রাঙ্গালবাজনা, ২০ আগস্ত ঃ মুজনাহ নদা রাঙ্গালবাজনায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের নদীর একাংশ গ্রাস করেছে। বিপজ্জনক অংশটি ভেঙে যে কোনও সময় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রতি মুহূর্তে ওই বিপজ্জনক জায়গাটিতে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও রয়েছে। নদীটি রাস্তার পিচ ঢালাই ঘেঁষেই বইছে। সেজন্য নদীতে গাড়ি নিয়ে পড়ে যাওয়ার ভয়ও রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই গাড়িচালকদের দাবি, রাঙ্গালিবাজনায় নদীভাঙন থেকে হাইওয়েটি রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ করুক হাইওয়ে অথরিটি। মুজনাইয়ের মহাসড়ক ছুঁয়ে ফেলার খবর অবশ্য ১৯ জুলাই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল। এদিকে দলদলির আক্রাম হোসেন বলছেন, ' হাইওয়েটি অত্যন্ত দুর্ঘটনাপ্রবণ। বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়িকে এড়াতে অনেক সময় গাড়ির চাকা পিচ ঢালাই থেকে কাঁচা অংশে নেমে যায়। এতে গাড়ি একেবারে সটান নদীতে গিয়ে প।বে। হাইওযের পাশে ধাতব বিম লাগালে এই অঘটন থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। অথচ এবিষয়ে কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।' এছাড়াও ওই রাস্তায় মোটরবাইক চলাচলেও ঝুঁকি আছে বলে তিনি জানান। এশিয়ান হাইওয়ে অথরিটির জলপাইগুড়ির জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ ঘোষ বলেন, ' মাস নাগাদ পাড়ভাঙন রোধে কাজ করা হবে। এছাড়া দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে সেখানে বিমও লাগানো হতে পারে।' দেশের অন্য অংশের সঙ্গে সড়কপথে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার প্রধান মাধ্যম ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েটি। ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের স্টেট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি উপলকুমার রায়ের বক্তব্য, ' ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে ট্রাকগুলিকে অনেকটা ঘুরপথে চলাচল করতে হবে। এতে পরিবহণ খরচ এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়বে।' ঘুরপথে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কে বর্তমানে ট্রাক চলাচল প্রায় অসম্ভব। কারণ, ওই রাস্তায় সেতু নেই এবং ডাইভারশনগুলিরও বেহাল অবস্থা। সেক্ষেত্রে ফালাকাটা-ঘোকসাডাঙ্গা-কোচবিহার অথবা ময়নাগুড়ি-চ্যাংরাবান্ধা-মাথাভাঙ্গা-কোচবিহার রুটে অসমে ঢুকতে হবে ট্রাকগুলিকে।

ট্রাকগুলিকেও এখন ঝুঁকি নিয়েই চলতে হচ্ছে। শনিবার ভোরবেলা পানিপত থেকে ডিব্রুগড় যাওয়ার সময় একটি কনটেনার মুজনাই নদীতে পড়ে যায়। চালক বলেন, 'উল্টো দিক থেকে আসা একটি গাড়ি রং সাইডে চলে এসেছিল। আমি পাশ কাটানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ট্রাকের চাকা পিচঢালাই থেকে নেমে গিয়েছিল। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছি।'

নিরাপত্তায় পদক্ষেপ, আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে বসছে ১০০ সিসিটিভি ক্যামেরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ আগস্টঃ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের নিরাপত্তা আরও কড়াকড়ি হতে চলেছে। জেলা হাসপাতাল চত্বরে আরও ১০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর ভাবনা রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের। এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। আগামী মাসের মধ্যেই সেই প্রস্তাবে সম্মতি আসতে পারে। জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডলের কথায়, ' হাসপাতালে ১০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হলে নিরাপত্তা আরও বাড়বে। স্বাস্থ্য দপ্তর ওই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেই সেগুলো লাগানো হবে।'জেলা হাসপাতালে বর্তমানে ৯৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। ১০০টি ক্যামেরা

লাগানো হলে মোট ক্যামেরার সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আরজি করের ঘটনার পর থেকে বিভিন্ন হাসপাতালের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। জেলা হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়ানো নিয়েও একাধিক আলোচনা হয়েছে। জেলা হাসপাতালের নতুন ভবনে যেমন এই ক্যামেরাগুলো লাগানো হবে, তেমনই আবার নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের হস্টেলের পাশেও থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা।

কোচবিহার আদালতের মালখানার ভেতর থেকে গ্রেনেড উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বাতা৩, কোচবিহার, ২০ আগস্ট ঃ কোচবিহার আদালতের মালখানা থেকে সেনাদের ব্যবহার করা একটি গ্রেনেড উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় । প্রায.দেড় বছর আগে একই জায়গা থেকে একই সামগ্রী পাওয়া. গিয়েছিল। সেই সময় সেনাদের উপস্থিতিতে সেই গ্রেনেড নিষ্ক্রিয় করা হয়। ফের সেখানে গ্রেনেড উদ্ধারের ঘটনায় অনেকেই আতঙ্কে রয়েছেন। জানা গিয়েছে, আদালত চত্বরে মালখানায় মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন সামগ্রী মজুত করে রাখা থাকে। মঙ্গলবার সেখানে কিছু নেশার সামগ্রী পরিস্কার করতে গিয়ে গ্রেনেডটিকে দেখতে পান সাফাইকর্মীরা। এরপর জায়গাটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গ্রেনেডটিকে নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনেকেই বলছেন, অসাবধানতাবশত সেখানে গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারত। যেহেতু একাধিকবার সেখানে গ্রেনেড পাওয়া গিয়েছে, তাই পুরো এলাকায় তল্লাশি চালানোর দাবি উঠেছে।

পুজোর আগেই এই তিন এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবার মান উন্নত হবেই

দুরন্ত বার্তা, শালকুমারহাট,২০ আগস্ট ঃ সমস্যা বহুদিন থেকেই ছিল। ঘনঘন লোডসেডিং-র জ্বালয় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা জীবন। সেই সহে কখনও বা লো ভল্টেজের ঝামেলা। এভাবেই জীবন কাটছে জলদাপাড়া, শালকুমারহাট ও পলাশবাড়ি এলাকার মানুষর। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা এই সমস্যা সমাধানে তিনটি প্রকল্পের কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেছিল। তারমধ্যে একটি প্রকল্পের কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। গত রবিবার থেকে দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে যায়। আগামী ৮-১০ দিনের মধ্যে এই দ্বিতীয় কাজটিও হয়ে যাবে। তারপর তৃতীয় প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা দাবি করেছে বলে জানা গিয়েছে, পুজোর আগেই এই তিন এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবার মান উন্নত হবেই,সেই সঙ্গে মিটবে বিদ্যুৎ সমস্যাও।

বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার আলিপুরদুয়ার জেলার ডিভিশনাল ম্যানেজার শিলতোর্ষা সেতু ও শালকুমার মোড় এলাকায় দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজ দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করেন। তিনি জানান, 'এখানে ভালোভাবেই এগোচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজ শেষ হলে তৃতীয় প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া হবে। এইসব এলাকার বিদ্যুতের যে সমস্যা তা দ্রুত সমাধান হবে বলে মনে করছেন তিনি।' জানা গেল, তিনটি প্রকল্পের মধ্যে প্রথমটি হল ঘোকসাডাঙ্গা থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত টেনে ৩৩ হাজার কেভির একটি লাইন যুক্ত করা। গত ৯ অগাস্ট এই কাজটি শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকল্পটি হল সোনাপুর থেকে শালকুমার মোড় পর্যন্ত ১১ হাজার কেভির সংযোগ দেওয়া। এই প্রকল্পের কাজই এখন জোরকদমে চলছে বলে জানা গিয়েছে। প্রকল্পের তৃতীয়টি হল জলদাপাড়ার হলং থেকে বনাঞ্চলের ভেতর হয়ে মাটির তলা দিয়ে শালকুমারহাটের টিইসি বিটের পাশে ১১ হাজার কেভির

সংযোগ।

যা এখনও শুরু করা সম্ভব হয় নি। তবে হবে। এখন সোনাপুর থেকে রাস্তার পাশ বরাবর খুঁটি পোঁতার কাজ করা হচ্ছে। এই রাস্তায় রয়েছে শিলতোর্ষা সেতু। এই সেতু পার হলেই পশ্চিম দিকে শালকুমার মোড় এলাকা। এদিন সেতুর পাশ বরাবর লোহার খুঁটি লাগানোর কাজ করতে দেখা যায় শ্রমিকদের। এভাবে খুঁটির কাজ শেষ হলেই বিদ্যুৎবাহী তার লাগানো হবে। তারপর শালকুমার মোড়ে নতুন ১১ হাজার কেভির সংযোগ দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার এমন তৎপরতায় শালকুমারহাটের জনপ্রতিনিধিরাও খুশি। শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায় জানান, ' তিনটি প্রকল্প নিয়েই গত ৯ অগাস্ট বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার মেজবিল অফিসে বৈঠক হয়েছিল। সেদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তারা বিস্তারিতভাবে তিন প্রকল্পের কথা জানিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবাও কিছুটা উন্নত হয়েছে। প্রথম প্রকল্পের কাজ হওয়াতেই এখন ভোল্টেজ কিছুটা বেড়েছে।' পুজোর আগেই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারব বলেও ভরসা রাখছি।'

দিনহাটায় আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে উত্তেজনা, আন্দোলনকারীকে মারধর!

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ২০ আগস্ট ঃ দিনহাটায় আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে উত্তেজনা, আঃ দালনকারীকে মারধর! উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের খাস তালুকায় এ ধরনের ঘটনায় গোটা রাজ্য তোলপাড়। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহারের দিনহাটায়। আন্দোলনকারী এক ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তাদের দাবি, আন্দোলনকারী ওই যুবক মদ্যপ অবস্থায় মিছিলে ঢুকে গিয়েছিলেন। তাই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন সোমবার দিনহাটা শহরে প্রতিবাদ মিছিল বের করে ছাত্রছাত্রীরা।

সন্ধ্যা ৬টায় শহিদ হেমন্ত বসু কর্ণার থেকে ছাত্রছাত্রীদের মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে অংশ নেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরাও। এদিন প্রথমে ছাত্রছাত্রীরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিলে তাতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা বাধা দেন বলে অভিযোগ। এরপর মিছিল পাঁচমাথার মোড় যাওয়ার কথা থাকলেও তা পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছোয়। সেখানেই অবস্থানে বসেন ছাত্রছাত্রীরা। পরে সেখান থেকে মিছিল পুনরায় শহিদ কর্ণারে চলে আসে। নাদিরা আজাদ নামে এক আন্দোলনকারীর অভিযোগ, স্লোগান দিতে গেলে মাইকের তার খুলে দেওয়া হয়। হঠাৎ করে কিছু ছেলে তাঁদের এক আন্দোলনকারী ছাত্র রোহিত ইসলামকে মারধর করে। যদিও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য আমির আলম বলেন, ' আন্দোলনকারী মদ্যপ অবস্থায় ঢুকে যাওয়ায় তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

মেট্রো রেলওয়ে সদভাবনা দিবস পালন করল

কলকাতা, ২০শে আগস্ট ঃ মেট্রো রেলওয়ে আজ অর্থাৎ ২০.০৮.২০২৪ তারিখে সকল ধর্ম, ভাষা ও অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মানসিক একতা, জাতীয় সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে উন্নীত করার লক্ষ্যে সদ্ভাবনা দিবস পালন করেছে। মেট্রো রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার শ্রীমতি বিনিতা জৈন,

মেট্রো রেল ভবনে মেট্রো রেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছে 'সদভাবনা দিবসের প্রতিশ্রুতি' পরিচালনা করেন যাতে মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা এবং সহিংসতার অবলম্বন না করে সংলাপ এবং সাংবিধানিক উপায়ে সমস্ত মতপার্থক্য নিরসন করা যায়। সকল প্রধান বিভাগীয় প্রধান, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আজ এই শপথ গ্রহণ করেন।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিএসএনএল-র কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার দুপুরে জলপাইগুড়িতে অবস্থিত ভারত সরকারের বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেডের(বি এস এন এল) অফিসের কর্মী এবং কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরা আর জি কর কাণ্ড নিয়ে.ক্ষোভে ফেটে পরেন। বিচার চাই প্লাকার্ড হাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ঘটনা প্রসঙ্গে বি এস এন এল কর্মীদের পক্ষে শুভেঃদু কুমার চন্দ্র রায় বলেন, যে ঘটনা আর জি কর হাসপাতালে হয়েছে এক মহিলা চিকিৎসক তথা স্নাতক ছাত্রীর ওপরে তাতে আমরা সবাই আতঙ্কিত।

দাঁড়িয়ে থাকা বাইকে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, বাগডোগরা, ২০ আগস্ট ঃ ঘটনাটি ঘটেছে আজ দুপুরে বাগডোগরা পানিঘাটা রোডে হনুমান মন্দিরের পাশে একটি গ্যারেজে। জানা গিয়েছে গ্যারেজের সামনে দার করিয়ে রাখা ছিল একটি মোটর বাইক। তবে হঠাই ওই বাইকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, মুহূর্তের মধ্যে আগুন এর লেলিহান শিখা বাইককে গ্রাস করে। ঘটনার খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগকে। তবে স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও পুড়ে ছাই হয়ে যায় মোটরবাইকটি। ঘটনায় দমকল বিভাগ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনার স্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ। তবে কিভাবে এই ঘটনাটি ঘটেছে তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। বাইক চালক সুদীপ্ত রায় জানান, পানিঘাটা মরে হঠাৎ বাইক স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেলে গ্যারেজে নিয়ে আসেন গাড়িটি। গাড়ির কিছু পার্টস নিতে অন্য দোকানে গেলে এসে দেখেন গাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। তবে কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো তা বুঝতে পারছেন না তিনি।

দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করল আই এস এফ-র

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ আগস্ট ঃ মুর্শিদাবাদের জাকির হোসেন ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসি কলেজের হোস্টেল থেকে মালদার এক ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি তুলে এবার মালদহের ইংলিশ বাজার থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করল আই এস এফ এর ছাত্র সংগঠন। মঙ্গলবার ইংলিশ বাজার থানার সামনে রাস্তায় বসে গিয়ে বেশ বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। এরপর দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি তুলে ইংলিশ বাজার থানার আইসির হাতে একটি ডেপেটেশন তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য গত ১৩ তারিখ রাত্রে মালদার ইংলিশ বাজার থানার যদুপুর এলাকার বাসিন্দা তৌহিদ করিম নামে ফার্মাসি ওই ছাত্রের দেহ উদ্ধার হয়েছিল জাকির হোসেন ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসি কলেজের হোস্টেল থেকে। এরপর স্থানীয় রঘুনাথগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে পুলিশ বলে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল। অবশেষে সংবাদ মাধ্যমে এই খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পরই লিখিত অভিযোগ নিয়েছিল পুলিশ।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাজেয়াপ্ত চার কেজি সোনা ও ১০ কেজি রূপো

কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) পৃথক দুটি ঘটনায় চার কেজি সোনা ও ১০ কেজি রূপো বাজেয়াপ্ত করেছে। বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার ডিআইজি এবং মুখপাত্র এ. এর আর্য বলেন, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় এক চোরাকারবারীর কাছ থেকে সোনা উদ্ধার করা হয়েছে, আর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দুই মহিলার কাছ থেকে রূপো উদ্ধার করা হয়েছে।

ডিআইজি আর্য বলেন, নদীয়া জেলার বিজয়পুর সীমান্ত চৌকির এক জওয়ান বাঁশের ঝোপের কাছে সাইকেল চালিয়ে এক ব্যক্তিকে হাঁটতে দেখেন। জওয়ান তাকে থামানোর চেষ্টা করলে লোকটি গালিগালাজ শুরু করে। এরপর জওয়ান তাকে তল্লাশি করার চেষ্টা করলে, লোকটি আচমকা একটি ধারালো অস্ত্র বের করে জওয়ানকে আক্রমণ করে। জওয়ান সময়মতো নিজেকে বাঁচাতে পারলেও অস্ত্রের আঘাতে তার শার্টের বাম অংশ কেটে যায়। এর পরে, জওয়ান আত্মরক্ষার জন্য একটি গুলি চালায়, যা চোরাকারবারীকে লাগেনি এবং সে ঘন ঝোপের মধ্যে পালিয়ে যায়। সংঘর্ষের সময়, চোরাকারবারীর কোমরে বাঁধা একটি বেল্ট আলগা হয়ে যায, যা জওয়ানরা এলাকায় অনুসন্ধানের সময়.উদ্ধার করে। বেল্টের ভিতরে আটটি সোনার ইট, ২২টি সোনার বিস্কুট এবং একটি ছোট সোনার টুকরো পাওয়া গেছে, যার মোট ওজন ছিল চার কেজি। তাদের মূল্য প্রায় ৪.৩২ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছে। ডিআইজি আর্য জানিয়েছেন, এই সোনা কলকাতার ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনার তথ্য দিতে গিয়ে ডিআইজি আর্য বলেন, পানিতর সীমান্ত চৌকির জওয়ানরা গোয়েন্দাদের থেকে পায় যে কিছু লোক রূপো পাচারের চেষ্টা করছে। এর ভিত্তিতে জওয়ানরা বাংলাদেশের দিকে যাওয়ার সময় দুই মহিলাকে বাধা দেয়। মহিলারা পালানোর চেষ্টা করলেও মহিলা কনস্টেবলদের হাতে ধরা পড়ে। তল্লাশির সময় এক মহিলার অন্তর্বাস থেকে দুই প্যাকেট রূপো উদ্ধার করা হয় এবং পাশের একটি ধানক্ষেতে আরও দুটি প্যাকেট পড়ে থাকতে দেখা যায়। বাজেয়াপ্ত রূপোর মূল্য আনুমানিক ৮.৩৭ লক্ষ টাকা।

উত্তর পূর্ব রেলের নন-ইন্টারলক কাজ করার কারণে ট্রেনগুলি বাতিল

গোরখপুর, ২০ অগাস্ট ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং অপারেশনাল সহজে আপগ্রেড করার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব মধ্য রেলওয়ের উমারিয়া স্টেশন এবং পশ্চিম মধ্য রেলওয়ের জবলপুর বিভাগের দামোহ স্টেশনে রেল প্রশাসনের দ্বারা নন-ইন্টারলক কাজ করার কারণে, ট্রেনগুলি বাতিল এবং ডাইভারশন নিম্নরূপ করা হবে. বাতিলকরণ- লক্ষ্ণৌ জং ১২৫৩৫ লখনউ জং-রায়পুর দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ২৯শে আগস্ট এবং ০২ এবং ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে চলা বাতিল থাকবে।ন্ড- ১২৫৩৬ রায়পুর-লখনউ জং ৩০ আগস্ট এবং ০৩ এবং ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ রাযপুর থেকে চলছে। দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।- ২৯ আগস্ট এবং ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ দুর্গ থেকে চলা ১৮২০৫ দুর্গ-নৌতানওয়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। - ১৮২০৬ নওতানওয়া-দুর্গ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস নওতানওয়া থেকে ৩১শে আগস্ট এবং ০৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বাতিল থাকবে।ন্ডরুট পরিবর্তন-ন্ড- ২৭ আগস্ট থেকে ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বরাউনি থেকে ১৫২৩১ বরাউনি-গোন্দিয়া এক্সপ্রেস নির্ধারিত রুটের পরিবর্তে কাটনি-জবলপুর-নৈনপুর-বালাঘাটের পরিবর্তিত রুট দিয়ে চলবে। ১৫২৩২ গোন্দিয়া-বরাউনি এক্সপ্রেস ২৭ আগস্ট থেকে ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত গোন্দিয়া থেকে চলমান নির্ধারিত রুট উসলাপুর-কাটনির পরিবর্তে পরিবর্তিত রুট বালাঘাট-নৈনপুর-জবলপুর-কাটনি দিয়ে চলবে।

নেশাজাতীয় ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ আগস্ট ঃ বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ট্যাবলেটসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে জয়গাঁও থানা পুলিশ। অভিযুক্তের নাম আশরাফ আলী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জয়গাঁও থানা পুলিশ ভানুভক্ত টোল এলাকার একটি গ্যারেজে তল্লাশি চালায়। এ সময় আশরাফ আলী ধরা পড়েন। ধৃতের তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এরপরেই এনডিপিএস আইনে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

অলিম্পিকে জোড়া পদক, স্টেজেও ট্যালেন্ট দেখালেন মনু ভাকের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের মুখ হয়ে উঠেছেন মনু ভাকের। তার নানা কারণ রয়েছে। প্যারিসে প্রথম পদক এসেছে মনুর সৌজন্যেই। দীর্ঘ ১২ বছর পর অলিম্পিক শুটিংয়ে প্যারিসের পদক প্রথম, এক সংস্করণে জোড়া পদক। নানা রেকর্ড গড়েছেন। দেশকে গর্বিত করেছেন শুটার মনু ভাকের। তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাসে ভাসছে দেশ। প্যারিস অলিম্পিক থেকে মোট ছ'টি পদক এনেছে ভারত। এর মধ্যে তিনটিই শুটিং থেকে। মনু ভাকের ব্যক্তিগত এবং মিক্সড টিম ইভেন্টে ব্রোঞ্জ, স্বপ্নিল কুশালে ব্যক্তিগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ। নীরজ চোপড়া রুপো এবং কুস্তিতে আমন শেরাওয়াত ব্রোঞ্জ এনেছেন। টানা দ্বিতীয় বার পদক ভারতীয় হকি টিমের। প্যারিসের স্পটলাইটে ছিলেন মনু ভাকের। এখনও তিনিই। তবে শুটিং রেঞ্জেই নয়, স্টেজেও ট্যালেন্ট দেখালেন অলিম্পিকে জোড়া পদক আনা মনু ভাকের। স্কুল জীবন থেকে নানা খেলার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন মনু ভাকের। শিখেছেন মার্শাল আর্ট। ভরতনাট্যমেও পারদর্শিতা রয়েছে মনুর। টেনিসও খেলেছেন। সব শেষে বেছে নেন শুটিং। টোকিও অলিম্পিকে বন্দুকের সমস্যার জেরে একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরেছিলেন। প্যারিসে পদক। চার বছর পর লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে সোনা ফলাবেন মনু ভাকের, এমন প্রত্যাশাই থাকবে। প্যারিস থেকে ফেরার পরই ব্যস্ততা বেড়েছে মনু ভাকেরের। পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে সময় কাটানোর পাশাপাশি নানা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে হচ্ছে। তাঁকে নিয়ে দেশে এমন উন্মাদনা হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তেমনই একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অন্য রূপে ধরা দিলেন মনু ভাকের। স্টেজ মাতালেন কালা চশমা গানে। স্কুল পড়ুয়ারা তাঁকে দেখে আপ্লুত। অলিম্পিক পদকজয়ীর পাশে থাকতে পেরে কতটা উচ্ছ্বসিত এবং গর্বিত, তা যেন ভিডিয়োতেই পরিষ্কার।

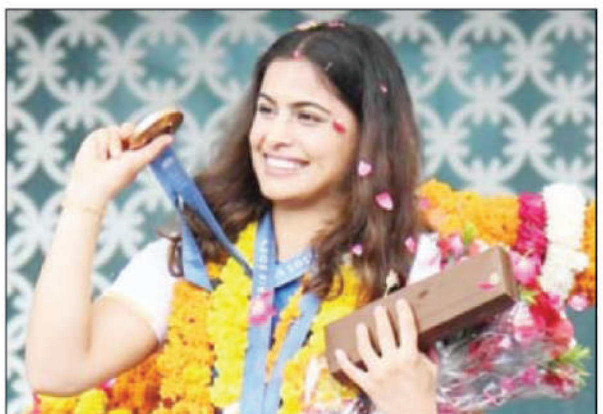

এক আইপিএলে দ্বিগুণের বেশি লাভ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের

মুম্বই, ২০ আগস্টঃ ক্রোড়পতি লিগ থেকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের আয় বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে লাভের পরিমাণও। ২০২২ সালের আইপিএল থেকে বোর্ড যে টাকা লাভ করেছিল, পরের বছর তার দ্বিগুণের বেশি লাভ করেছে তারা। প্রতিযোগিতার সম্প্রচার স্বত্ব থেকেই লাভ বেড়েছে বিসিসিআইয়ের। 'ইকোনমিক টাইমস'-এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালের আইপিএল থেকে ২৩৬৭ কোটি টাকা লাভ হয়েছিল রজার বিন্নী, জয় শাহদের বোর্ডের। পরের বার, ২০২৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫১২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, লাভের পরিমাণ বেড়েছে ২৭৫৩ কোটি টাকা। ২০২২ সালের দ্বিগুণের বেশি লাভ হয়েছে ২০২৩ সালে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে আইপিএল থেকে মোট আয় হয়েছে ১১,৭৬৯ কোটি টাকা। ২০২২ সালের তুলনায় তা ৭৮ শতাংশ বেশি। আয় বাড়ার পাশাপাশি অবশ্য খরচের পরিমাণও বেড়েছে। ২০২৩ সালে মোট খরচ হয়েছে ৬৬৪৮ কোটি টাকা, যা আগের বারের তুলনায় ৬৬ শতাংশ বেশি। বিসিসিআইয়ের লাভ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ সম্প্রচার স্বত্ব। ২০২৩ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য আইপিএলের সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি হয়েছে ৪৮,৩৯০ কোটি টাকায়। তার মধ্যে টেলিভিশন স্বত্ব বাবদ ডিজনি স্টার দিয়েছে ২৩,৫৭৫ কোটি টাকা। ডিজিটাল স্বত্ব বাবদ জিয়ো সিনেমা দিয়েছে ২৩,৭৫৮ কোটি টাকা। আইপিএলের ট্রফি স্বত্ব নেওয়ার জন্য টাটা সন্সকে দিতে হয়েছে ২৫০০ কোটি টাকা। এই সব কারণেই বিসিসিআইয়ের লাভ বেড়েছে বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে।

আন্তর্জাতিক আদালতেও কেন খারিজ ভিনেশের রুপোর পদকের আবেদন

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

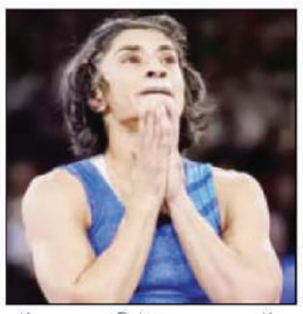

সেমিফাইনাল পর্যন্ত নিয়ম মেনে জেতার জন্য রুপোর পদকটি যাতে তাঁকে দেওয়া হয়, সেই দাবিতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে গিয়েছিলেন ভিনেশ। সেখানেও খারিজ হয়ে যায় তাঁর আবেদন। তবে কেন খারিজ হল, কী কী নিয়ম রয়েছে খেলার-এই সবটা ব্যাখ্যা করে রিপোর্ট প্রকাশ করল ক্যাস বা কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস। প্যারিস অলিম্পিকে মেয়েদের ফ্রি-স্টাইল কুস্তির ফাইনাল থেকে ভিনেশ ফোগতের ফেরত আসার ক্ষত এখনও টাটকা দেশবাসীর মনে। ৫০ কেজি বিভাগের সেমিফাইনাল পর্যন্ত জিতে ফাইনালে ওঠেন তিনি। তবে ফাইনাল ম্যাচের দিন সকালে ওজন মাপার সময়ে ১০০ গ্রাম ওজন বেশি থাকায় ডিসকোয়ালিফায়েড হন তিনি। ফলে ইভেন্ট থেকেই বাতিল হয়ে যান তিনি, যে কারণে কোনও পদকই পাননি। এর পরে সমস্ত মহলে দরবার করেও ভিনেশের রুপো পাওয়ার ব্যাপারে কোনও আশার আলো দেখা যায়নি। বিশ্ব কুস্তি সংস্থার প্রধানও জানিয়ে দেন, নিয়মের কাছে সকলের হাতপা বাঁধা। সকলের সামনেই ওজন মাপা হয়েছে, তা বেশি হলে আর কোনওভাবেই ক্যাটাগরিতে খেলার সুযোগ মিলবে না। উল্টে যা তিনি খেলে এসেছেন, তাও বাতিল হয়ে যাবে। সোমবার আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়, নিয়ম সকলের জন্য সমান। নিয়মে যেহেতু স্পষ্ট উল্লেখ করা রয়েছে যে প্রত্যেক অ্যাথলিটকে নির্দিষ্ট ওজনসীমার মধ্যে থাকতেই হবে, সে কারণে কোনওভাবেই উর্ধ্বসীমা লঙ্ঘন করা যাবে না। এই নিয়মের বাইরে গিয়ে, কোনও পরিস্থিতিতেই বিশেষ কাউকে ছাড় দেওয়া যাবে না। কোর্টের রিপোর্টে বলা হয়েছে, আবেদনকারী অ্যাথলিট ভিনেশ ফোগতের ওজন যে বেশি ছিল, তা প্রমাণ হয়েছে শুনানিতে। মাত্র ১০০ গ্রামের জন্য নিয়ম শিথিল করার যে দাবি করা হয়, তা খারিজ হয়ে গেছে মামলায়। ওই রিপোর্টে ওজন বেশি হওয়ার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়। জল খাওয়ার পরিমাণে এদিক-ওদিক হওয়া এবং শরীরের জল ধরে রাখার জন্য এমনটা হতেই পারে। আদালতের রিপোর্টে আরও বলা হয়, আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থার নিয়ম মেনেই অলিম্পিক্স খেলা হয়। সে নিয়মে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ইভেন্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ ফাইনাল পর্যন্ত অ্যাথলিটকে নির্দিষ্ট ওজনসীমায় থাকতেই হবে। ইভেন্টের কোনও পর্যায়েই ওজনসীমা লঙ্ঘন করা যাবে না। তাই সেমিফাইনাল পর্যন্ত ৫০ কেজির নীচে ওজন ধরে রাখলেও, ফাইনালের আগে তা বেড়ে যাওয়ায়, আগের খেলাগুলি গ্রাহ্য করা হবে না। ফলে ভিনেশ রুপোর পদক দাবি করে আদালতে আবেদন করলেও, আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক আদালত তাঁকে পদক পাওয়ার যোগ্য বলে রায় দেয়নি।

লিগে রেনবোকে ২-০ গোলে হারাল লাল-হলুদের

ম্যাচে 'বিচার চাই' বার্তা ইস্টবেঙ্গলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদ চলল ইস্টবেঙ্গল মাঠেও। রবিবার যুবভারতীর বাইরেই যে প্রতিবাদ শেষ হয়ে যায়নি তা দেখিয়ে দিলেন লাল-হলুদ সমর্থকেরা। মঙ্গলবার কলকাতা লিগের ম্যাচে রেনবোকে ২-০ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। গোলের পরে বিচার চেয়ে প্রতিবাদ করলেন ফুটবলারেরা। একই স্লোগান উঠল গ্যালারিতেও। বৃষ্টির কারণে মাঠে দর্শকের সংখ্যা কম ছিল। প্রায় ১০০০-১২০০ সমর্থক গিয়েছিলেন। প্রথমের দিকে তেমন পোস্টার, ব্যানার দেখা না গেলেও খেলা শুরুর সময় দেখা গেল গোলপোস্টের পিছনে একটি বড় ব্যানার। তাতে লেখা, 'তোমার স্বর, আমার স্বর, পাশে আছি আরজি কর।' খেলা শুরুর আগে রেনবোর ফুটবলারেরাও একটি জার্সি নিয়ে দাঁড়ান। সেই জার্সিতে আরজি কর-কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবি লেখা ছিল। খেলা যত গড়াল, প্রতিবাদ তত বাড়ল। প্রথমার্ধে গোল হয়নি। বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের বেশ কিছু জায়গায় জল জমেছিল। ফলে শরীরের নিয়ন্ত্রণ ঠিক রাখতে সমস্যায় পড়ছিলেন ফুটবলারেরা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টি না হওয়ায় খেলার গতি বাড়ল। ৭৫ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন পরিবর্ত হিসাবে নামা সঞ্জীব ঘোষ। গোল করার পরেই সাইডলাইন থেকে একটি লাল জার্সি নিয়ে গিয়ে গ্যালারির সামনে দাঁড়ান তন্ময় দাস, হীরা মণ্ডল, বাখালা সুনীল, সুমন দেরা। সেই জার্সিতে লেখা ছিল, 'আমরা আরজি কর-কাণ্ডে ন্যায়বিচার চাই।' ফুটবলারদের দেখে গ্যালারিও স্লোগান দিতে শুরু করে। ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন আশিক। ২-০ গোলে জেতে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ শেষেও গ্যালারিতে স্লোগান দিচ্ছিলেন সমর্থকেরা। ফুটবলারদের প্রতিবাদের বিষয়টি তিনি জানতেন না বলে জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ বিনো জর্জ। খেলা শেষে তিনি বলেন, ফুটবলারেরা যে এ ভাবে প্রতিবাদ করবে সেটা আমি জানতাম না। আমার সঙ্গে ওদের কথা হয়নি। তবে সারা দেশই তো বিচার চাইছে। আমিও চাই।

মেসিকে ছাড়াই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলবে আর্জেন্টিনা

বুয়েনস আইরেস, ২০ আগস্টঃ অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে ছাড়াই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের পরের দুটি ম্যাচ খেলতে হবে আর্জেন্টিনাকে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা আজ অধিনায়ককে ছাড়াই আগামী মাসের দুটি ম্যাচের দল ঘোষণা করেছে। কোপা আমেরিকার ফাইনালে পাওয়া চোট থেকে মেসি এখনো সেরে না ওঠাতেই এই সিদ্ধান্ত আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ)। ৫ সেপ্টেম্বর বুয়েনস এইরেসে চিলির বিপক্ষে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নিজেদের সপ্তম ম্যাচটি খেলবে আর্জেন্টিনা। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা চার দিন পর কলম্বিয়ার মাটিতে আয়োজকদের বিপক্ষে খেলবে অষ্টম ম্যাচটি। লিওনেল স্কালোনি ঘোষিত ২৮ সদস্যের দলে একদম নতুন মুখ দুজন-ভালেন্তিন কাস্তেয়ানোস ও মাতিয়াস সুলে। ২৫ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড কাস্তেয়ানোস খেলেন সিরি আ ক্লাব লাৎসিওতে। মাত্রই আরেক ইতালিয়ান ক্লাব রোমায় যোগ দেওয়া ফরোয়ার্ড সুলের বয়স ২১। আর্জেন্টিনার বয়সভিত্তিক দলে খেলেছেন এই ফরোয়ার্ড। কনমেবল অঞ্চলের বাছাইপর্বে ৬ রাউন্ড শেষে আর্জেন্টিনাই শীর্ষে আছে। ৬ ম্যাচে দলটির পয়েন্ট ১৫। সমান ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে উরুগুয়ে আছে দুইয়ে। কনমেবল অঞ্চলের ১০টি দল ডাবল লিগ পদ্ধতির বাছাইপর্বে অংশ নিচ্ছে। প্রতিটি দল খেলবে ১৮টি করে ম্যাচ। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ ছয় দল সরাসরি খেলবে ২০২৬ বিশ্বকাপে। সপ্তম দলটিরও সুযোগ থাকবে প্লে-অফ পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনের বিশ্বকাপের টিকিট কাটার।

গোলরক্ষক-এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, ওয়াল্টার বেনিতেজ, জেরেনিমো রুলি, হুয়ান মুসো। **ডিফেন্ডার**-গঞ্জালো মন্তিয়েল, নাহুয়েল মলিনা, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, হেরমান পেসেলা, লিওনার্দো বালেরদি, নিকোলাস ওতামেন্দি, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, নিকোলাস তালিয়াফিকো, ভালেন্তিন বার্কো। **মিডফিল্ডার**-লিয়ান্দ্রো পারেদেস, গুইদো রদ্রিগেস, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ, জিওভানি লো সেলসো, এজেকিয়েল ফার্নান্দেজ, রদ্রিগো দি পল। **ফরোয়ার্ড**-নিকোলাস গঞ্জালেজ, আলেহান্দ্রো গারনাচো, মাতিয়াস সুলে, জিউলিয়ানো সিমোনে, ভালেন্তিন কার্বনি, হুলিয়ান আলভারেজ, লাউতারো মার্তিনেজ, ভালেন্তিন কাস্তেয়ানোস।

অভিষেক ম্যাচে নিষ্প্রভ আলভারেজ, ড্র আতলেতিকোর

মাদ্রিদ, ২০ আগস্টঃ নতুন ক্লাবে শুরুটা খুব একটা ভালো হলো না হুলিয়ান আলভারেজের। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৮০ কোটি টাকার চুক্তিতে আলভারেজকে দলে নিয়েছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে অভিষেক ম্যাচে শেষ ১৫ মিনিটের জন্য মাঠে নেমেছিলেন। এই সময়টাতে মাঠে নিষ্প্রভ ছিলেন আলভারেজ। দলকে কাঙ্ক্ষিত জয়সূচক গোল এনে দিতে পারেননি। তাতে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে এস্তাদিও দে লা সেরামিকায় ২-২ গোলে ড্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে আতলেতিকোকে। অবশ্য হারের শঙ্কাও ছিল আতলেতিকোর সামনে। দুইবার পিছিয়ে পড়েও প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে ফেরা গেছে, তাতে দিয়েগো সিমিওনের সন্তুষ্ট হওয়ারই কথা। ম্যাচশেষে আতলেতিকো কোচের কথাতে সন্তুষ্টিই প্রকাশ পেয়েছে, ''আমার মনে হয় আমরা ভালো একটা ম্যাচ খেলেছি। কিছু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নতির জায়গা আছে, তবে দল হিসেবে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম।'' গত মরসুমে লিগে পয়েন্ট তালিকায় ৪ নম্বরে থাকা আতলেতিকো দলে এবার বেশ কয়েকটি পরিবর্তন এসেছে। আলভারো মোরাতা, স্টেফান সেভিচ, মেম্ফিস ডিপাইয়ের মতো ফুটবলার দল ছেড়েছেন। দলে এসেছেন আলভারেজ, আলেক্সান্ডার সরলথ, রবিন লে নরমাঁ। এই তিন ফুটবলারেরই কাল অভিষেক হয়েছে। অভিষেক ম্যাচে গোল পেয়েছেন সরলথ। যে গোলেই মূলত কাল পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে পেরেছে আতলেতিকো। ম্যাচের ১৮ মিনিটের মাথাতেই গোল খেয়ে বসে আতলেতিকো। গোল করেন ডাচ ফুটবলার আরনাউ দানিউমা। এই গোলের পর ম্যাচ ফিরতে খুব একটা সময় নেয়নি আলভারেজরা। ২ মিনিট পরই গোল ফিরিয়ে দেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মার্কোস ইয়োরেন্তে। ৩৭ মিনিটে ককের আত্মঘাতী গোলে আবারও এগিয়ে যায় ভিয়ারিয়াল। যদিও দায়টা বেশি ছিল গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাকের। অ্যালেক্স বায়েনার করা ক্রস ওবলাক নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে হেডে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান সরলথ।

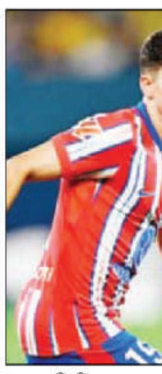

ওভারে ছয় ছক্কা সহ ৩৯ রান! আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বরেকর্ড

আপিয়া, ২০ আগস্টঃ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বরেকর্ড। যুবরাজ সিং, কায়রন পোলার্ডদের মতো ওভারে ছয় ছক্কা। শুধু তাই নয়, তিনটি নো-বল সহ ওভারে মোট ৩৯ রান। এমন রেকর্ড হল সামোয়ার ব্যাটার দারিউস ভিসারের সৌজন্যে। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এমন রেকর্ডই হল। 'দুর্ভাগ্য'-এর শিকার ভানয়াতু পেসার নলিন নিপিকো। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বাধিক ৩৬ রানেরই রেকর্ড ছিল। সেই রেকর্ড ভেঙে তৈরি হল ইতিহাস। আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সাব রিজিওনাল ইস্ট এশিয়া-প্যাসিফিক যোগ্যতাঅর্জন পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয় সামোয়া ও ভানুয়াতু। সামোয়া ইনিংসের ১৫তম ওভারে নলিন নিপিকোর বোলিংয়ে এই রেকর্ড। সামোয়ার ব্যাটার দারিউস সব মিলিয়ে ৬২ বলে ১৩২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। এই জয়ে ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের স্বপ্নও রইল সামোয়ার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ওভারে ছয় ছক্কার রেকর্ড প্রথম গড়েছিলেন ভারতের বাঁ হাতি ব্যাটার যুবরাজ সিং। ২০০৭ সালে উদ্বোধনী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বোলার স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছিলেন যুবরাজ সিং। এরপর ২০২১ সালে কায়রন পোলার্ড ছয় ছক্কার রেকর্ডে ভাগ বসান। শ্রীলঙ্কার স্পিনার আকিলা ধনঞ্জয়ের এক ওভারে ছয় ছক্কা মারেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটার পোলার্ড। সাম্প্রতিক সময়ে নেপালের দীপেন্দ্র সিং আইরি ছয় ছক্কা মেরেছিলেন এশিয়ান গেমসে। এক ওভারে সবচেয়ে বেশি রানের নিরিখে জুটিতে রেকর্ড গড়েছিলেন রোহিত শর্মা-রিঙ্কু সিং। এ বছরের শুরুতে আফগান পেসার করিম জানাতের বোলিংয়ে এক ওভারে ৩৬ তুলেছিল রিঙ্কু-রোহিত জুটি। এ ছাড়াও এক ওভারে ৩৬ রানের রেকর্ড গড়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিকোলাস পুরান। যদিও তিনি ছয় ছক্কা মারেননি। আফগান পেসার আজমতুল্লা ওমরজাইয়ের ওভারে ৩৬ রান এসেছিল পুরানের।

৭৫০ কোটি টাকা দামের স্ট্রাইকার ম্লান ৩৭ বছর বয়সী ভার্ডির কাছে

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লন্ডন, ২০ আগস্টঃ সবার চোখ ছিল টটেনহামের ৭৫০ কোটি টাকা দামের নতুন স্ট্রাইকারের দিকে। কিন্তু কাল রাতে লেস্টারের কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে সব আলো কেড়ে নিলেন ৩৭ বছর বয়সী এক স্ট্রাইকার। ৭৫০ কোটি টাকা দামের স্ট্রাইকারের নাম ডমিনিক সোলাঙ্কি। এই মরসুমেই বোর্নমাউথ ছেড়ে টটেনহামে এসেছেন ইংলিশ স্ট্রাইকার। ২৬ বছর বয়সী স্ট্রাইকার সোলাঙ্কি টটেনহাম কিংবদন্তি হ্যারি কেইনের ফেলে যাওয়া শূন্যস্থান পূরণ করবেন, এমন আশাই করছেন স্পার সমর্থকেরা। কিন্তু প্রথম ম্যাচে সেই সোলাঙ্কিকে ম্লান করে দিলেন লেস্টারের কিংবদন্তি জেমি ভার্ডি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে ভার্ডির গোলেই টটেনহামের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে লেস্টার। সেই ভার্ডি, প্রিমিয়ার লিগে যাঁর দিন শেষ হয়ে গিয়েছে বলেই ভাবছিলেন সবাই। প্রথমার্ধে কী ছন্নছাড়াই না ছিল ভার্ডির লেস্টার। একটি মরসুম ইংলিশ ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরে কাটিয়ে আসা প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নরা নিজেদের খুঁজে পেতেই হিমশিম খেয়েছে। তবু পেদ্রো পোরোর গোলে প্রথমার্ধটা মাত্র ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেই শেষ করতে পারে টটেনহাম। টটেনহামের কতটা আধিপত্য ছিল সেটির প্রমাণ ৫৭ মিনিটে করা ভার্ডির গোলটিই! ম্যাচে ওটাই যে ছিল লেস্টারের প্রথম গোল করার চেষ্টা। আর প্রথম চেষ্টাতেই কাজ হেডে গোল করে ফেললেন ২০১৬ সালের লেস্টারের প্রিমিয়ার লিগ জয়ের অবিশ্বাস্য গল্পের নায়ক। বয়স ৩০ পেরোনোর পর প্রিমিয়ার লিগে ভার্ডির এটি ১০৪তম গোল। সবগুলো গোলই লেস্টারের হয়েই করেছেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার। ম্যাচের পর সেই ভার্ডিকেই লেস্টারের ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়ের তকমা দিলেন লিভারপুলের প্রাক্তন তারকা জেমি ক্যারাঘার। খেলা ছাড়ার পর ফুটবল বিশ্লেষকের কাজ করা ক্যারাঘার স্কাই স্পোর্টসে ভার্ডিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন, ''আমার মনে হয় ভার্ডিই লেস্টারের ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়। সে স্পেশাল ফুটবলার।'' টটেনহাম গোলের পর গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে ক্যারাঘার ভার্ডির এতটা প্রশংসা নাও করতে পারতেন। ১ হাজার কোটি টাকার স্ট্রাইকার সোলাঙ্কি একাই দুটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন। দুবারই হেড করে সোজা গোলকিপারের হাতে বল তুলে দিয়েছেন গত মরসুমে বোর্নমাউথের হয়ে ১৯ গোল করা এই স্ট্রাইকার। দুর্দান্ত এক প্রথমার্ধ কাটানো টটেনহাম ম্যাচের শেষ মুহূর্তেও সুযোগ নষ্টের মহড়া দিয়েছে। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার রিচার্লিসন খুব কাছ থেকেও হেডে বাইরে পাঠিয়েছেন বল। দলটির কোচ অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগলু ম্যাচ শেষে হতাশা লুকাতে পারেননি, ''আমাদের জন্য অবশ্যই হতাশাজনক ফল এটি। যখন আপনি এতটা আধিপত্য দেখাবেন, তখন স্কোরলাইনে অবশ্যই সেটির প্রতিফলন থাকতে হবে।'' আট বছর আগে রূপকথার গল্প লিখে প্রিমিয়ার লিগ জেতা লেস্টার গত মরসুমে চ্যাম্পিয়নশিপে লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েই প্রিমিয়ার লিগে ফিরেছে। দলকে প্রিমিয়ার লিগে ফেরানো কোচ এনজো মারেসকাকে অবশ্য পায়নি লেস্টার। মারেসকা যে যোগ দিয়েছেন চেলসির ডাগআউটে। এ ছাড়া আর্থিক নীতি ভঙ্গের দায়েও পয়েন্ট কাটা যাওয়ার শঙ্কায় আছে দলটি। কোচিং প্যানেলে বদল ও পয়েন্ট খোয়ানোর শঙ্কার মধ্যেও লেস্টারের ভরসা ছিলেন ভার্ডি। গত মরসুমে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে ১৮ গোল দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া ভার্ডি কাল আরেকটি গোলও পেতে পারতেন। সেটি না হওয়ার পেছনে মরসুম শুরুর আগে চোটের কারণে প্রস্তুতি ম্যাচে ভার্ডির খুব বেশি না খেলাটাও কারণ হতে পারে। লেস্টারের নতুন কোচ স্টিভ কুপার জানালেন টটেনহাম ম্যাচটা একরকম জোর করেই খেলেছেন ভার্ডি, ''তিন দিন আগেও মাঠে নামানোর মতো আমাদের কোনো অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার ছিল না। সে (ভার্ডি) খুব করেই খেলত চাইল। এরপর নিজের কাজটাই করে দেখাল সে। আমরা জানতাম বক্সে বল নিতে পারি তবে জায়গা বানিয়ে নেওয়ার মতো লোক আছে আমাদের। এক মাস আগে সে চোটে পড়ল। এরপর যখন আবার অনুশীলনে ফিরল আর পেছনে ফিরে তাকায়নি।'' কালকের ম্যাচটি অবশ্য পুরো সময় খেলেননি ভার্ডি। ৭৯ মিনিটে দর্শকের তুমুল হাততালির মধ্যেই মাঠ ছাড়েন লেস্টারের নায়ক।

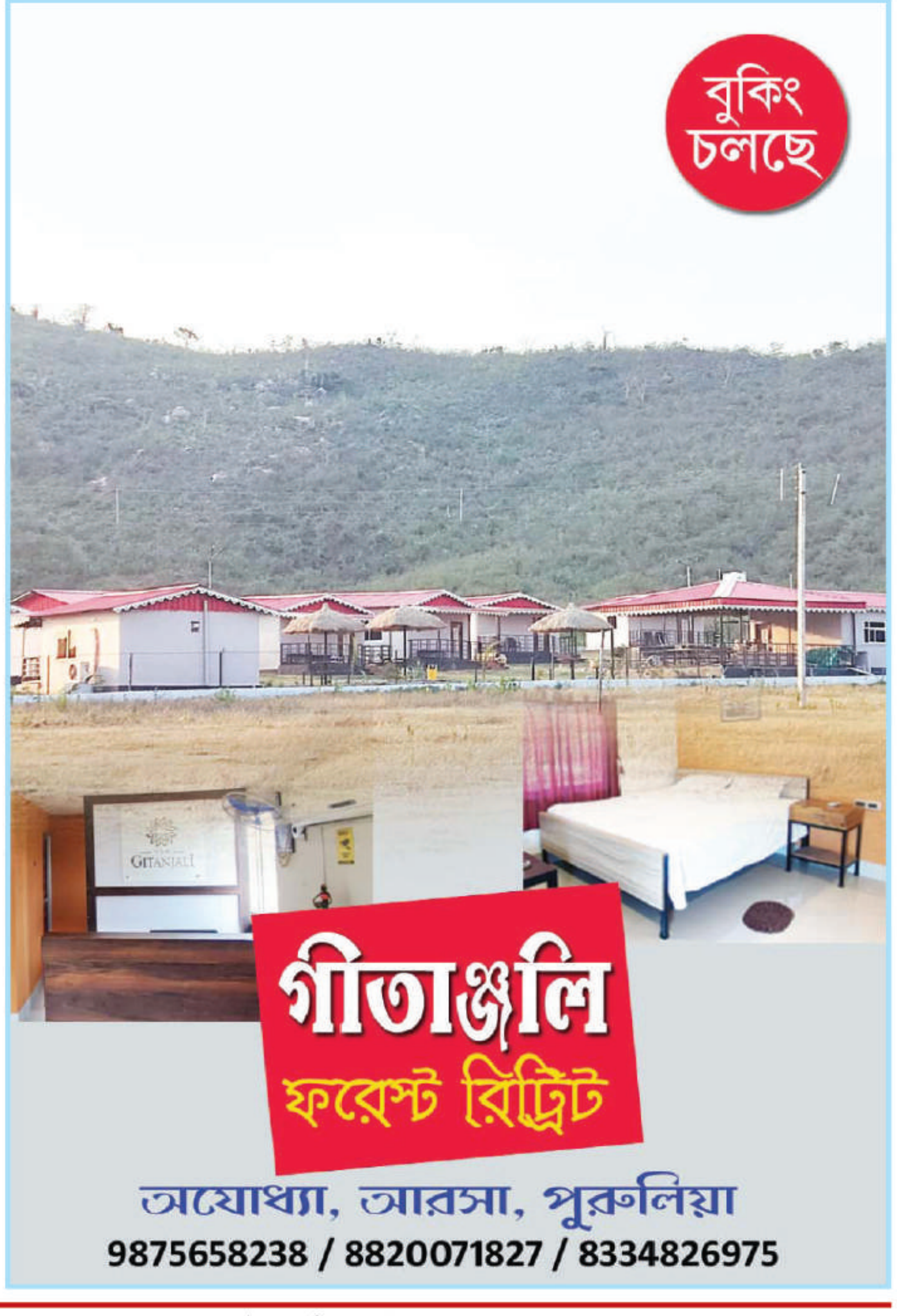

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com